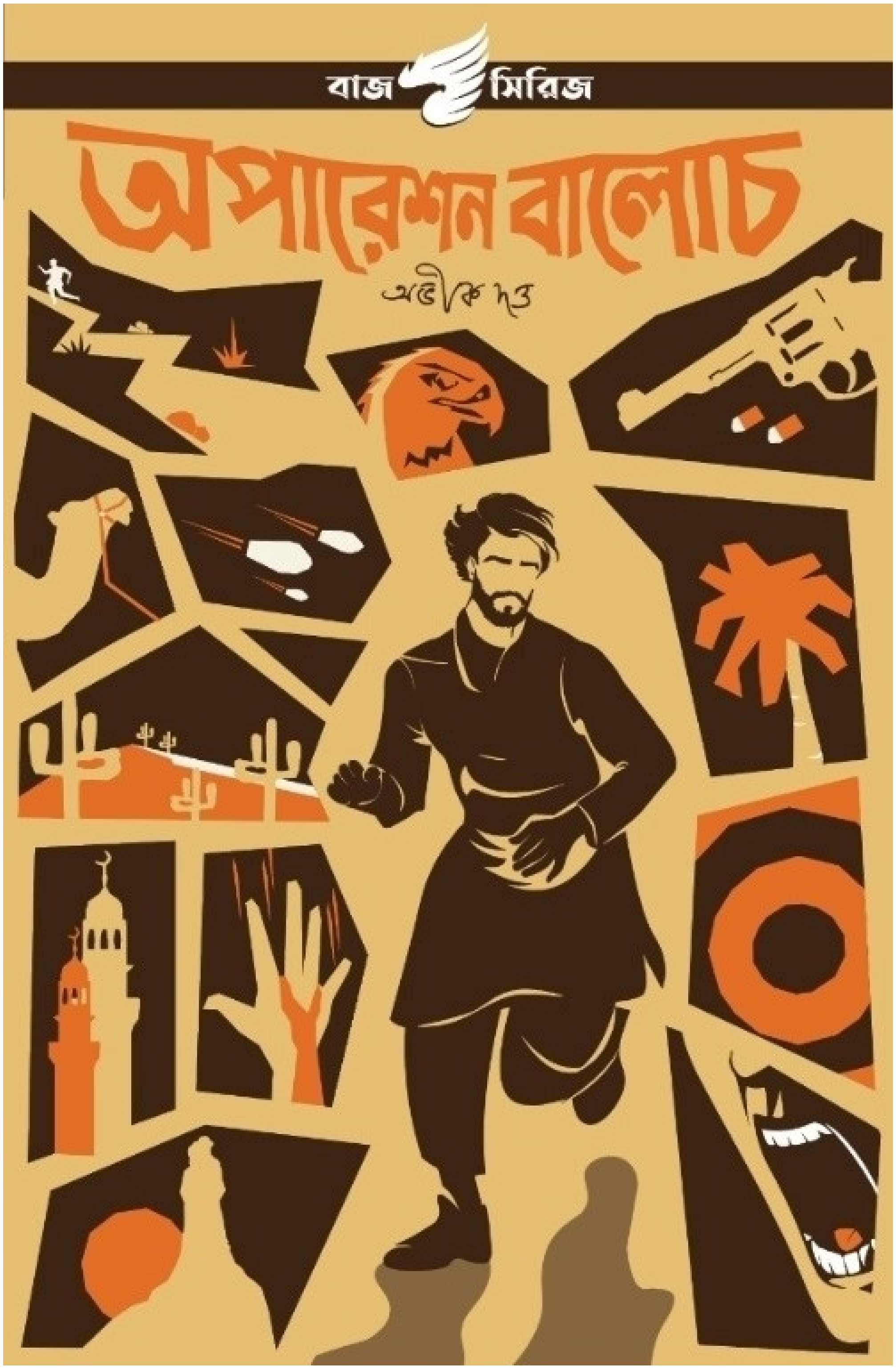
বাজ সিরিজ

অপারেশন বালোচ

অভীক দত্ত




বাজ সিরিজ
অপারেশন বালোচ
অভীক দত্ত

অপারেশন বালোচ

অভীক দত্ত

আদরের নৌকা

Oparation Balocho By Abhik Dutta

প্রচ্ছদঃসুবিনয় দাস
প্রকাশক ও কপিরাইটঃ আদরের নৌকা
যোগাযোগঃ adorernauka@gmail.com

https ://iwrite.app

ভূমিকা

রাজকন্যার সন্ধানে লেখার সময়েই মনে হয়েছিল সৈকতের আগের গল্পটাও সবার জানা দরকার। অপারেশন বালোচ তাই লেখার দরকার ছিলই। এই গল্পের সময় আফগানিস্তানে আমেরিকান সেনা ছিল, তখনো তালিবান শাসন পুনরায় কায়েম হয় নি। তবে বিধিসম্মত সতর্কীকরণটা হল এই বইয়ের স্থান, কাল, পাত্র সবই কাল্পনিক। এই বই যখন ছাপতে যাচ্ছে, তখন রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। অন্যদিকে কোভিডের জন্য আমাদের দু দুটো বছর নষ্ট হয়েছে। জানি না সামনের দিনে আমাদের জন্য আরো কত কিছু অপেক্ষা করে আছে। আশা করব, সবাই ভাল থাকবেন। মানুষ ভাল হোক। সুস্থ থাকুক।

অভীক দত্ত
২৫.০২.২০২২

১।

সাদ্দার বাজার। করাচী।

আলী মোবাইল স্টোরের মালিক নওয়াজ আলী দোকানে ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে। মাঝে মাঝেই বিড় বিড় করে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছে। দোকানের দুজন কর্মচারীই আজকে ডুব মেরেছে। এদিকে দোকানে ক্রেতার ঢল নেমেছে যেন। সিসিটিভি থাকলেও নওয়াজ জানে কিছু মানুষ থাকবেই কিছু না কিছু সরিয়ে দেওয়ার জন্য। একার পক্ষে সব কিছু সামলানো সম্ভব না।

একজন বয়স্ক মানুষকে একটা দামী মোবাইল বিক্রি করেছিল কিছুদিন আগে। তিনি এসে হয়রান মুখে বললেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। তাকে বোঝাতে বোঝাতেই আরেকজন চলে এসেছে। "কী প্যাড ওয়ালা ফোন দেখাও মিয়াঁ"।

নওয়াজ সে লোককে রেগে গিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় তাকে অবাক করে দোকানে চারজন স্যুট পরা লম্বা চওড়া লোক প্রবেশ করল।

আলী তাদের দিকে অবাক হয়ে তাকাল। এদের এই এলাকায় আগে দেখে নি সে। চারজনের মধ্যে একজন তার দিকে একটা আই কার্ড এগিয়ে দিয়ে বলল, "ইসলামাবাদ থেকে এসেছি। তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল জনাব। দোকান খালি করে দাও"।

আলীর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সে বলল, "এখন ব্যবসার সময় জনাব। এখন কী করে দোকান..."

কথা শেষ হল না, বাকি তিন জন দোকানে থাকা সবাইকে দোকান থেকে বের করে দিয়ে শাটার নামিয়ে দিল।

আলী ঘামতে শুরু করল।

একজন হাসি মুখে বলল, "অনেক দূর থেকে এসেছি মিয়াঁ। আমাদের সময় বেশি নেই। দেশের হাল একবারেই ভাল না। জানো তো?"

আলী বলল, "আমি কী করে জানব জনাব? সারাদিন এই দোকানেই কেটে যাচ্ছে। কত টাকা দেনা করে ব্যবসা শুরু করেছি, এখন যদি লোকসান হয়ে যায়, তাহলে বিবি বাচ্চা নিয়ে পথে বসতে হবে"।

"এই ছবিটা দেখো মিয়াঁ। একে চেনো?"

একটা ছবি এগিয়ে দিল একজন আলীর দিকে। ছবিটা দেখে আলী বলল, "না। একে কোন দিন দেখি নি জনাব"।

তৃতীয় জন এগিয়ে এসে আলীকে সপাটে চড় কষাল। আলী ছিটকে পড়ল। প্রথম জন হাসি হাসি মুখ করে আলীর দিকে তাকিয়ে বলল, "এবার মনে হয় সব মনে পড়ে যাবে, তাই না? চেনো তো এবার?"

আলীর গাল কেটে রক্ত পড়ছিল। সে মেঝেতে কোন ক্রমে উঠে বসে বলল, "আমার গ্রামে থাকত"।

"নাম?"

"আফতাব"।

"সার নেম বল। আফতাব কী?"

আলী চারজনের দিকে তাকিয়ে নিয়ে মাথা নিচু করে বলল, "আফতাব বালোচ"।

একে অপরের দিকে তাকাল চারজন। প্রথমজন বলল, "কাল আফতাব দোকানে এসেছিল। রাত দশটার দিকে। দোকান বন্ধ হচ্ছিল তখন। তাই তো?"

আলী "হ্যাঁ" সূচক মাথা নাড়ল।

প্রথমজন বলল, "কী নিতে এসেছিল?"

আলী বলল, "আমার কাছে আশ্রয় চাইতে এসেছিল। বলেছিল দোকানে থাকতে চায়। আমি বারণ করে দিয়েছি"।

প্রথম জন বলল, "তারপর কোথায় গেছে সে?"

আলী বলল, "জানি না। বিশ্বাস করুন জনাব, আল্লাহর দিব্বি বলছি, আমি কিছু জানি না"।
দ্বিতীয় জন প্রথম জনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার মনে হচ্ছে ও ঠিক বলছে। কী করবেন জনাব? নিয়ে যাবেন ওকে?"
আলী হাউ মাউ করে কান্না জুড়ল, "জনাব, আমাকে রেহেম করুন জনাব, আমার বাড়িতে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আছে। আমি কারো কোন কিছুতে নেই। অনেক কষ্টে এই দোকান দাঁড় করিয়েছি। এখন যদি আমার কিছু হয়, আমার পরিবার পথে বসবে"।
প্রথম জন আলীর দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে বলল, "রেহেম করতে পারি। শর্ত আছে"।
আলী বলল, "আমি আপনাদের সব শর্ত মেনে চলার জন্য তৈরি জনাব"।
প্রথম জন বলল, "আফতাব এর পরে এলে এই দোকানেই ওকে থাকতে দিবি। আর তারপর আমাদের ফোন করবি। ঠিক আছে?"
আলী তড়িঘড়ি মাথা নাড়ল, "যেমন বলবেন জনাব"।
প্রথম জন পকেট থেকে একটা পেন বের করে দোকানে রাখা বিল বইটা টেনে নিয়ে বিলের উপরে একটা নাম্বার লিখে দিয়ে বলল, "পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে এর মধ্যে। কোন রকম বেগড়বাই করলে তোর কপালে দুঃখ আছে। আশা করি বুঝতে পারছিস আমরা কারা?"
আলী বলল, "জি জনাব। আপনারা যা বলবেন, আমি তাই করব"।
প্রথম জন বাকিদের দিকে তাকিয়ে বলল, "শাটার খোল"।
একজন গিয়ে শাটার খুলে দিল। দোকানের বাইরে ভিড় জমে গেছে। চারজন দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।
আলীর মুখ থেকে রক্ত বেরচ্ছিল। পাশের দোকান থেকে একজন এসে আলীকে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে রে আলী?"
আলী সভয়ে নিজের মুখে আড়াল করে বলল, "কিছু হয় নি। আমি এখন দোকান বন্ধ করে দেব"।
"আহ বল না কী হয়েছে"?
আলী রেগে গিয়ে গালাগাল দিয়ে প্রতিবেশী দোকানদারকে একপ্রকার ঠেলে দোকান থেকে বের করে দোকান বন্ধ করে দোকানের ভিতর বসে ভয়ে কাঁপতে লাগল।
২।
রুক্ষ পাহাড়ের গায়ে লেপটে আছে একটা ছোট গ্রাম। পশ্চিম পাকিস্তানের বালোচিস্তান প্রদেশের এই অঞ্চলে জলের অভাব প্রবল। গ্রামে যে ক'জন ছিল, তার মধ্যে অনেকেই গ্রাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে বেশ কয়েকটি বাড়ি।
এক গ্রীষ্মের ভোরে গ্রামের ঘুম ভাঙল সেনা কনভয়ের শব্দে। একটার পর একটা গাড়ি প্রবেশ করল গাড়ির ভেতর। মাইকিং শুরু হল।
"গ্রামের সবাইকে আদেশ করা হচ্ছে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতে। এখনই"।
যে ক'জন বাসিন্দা ছিল, সভয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে সেনারা নেমে এল। যে মাইকিং করছিল, সে চিৎকার করল, "আর কেউ বাকি আছে?"
গ্রামবাসীরা একে অপরের দিকে তাকাল। একজন বলল, "আর কেউ নেই জনাব"।
সেনারা প্রত্যেকটা বাড়ির ভিতর ঢুকে তল্লাশি শুরু করল। খুঁজতে শুরু করল তন্ন তন্ন করে। গ্রামবাসীদের উপর হুকুম হল বাড়ির বাইরে চুপ করে বসে থাকতে হবে। একটার পর একটা বাড়ি তল্লাশি হল।
ঘণ্টাখানেক পরে সেনারা এসে গাড়িতে বসে থাকা উপরওয়ালাকে রিপোর্ট করল, "কিছু নেই জনাব। অল ক্লিয়ার"।
সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট আমন খান এসেছে সেনাদের নিয়ে। মূল ক্যাম্পে ফোন করে রিপোর্ট করল সে। ওপ্রান্ত থেকে শোনা গেল, "আরেকবার তল্লাশি কর। ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট অন্য কথা বলছে। নিজে দেখো"।

আমন বলল, “ওকে স্যার”।
আমন গাড়ি থেকে নামল। গ্রামটা অস্বাভাবিক শান্ত। রুক্ষ পাহাড়ি মরুভূমির মধ্যে পথে বসিয়ে রাখা বালোচদের দিকে এগিয়ে গেল সে। বলল, “আমার কাছে খবর আছে তোদের এই গ্রামে একজনকে লুকিয়ে রেখেছিস তোরা। কোথায় লুকিয়েছিস বললে বেশি সমস্যায় পড়বি না। নইলে তোদের কপালে অশেষ দুঃখ আছে”।
একজন বৃদ্ধ হাত জোড় করে বলল, “বিশ্বাস করুন জনাব, আমরা কাউকে লুকিয়ে রাখি নি”।
আমন শ্বাস ছাড়ল। তার নিজেরও বিশ্বাস হচ্ছিল না এরা মিথ্যে বলতে পারে। একজন সেনা তার কানে কানে বলল, “জনাব আমরা ভাল করে খুঁজেছি। এখানে তেমন কেউ নেই”।
আমন পকেট থেকে রিভলভার বের করে সে বৃদ্ধের মাথায় ঠেকিয়ে জোরে চিৎকার করে বলল, “আফতাব, কোথায় লুকিয়ে আছিস বেরিয়ে আয়। নইলে এই বুড়োকে দিয়ে শুরু করে এই গ্রামের সব ক'টাকে এক এক করে মেরে ফেলব”।
এবার গ্রামবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। মহিলারা কান্নাকাটি শুরু করে দিল। আমন বলল, “আমি দশ গুণব। যদি না আসিস, তাহলে আমি আমার মত করে অপারেশন শুরু করব। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ”।
দশ গোণা সম্পূর্ণ হল। কেউ এল না। আমন অপ্রস্তুত হল। সে গ্রামবাসীদের দিকে তাকিয়ে বলল, “মারতে শুরু করি এবার”।
বুড়ো বলল, “জনাব, আপনারা তো দেখলেন, আমি বলছি, কেউ নেই এখানে”।
আমান ঠোঁট কামড়াল। বুড়ো মিথ্যে বলছে না। সে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে জিপে গিয়ে বসল।
কনভয় গ্রাম ছাড়ল কিছুক্ষণের মধ্যে। গ্রামবাসীরা যেখানে বসে ছিল সেখানেই বসে রইল।
৩।
“বালোচ লিবারেশনের আফতাব বালোচ একজন শীর্ষ নেতা। আই এস আই ওকে পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছে”।
চিফ কম্পিউটারে বসে দাবা খেলছিলেন। রাণা সিং চিফের সামনে বসে কথাগুলো বললেন।
চিফ বললেন, “সে ঠিক কী করেছে?”
রাণা বলল, “পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর একটা কনভয়ে বম্ব ব্লাস্ট করার অভিযোগ এসেছে তার বিরুদ্ধে। ও নিজে নেতৃত্ব দিয়েছিল। তারপর যেন ভোজবাজির মত লুকিয়ে পড়েছে। কেউ ট্রেস করতে পারছে না। বালোচ লিবারেশন আর্মির হৃৎপিণ্ড বলা যেতে পারে আফতাবকে”।
স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে চিফ বললেন, “আফতাব কী? ঘোড়া না হাতি? নাকি পদাতিক?”
রাণা বুঝলেন চিফ আফতাবকে দাবার চরিত্রের সঙ্গে মেলাতে চাইছেন। বললেন, “সেমি রাণী স্যার। রাণীর কাছাকাছি। আফতাবকে আই এস আই পেয়ে গেলে বালোচ মুভমেন্ট খুব বেশি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। পাক আর্মি গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করে দিচ্ছে। বালোচদের উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করেছে আফতাবকে পাওয়ার জন্য”।
চিফ মুচকি হেসে বললেন, “আর ওরা আমাদের কাশ্মীর নিয়ে বড় বড় বাতেলা ঝাড়ে। পাকিস্তান আর্মির বালোচিস্তানে দমন নীতি নিয়ে কেউ কিছু বলে না”।
রাণা বললেন, “দমন তো করতেই হবে স্যার। একটা দেশের অর্ধেক চলে যাবে যদি বালোচিস্তান পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে যায় তো। অথচ পাকিস্তানের সব থেকে বেশি খনিজ সম্পদও ওখানেই আছে”।
চিফ স্ক্রিন ছেড়ে রাণার দিকে তাকিয়ে বললেন, “তা এখানে আমাদের ভূমিকাটা কী?”
রাণা কাঁধ ঝাঁকালেন, “পাকিস্তানী আর্মির ডার্ক সাইডটা এক্সপোজ করা। এটাই কাজ”।
চিফ বললেন, “ঠিক আছে, জানা রইল। তুমি আর কোন খবর পেলে জানিও”।

রাণা উঠে দাঁড়ালেন, “ওকে স্যার”।
চিফ বললেন, “তুমি হতাশ মনে হচ্ছে? কোন ইন্সট্রাকশানের আশা করছিলে?”
রাণা বললেন, “হ্যাঁ স্যার। আপনি কি ব্যাপারটাতে ইন্টারেস্টেড না?”
চিফ বললেন, “আধ ঘণ্টার মধ্যে তুমি, সিরাজ আর ভেঙ্কট বোর্ড রুমে এসো। বাকিদের বলে দাও আমি ডেকেছি”।
রাণার মুখে হাসি ফুটল, “ওকে স্যার”।
রাণা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চিফ দাবার স্ক্রিনটা থেকে বেরিয়ে গিয়ে এজেন্সির মেইল বক্স খুললেন। তিনি একজনের মেইল পাবার আশা করছিলেন। সেটা আসে নি দেখে ফিস ফিস করে বললেন, “শিট। আর কত অপেক্ষা করতে হবে কে জানে?”
#
বোর্ড রুমের এসি ঘরটাকে অস্বাভাবিক রকম ঠাণ্ডা করে রেখেছে। চিফ বোর্ড রুমে ঢুকেই এসির তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিলেন। রাণা, সিরাজ এবং ভেঙ্কট তিনজনই চিফকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। চিফ ইশারায় তাদের বসতে বলে নিজের চেয়ারে বসে বললেন, “রাণার ব্রিফিং পেয়েছি। আফতাব বালোচ ইজ এ হিরো। এবার বল তোমরা কে কী ভাবছ ব্যাপারটা নিয়ে? অপিনিয়ন দাও”।
ভেঙ্কট রাণার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, “ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া ব্যাপারটাকে নিয়ে যেন আরো বেশি করে প্রচার করে, তাতে পাকিস্তানের ফেস লস হবে। আফতাবকে পেলেও কিছু করতে পারবে না”।
রাণা বললেন, “আমার তা মনে হয় না। পাকিস্তান দেখাতে যাবেই বা কেন ওরা আফতাবকে অ্যারেস্ট করেছে? সিম্পলি গুম খুন করে দেবে”।
চিফ ভেঙ্কটের দিকে তাকিয়ে বললেন, “সাউন্ডস গুড। আই এস আই এটাই করবে। যে কোন এজেন্সি তাই করবে। এবার?”
ভেঙ্কট বললেন, “তাহলে আমি আর কোন অপশন দেখতে পারছি না স্যার। দিল্লিতে বসে আমরা কীই বা করতে পারি”?
সিরাজ বললেন, “স্যার, বাজ এখন কোথায়?”
চিফ বললেন, “জানি না। অনেক দিন খোঁজ নেওয়া হয় না”।
সিরাজ বললেন, “ওকে আপনি মিস করছেন না এখন?”
চিফ বললেন, “তোমাদের সবাইকে আমি মিস করব। সামনেই রিটায়ারমেন্ট। বাড়িতে বসে বসে অবশ্যই মিস করব”।
সিরাজ হেসে বললেন, “স্যার সব কথা ঘুরিয়ে দেন। আপনি কিছুতেই বাজের কথা বলতে চান না। এত রেগে থাকেন ওর ওপর কেন কে জানে”।
চিফ এবার গম্ভীর হয়ে বললেন, “মিটিঙটা বাজকে নিয়ে হচ্ছে না। হচ্ছে আফতাবকে নিয়ে”।
সিরাজ অপ্রতিভ হয়ে বললেন, “সরি স্যার। আমি ওর কথাই ভাবছিলাম অ্যাকচুয়ালি”।
চিফ বললেন, “লিভ হিম। এই নিয়ে আর কোন কথা আমরা বলব না এখন”।
সিরাজ বললেন, “ওকে স্যার”।
চিফের ফোন বেজে উঠল। চিফ বললেন, “এক্সকিউজ মি। মিটিঙটা এখনই শেষ করতে হচ্ছে। জরুরি ফোন এসেছে একটা”।
কারো উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে চিফ বোর্ড রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

৪।

পশ্চিম পাকিস্তানের কোয়েটা থেকে ষাট কিলোমিটার দূরের একটি ছোট গ্রাম আব্বাসাবাদ। এখান থেকে কান্দাহার বেশি দূর নয়। মাঝে মাঝেই তালিবান বাহিনীর অতর্কিত হামলা ঘটে।

বালোচ লিবারেশন বাহিনী এই গ্রামে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছে। তালিবানদের তারা গ্রামে ঢুকতে দেয় না। পাকিস্তানী সেনা বাহিনী এই গ্রামে তল্লাশি করতে এলে লিবারেশনের লোকজন যেন হাওয়ার মত মিলিয়ে যায়। তারা কোথায় গেছে জিজ্ঞেস করলে গ্রামের লোকেরা শত অত্যাচারেও মুখ খোলে না। বালোচেরা জানে, তাদের প্রতিরোধ এভাবেই করতে হবে। যেদিন এই প্রতিরোধ শেষ হবে, তারা যুদ্ধটা হেরে যাবে।

আমির বালোচ সহ বেশ কয়েকজন যুবক গ্রামের মসজিদের কাছে জড়ো হয়েছে। আমির এখানকার বালোচদের নেতা। গ্রামের বাইরে কড়া পাহারা বসেছে। পাক বাহিনী আসার কোন রকম খবর পেলেই আমিরদের আত্মগোপন করতে হবে। সব রকম প্রস্তুতি নিয়েই এই জমায়েত হয়েছে।

আমির তার সহযোদ্ধাদের প্রতি গলা তুলে বলল, “আমার বন্ধুরা, তোমরা জানো এই দেশের সরকার কীভাবে প্রতি মুহূর্তে আমাদের কণ্ঠস্বর দমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তারা জানে, বালোচরা যদি একত্রিত হয়, তাহলে তাদের এই সমস্ত অত্যাচারের জবাব তারা ঠিক পাবে। আই এস আই একা নয়, তারা তালিবানদেরও আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। আমার ভাই, আমার বন্ধু, আমাদের নেতা আফতাব বালোচ যে বীরত্বের কাজ করেছে, তা আমাদের প্রত্যেককে উদ্বুদ্ধ করে। এভাবেই আমাদের পাকিস্তান সরকারের ভিত নাড়িয়ে দিতে হবে। আগামী কাল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল কাদির আমাদের গ্রামের পাশের রাস্তা দিয়ে বর্ডারে যাবে। আমরা অনেক দেখেছি। অনেক শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করতে গিয়ে দেখেছি সেনা বাহিনী আমাদের ব্রিগেডিয়ারের কাছে পৌঁছতেই দেবে না, আমাদের দাবি দাওয়া পেশ করা তো দূরের কথা। আগামীকাল, আমরা এই দেশ এবং পৃথিবীর কাছে খুব কড়া একটা বার্তা পাঠাতে পারি। আমরা তাদের বলতে পারি, আমরা দুর্বল নই। কিন্তু হে প্রিয় যোদ্ধাগণ, এই লড়াইতে যারা যাবে, তাদের হয়ত দুশমনেরা মেরে ফেলে দেবে, আমরা তাদের চিরতরে হারাবো। আমি তোমাদের কাছে জানতে চাই, কালকের যুদ্ধটা কি আমরা লড়ব না পিছিয়ে যাব?”

সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, “লড়াই হবে। পিছিয়ে যাবো না ইনশাল্লাহ। তুমি হুকুম কর শুধু, একবার বল কাকে যেতে হবে, আমরা জান কুরবান করার জন্য প্রস্তুত”।

আমিরের দু চোখ জলে ভরে এল। বলল, “আমার দুজন সাহসী যোদ্ধা দরকার। যে কোন দুজন। মেজর জেনারেলের কালকের দিনটাই জীবনের শেষ দিন হবে। গোটা পৃথিবী জানবে বালোচেরা দুর্বল নয়”।

সবাই হই হই করে উঠল। প্রত্যেকে যেতে চায়। এক বৃদ্ধ মানুষ চুপ করে বসে ছিলেন। আমির তার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, “আপনি বলুন, আপনি আমার মুরুব্বি। আমি এদের মধ্যে কাকে পাঠাবো। আপনি বুঝতেই পারছেন সবাই যেতে চাইছে”।

মুরুব্বি ঘোলাটে চোখে আমিরের দিকে একবার তাকিয়ে ভিড়ের মধ্যে এক মাঝবয়সী মানুষের দিকে তর্জনী তুললেন। আমির বলল, “জাহির?”

মুরুব্বি হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন,।

আমির বলল, “আর?”

মুরুব্বি বললেন, “আর আসগর যাবে”।

আমির চমকে উঠে বলল, “আসগর আপনার ছেলে জনাব। তার চেয়ে আপনি হুকুম করুন, আমি যাই। আমি যেতে চাই। এই লড়াইতে শহীদ হবার সুযোগ দিন আমাকে”।

মুরুব্বি স্থির চোখে আমিরের দিকে তাকিয়ে বললেন, “তোমাকে আমাদের দরকার। আরো অনেক লড়াই বাকি। তুমি থাকবে। কোথাও যাবে না। আসগরের জন্নত নসীব হবে ইনশাল্লাহ”।

সবাই হই হই করে উঠল। আমির মুরুব্বির দোয়া নিয়ে বলল, "আপনি যেমন বলবেন জনাব। আপনার আদেশ শিরোধার্য। কাল মেজর জেনারেলের জীবনের শেষ দিন হবে"।
সবাই আবার চিৎকার করে উঠল।
আসগর এগিয়ে এসে তার বাবার পায়ের কাছে বসল। মুরুব্বি আসগরের মাথায় হাত রেখে বললেন, "ভুলো না, এই বাহিনী তোমার মাকে তুলে নিয়ে গেছিল। কোন রকম দয়ার কথাও যেন তোমার মাথায় না আসে"।
আসগরের চোয়াল শক্ত হল। সে বলল, "জিত আমাদের হবেই। আমরাই জিতব। আমরা স্বাধীন হবই। স্বাধীনতা আমাদের অধিকার। যে করেই হোক, আমরা আমাদের প্রাপ্য ছিনিয়ে আনব"।
আমির এগিয়ে এসে আসগরকে জড়িয়ে ধরল। এক আবেগঘন মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে রইল বালোচ যোদ্ধারা।
৫।
কোয়েটার আই এস আই এর বেস পয়েন্ট।
আই এস আই চিফ রফিক আহমেদ চিন্তিত মুখে পায়চারি করছেন।
কিছুক্ষণ আগে প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে ফোন এসেছিল। বালুচিস্তানে পাকিস্তানের দমন নীতির বিরুদ্ধে ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জে মুখ খুলেছে। এখানে বিদেশী মিডিয়া প্রবেশের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করার কথা বলা হয়েছে।
তবে রফিক আহমেদ অন্য বিষয়ে চিন্তা করছেন। লস্করের এক কমান্ডার রুমান আলীর আসার কথা কোয়েটায়। রুমান আলীকে সেফ প্যাসেজ দিয়ে একদিন পরে কান্দাহারে পাঠানোর আদেশ এসেছে। রফিক সে ব্যাপারটা নিয়েই চিন্তিত। গোটা রাস্তাতে বেশ কয়েকটা গ্রাম পড়ে। পাক সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেলের গাড়ির সঙ্গে রুমান আলীর যাওয়ার কথা। সে রাস্তায় যেন কোন রকম বিক্ষোভ না হয় সেটাও নিশ্চিত করতে হবে। রফিকের সশরীরে কোয়েটায় যাওয়ার নির্দেশ এসেছিল। এত বড় গোপন কাজের কোন কিছু বাইরে এসে যাওয়া মানেই গোটা পৃথিবীতে হইচই পড়ে যাবে। খুব সন্তর্পণে এই অপারেশনটা করতে হবে। আহমেদ সে ব্যাপারেই সব প্যাসেজের ব্যাপারে বার বার খোঁজ নিয়ে যাচ্ছেন।
কোয়েটা বিমানবন্দরে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যাবস্থা করা হয়েছে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল রুমান আলীর নকল আইডেন্টিটি বানিয়ে তাকে কান্দাহারের বিমানে তুলে দেওয়া হবে, পরে প্ল্যান চেঞ্জ করা হয়। স্থল পথে ঝুঁকি কম। আমেরিকানদের এই অঞ্চলের লোকেরা বিশ্বাস করে না। সব জায়গায় এদের গোয়েন্দারা তৎপর হয়ে থাকে। বিমানবন্দরে আমেরিকান গোয়েন্দাদের গতিবিধি স্থল পথের তুলনায় অনেক বেশি থাকে। কোয়েটা থেকে কান্দাহারের স্থলপথই শেষ পর্যন্ত বেছে নেওয়া হয় এ কারণে।
লস্করের অস্ত্র সংকট দেখা দিয়েছে। প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র চাই তাদের। তালিবান এ কাজে তাদের সাহায্য করবে। রুমান আফগানিস্তান থেকে অস্ত্র আনার ব্যবস্থা করবে গোপন পথে। তাও সি আই এর চোখে ধুলো দিয়ে। তালিবানরা তৈরী হচ্ছে আফগানিস্তানে। আমেরিকা সৈন্য তোলার কাজ শুরু করেছে। এই সুযোগে তালিবানরা আফগানিস্তানে আবার বিভিন্ন জায়গায় জড়ো হতে শুরু করেছে।
রফিক কোয়েটায় তার এজেন্ট সাহিলকে ফোন করলেন। সাহিলকে তিনি বালোচ লিবারেশনের গতিবিধি জানার ব্যাপারে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ হয়ে গেল কোন রিপোর্ট না আসায় শেষমেশ অধৈর্য হয়ে ফোন করতে বাধ্য হলেন। রিং হতেই সাহিল ফোন ধরল, "জি জনাব"।
রফিক কড়া গলায় বললেন, "তুমি এখন কোথায়? তোমার কখন আমাকে রিপোর্ট করার কথা ছিল?"
সাহিল থতমত খেয়ে বলল, "জি জনাব, আমি কোয়েটা বাজারে আছি। এখনই আপনাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম"।
রফিক বললেন, "এত দেরী করে? যাক গে, কি খবর সেটা বল"।
সাহিল বলল, "জনাব কোন পরেশানি নেই। রাস্তা অল ক্লিয়ার আছে। মেহমানদের কান্দাহার পৌছতে কোন সমস্যা হবে না"।
রফিক কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, "একদম কনফার্ম?"

সাহিল বলল, “হান্ড্রেড পারসেন্ট জনাব। আমার লাইফ বাজি রেখে বলতে পারি। এখানে দুশমনরা দাঁতও ফোঁটাতে পারবে না”।
রফিক স্বস্তির শ্বাস ফেলে বললেন, “মাশাল্লাহ। তাহলে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি?”
সাহিল বলল, “হ্যাঁ জনাব। কোন চিন্তা নেই”।
রফিক বললেন, “তুমি চলে এসো। আমার তোমাকে বেশ কিছু ইন্সট্রাকশান দেওয়ার আছে। কোয়েটার পুলিশ কমিশনারকে বল আমাকে ফোন করতে। ওকেও আমার কিছু কথা বলার আছে। ক্লিয়ার?”
সাহিল বলল, “ক্লিয়ার জনাব। আর জনাব আপনার পানির কোন প্রব্লেম হচ্ছে না তো? কোয়েটাতে পানির সমস্যা হচ্ছে। আপনি চাইলে আমি বেশ কয়েকটা ড্রাম পাঠিয়ে দিতে পারি”।
রফিক বললেন, “সেসব দেখার জন্য অন্য লোক আছে। তোমাকে এগুলো দেখার জন্য এখানে অ্যাপয়েন্ট করা হয় নি। যা বলছি কর”।
সাহিল বলল, “জি জনাব”।
ফোন রেখে রফিক সাহেব চিন্তায় মাথা নাড়লেন। সাহিলকে তিনি পুরোপুরি ভরসা করে উঠতে পারছেন না। থাম্ব রুল বলছে এসব কাজে কখনো একজনের উপরে ভরসা করতে নেই। সাহিলের সঙ্গে আরেকজনের রিপোর্টের দরকার আছে। স্থানীয় তালিবান নেতাদের কাউকে ফোন করবেন? কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে? রফিক চিন্তাক্লিষ্ট মুখে বসে পড়লেন। সব কিছু পারফেক্ট থাকা মোটেও সুস্থতার লক্ষণ হয় না। অভিজ্ঞতা তাই শিখিয়েছে তাকে।
কোন কিছু একটা সমস্যা তৈরি করবে।
কিন্তু সেটা কোনটা?
৬।
ওড়াঙ্গি টাউন বস্তি অঞ্চল। করাচী।
দুপুরবেলা।
গুমটিতে শুয়ে সিগারেট খাচ্ছে সৈকত। কিছুক্ষণ আগে ঘুম থেকে উঠেছে। পাশের গুমটি থেকে শোয়েব ডেকে গেছে তাকে। দুজনে করাচী বন্দরে কাজ করে। শিফট ডিউটি থাকে। নাইট ডিউটি করে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। শোয়েব খেতে ডেকে গেছে। শোয়েবের সঙ্গে এখানে এসেই আলাপ সৈকতের। শোয়েব জানে সে লাহোর থেকে এসেছে। গরীব ঘরের ছেলে। বাড়িতে ঝামেলা করে করাচী চলে এসেছে।
এখানে সস্তা শ্রমিক দরকার প্রচুর ভারি কাজ করার জন্য। বন্দরের কাজে ঢুকতে সৈকতের কোন সমস্যা হয় নি। সিগারেট খেতে খেতে সৈকত গান করছিল বাংলায়। আবার শোয়েব এসে ঢুকল, “কি বিড় বিড় করছো মিয়াঁ? আজ তো অফ ডে আছে। কোথাও ঘুরে আসবে নাকি?”
সৈকত হাই তুলে বলল, “কোথায় আর যাব? আমার তো মনে হয় সারাদিন ঘুমিয়েই থাকি”।
শোয়েব হাসল, “এই জন্য তোমার আব্বা আর আম্মি তোমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তুমি একটা অকম্মার ধাড়ি। কোন কাজের না”।
সৈকত সিগারেটে টান দিয়ে বলল, “তোমার কি প্ল্যান আছে দোস্ত? তুমি কি খুব বড় তীর মারতে যাচ্ছো নাকি?”
শোয়েব বলল, “আমি আজ ভাবছি কোন মুভি দেখে আসি। কতদিন কিছু দেখা হয় না। চল না”।
সৈকত বলল, “ধুস। আমার ওসব ভাল্লাগে না”।
শোয়েব বলল, “ঠিক আছে মানলাম তোমার চয়েজ অনেক ভাল, কিন্তু একটা দিন ছুটি পাই, এদিন যদি সারাদিন শুয়ে বসেই কাটিয়ে দিই, তাহলে কি করে হবে?”
সৈকত ফিক ফিক করে হেসে বলল, “তুমি একটা দিলরুবা জোটাও মিয়াঁ। আমি বুঝতে পারছি তোমার এখন সিনেমা দেখার না, প্রেম করার সময়। ওসব করতে পারছ না বলেই তোমার মাথায় এসব কাজ

করছে”।
শোয়েব বলল, “গ্রামের বাড়িতে গেলেই তো বিয়ের কথা বলছে। কিন্তু তুমিই বল মিয়াঁ, এই কাজ করে কি বিয়ে করা যায়? বিবিকে খাওয়াব কী?”
সৈকত বলল, “ও ঠিক খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তুমি বেশি দেরী না করে বিয়েটা নামিয়ে দাও। তারপর নিজেই একটা সিনেমা বানিয়ে ফেলবে না হয়। শোয়েব কি শাদি”।
শোয়েব হাসতে হাসতে বলল, “সে যাই বল। আমি ওসব কিছু শুনতে চাই না। তুমি আমার সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাবে আজ। আমি কিছু জানি না”।
সৈকত সিগারেট ফেলে দিয়ে বলল, “ঠিক আছে। জো হুকুম মেরে আকা। তুমি যখন বলছ তখন তো যেতেই হবে। এখন তাহলে আরেকটা সিগারেট দাও”।
শোয়েব বলল, “ঘুম থেকে উঠে সিগারেট খেতে শুরু কর, তোমার এই অভ্যাসগুলো কোত্থেকে হয়েছে বল তো?”
সৈকত হাসল, “দাও মিয়াঁ, নইলে আমি সিনেমা দেখতে যাবো না কিন্তু”।
শোয়েব পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট ব্যাড় করে সৈকতের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, “নাও। সব ফুঁকে শেষ করে ফেলো। তোমার মত সিগারেট খোর আমি কখনো দেখি নি। কী করে যে পারো তুমিই জানো”।
সৈকত প্যাকেট থেকে আরেকটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে বলল, “তোমার মত সিনেমাপ্রেমী আমি খুব কম দেখেছি”।
শোয়েব বলল, “তাও যদি এখন ইন্ডিয়ান সিনেমাগুলো হলে চলত তাহলে তোমাকেও টানতে টানতে নিয়ে যেতাম না। শাহরুখ, সলমনের সব সিনেমা আমি ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো দেখতাম ছুটি নিয়ে। কেন যে দুই মুলকে এত ঝামেলা হল”।
শোয়েব দীর্ঘশ্বাস ফেলল।
সৈকত বলল, “সে পাইরেটেড সিডি তো পাওয়া যায়। সেগুলোই না হয় দেখে নেবে”।
শোয়েব বলল, “ধুস। ওসব দিয়ে কিছু হয় নাকি? হলের মজা কোথাও পাওয়া যায় না। ওই যে হিরোর এন্ট্রিতে সিটি পড়তে শুরু করবে, ওর মজাই তো আলাদা। আচ্ছা মিয়াঁ, শাহরুখ খানকে শুনেছি ইন্ডিয়াতে অনেক গালি গালাজ শুনতে হয়। উনি এদেশে চলে আসতে পারে তো”।
সৈকত হাসল, “তোমার ইচ্ছে তো কম না”।
শোয়েব বলল, “আমার আরো ইচ্ছা আছে”।
সৈকত বলল, “কী রকম?”
শোয়েব বলল, “বোম্বেতে গিয়ে একবার শাহরুখ খানের বাড়ির সামনে যাব। শুনেছি শাহরুখ বেরিয়ে এসে ভক্তদের দিকে চুমু ছোঁড়ে”।
সৈকত বলল, “দেখো মিয়াঁ তোমার অবস্থা, দিলরুবার চুমুর জায়গায় এখন শাহরুখ খানের ফ্লাইং কিস খেতে ইচ্ছা করছে। আমাকে তোমার বাবার মার সঙ্গে এখনই কথা বলাবে। এখনই তোমার বিয়ে করা দরকার”।
শোয়েব হাসতে হাসতে বলল, “ঠিক আছে। এখন তৈরি হও। চল সিনেমাটা দেখে আসি”।
সৈকত শ্বাস ছেড়ে বলল, “সেই। তুমি কি আর না নিয়ে গিয়ে আমায় ছাড়বে? চল, আর কী করার আছে!”
৭।
পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন।
ইসলামাবাদ।
পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ফিল্ড মার্শাল ইমতিয়াজ হুসেন এসেছেন প্রধানমন্ত্রী বশির আলীর কাছে।
চিন্তিত মুখে বশির আলী বললেন, “মেজর জেনারেলকে পাঠানোর কী দরকার ছিল হুসেন সাহাব?”

হুসেন বললেন, “ওদের এটাই দাবী ছিল। ওরা ভাবছে আমরা আমেরিকান সেনাকে খবর দিয়ে দিতে পারি। ওসামার মৃত্যুর পর ওরা খুব সহজে আমাদের বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না”।
বশির বললেন, “আর কীভাবে ওদের বিশ্বাস করাতে হবে বলুন তো? এত বড় মাঠ দিয়ে রেখেছি খেলার জন্য। ফান্ডিং থেকে শুরু করে আর্মস, কোন কিছুই তো আটকাই না। এখনো যদি বলে আমাদের বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না, তাহলে কী করে হবে?”
হুসেন বললেন, “হতে পারে ওরা আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সকে ভয় পাচ্ছে”।
বশির সিগারেট ধরালেন।
বশির আলী অত্যন্ত সুদর্শন একজন পুরুষ। কেউ কেউ বলে বশির আলীর পরিবারের সঙ্গে জিন্নার দূর সম্পর্কের কোন সম্পর্ক আছে। বশির ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ, তবে নিজেদের সেনাবাহিনীর ভয়েই ভীত হয়ে থাকেন। খুব ভাল করে জানেন তার দেশের সেনাবাহিনী আর ভারতের সেনাবাহিনীর মধ্যে অনেকখানি তফাৎ আছে। পাকিস্তানের সেনা ক্ষমতালোভী। যে কোন সময় নির্বাচিত সরকারের গদি উল্টে দিতে পারে।
বশির কোন কথা না বলে চুপচাপ সিগারেট টেনে যাচ্ছেন দেখে অধৈর্য হয়ে হুসেন বললেন, “জনাব কি কিছু ভাবছেন?”
বশির বললেন, “যদি সত্যিই আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স জেনে যায় রুমান মেজর জেনারেলের সঙ্গে যাচ্ছে, তাহলে আমাদের ব্যাক আপ প্ল্যান কী হবে?”
হুসেন বললেন, “আমরা অস্বীকার করব। বলব একই রকম দেখতে কেউ যাচ্ছে। ইনফ্যাক্ট মেজরের ভাইয়ের ছেলে বলে দেওয়া যেতে পারে”।
বশির বললেন, “আমাকে একটা কথা বলুন আপনি হুসেন সাহাব”।
হুসেন বললেন, “জি জনাব”।
বশির বললেন, “আপনারা এত বড় প্ল্যান করে ফেললেন, প্ল্যান একজিকিউটও করে ফেললেন, আই এস আই চিফকে কোয়েটা পাঠিয়ে দিলেন, আমার সঙ্গে একবার কথা বলার প্রয়োজনই বোধ করলেন না”?
হুসেন সামলাবার চেষ্টা করলেন, “জি জনাব, আমরা এত ছোট ব্যাপারে আপনাকে চিন্তায় ফেলতে চাই নি”।
বশির বললেন, “এটা ছোট ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে আপনার হুসেন সাহাব? আমাদের টপ র‍্যাঙ্কের অফিসাররা এত বড় একটা অপারেশনে চলে গেল, কোন মিসহ্যাপ হলে কে দায় নেবে? ইন্ডিয়া রাষ্টপুঞ্জে বালোচিস্তান নিয়ে বলা শুরু করে দিয়েছে, ঘটনা হল এই খবর বাইরে গেলে সমস্যা তৈরি হবে”।
ইমিতিয়াজ বললেন, “আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন জনাব, এই ব্যাপার বাইরে যাবে না। ওই জন্যই তো আমরা টপ প্রায়োরিটি নিয়ে ব্যাপারটা দেখছি। কোন সমস্যা হবে না ইনশা আল্লাহ”।
বশির বললেন, “দেখুন। আর যদি কোন সমস্যা হয়, তাহলে মেজর জেনারেলের উপর সব দোষ ফেলে দেবেন না আশা করি”।
ইমিতিয়াজ মাথা নাড়লেন, “না জনাব। সেসব কিছু করব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন”।
বশির মাথা নাড়লেন, “ঠিক আছে। দেখুন কী করবেন”।
প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে ইমতিয়াজ রফিক আহমেদকে ফোন করলেন। রফিক ফোন ধরে বললেন, “জি জনাব”।
ইমতিয়াজ বললেন, “অল ক্লিয়ার রফিক সাহাব?”
রফিক বললেন, “জি জনাব”।
ইমতিয়াজ বললেন, “আমি পি এম এর সঙ্গে দেখা করে বেরচ্ছি। হি ইজ ভেরি মাচ টেনসড। বার বার বলে যাচ্ছেন ইন্ডিয়া বা ওয়ার্ল্ড মিডিয়া জানলে কী হবে, আমেরিকানরা জানলে কী হবে এটসেট্রা। আপনি কি ওকে একবার ফোন করে নিশ্চিন্ত করতে পারেন?”
একটু থমকে গিয়ে রফিক বললেন, “ঠিক আছে জনাব। আমি ফোন করে নিচ্ছি”।

ইমতিয়াজ বললেন, "এখানে তো সমস্যা হবার কথা না রফিক সাহেব। ওয়েস্ট পাকিস্তান নিয়ে যদি আমাদের টেনশন করতে হয়, তাহলে চিন্তার ব্যাপার। তাই না?"
রফিক বললেন, "আমি কথা বলে নিচ্ছি পি এম এর সঙ্গে জনাব। আপনি চিন্তা করবেন না"।
ইমতিয়াজ বললেন, "মেক ইট স্মুথ। প্লিজ"।
রফিক বললেন, "শিওর জনাব"।
ফোন কেটে দিলেন ইমতিয়াজ।

৮।
হল থেকে বেরিয়ে শোয়েব বিরক্ত গলায় বলল, "দূর মিয়াঁ, আমার একদম ভাল লাগল না। পুরো সময় নষ্ট হয়ে গেল। এসব সিনেমা যে কেন বানায় বুঝি না সত্যি"।
সৈকত চারদিকে তাকাল। হলের উল্টোদিকের সাদ্দার বাজারে বেশ ভিড়। এই বাজার সব সময়েই ভিড় থাকে। একটার পর একটা মোবাইলের দোকানে ভর্তি এ অঞ্চল। সে বলল, "চল শোয়েব, সাদ্দার বাজারে ঘুরি। তুমি আমায় ঘুমোতে না দিয়ে টানতে টানতে সিনেমা দেখাতে নিয়ে এসেছো। এখন আমার কথা তোমাকে শুনতেই হবে"।
শোয়েব কাঁধ ঝাঁকাল, "তা বটে। তোমার কথা শুনলেই ভাল হত। চল ঘুরি"।
সৈকত বাজারের ভিতর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। করাচী বেশ বড় শহর। মোবাইলের দোকানগুলো কোনটাই ফাঁকা নেই। চিন থেকে আসা কমদামী ফোন থেকে দামী ব্র্যান্ডেড ফোন, সবই পাওয়া যায় এখানে। শোয়েব বলল, "কী কেস বল তো মিয়াঁ, তুমি কি তোমার গোপন কোন প্রেমিকার জন্য ফোন কিনবে নাকি?"
সৈকত হাসল, "টাকা কোথায় আমাদের ফোন কেনার? নিজের ফোন কিনতেই কত টাকা চলে গেল!"
শোয়েব বলল, "তোমার কত লাগবে? আমার কাছে জমানো কিছু আছে। নেবে?"
সৈকত শোয়েবের কাঁধে হাত রেখে বলল, "না না। ও তুমি রাখো। আমি এমনিই ঘুরতে এসেছি"।
শোয়েব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "সত্যিই ভাইজান, কবে যে আমরা রইসি দেখতে পাবো। আর কবে যে আমি আমার জন্নত মন্নতের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারব, তা আল্লাহতালাই জানেন। নসীবে নেই সব। স্বপ্ন দেখা ছাড়া আর কিছুই করার নেই"।
সৈকত মনে মনে বলল, "আমাদের উপমহাদেশের সব গরীবের হালই তাই ভাই। আমাদের স্বপ্ন দেখায় অনেক বাধা নিষেধ আছে"।
এ দোকান সে দোকান ঘুরে তারা আলী মোবাইল স্টোরের সামনে গিয়ে হাজির হল। দোকানের শাটার অর্ধেক নামানো।
সৈকত ভ্রূ কুঁচকে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে শাটারের নিচ দিয়েই দোকানে প্রবেশ করল। ঘটনার আকস্মিকতায় শোয়েব হকচকিয়ে গেছিল। সৈকতকে দেখে "আরে ও মিয়াঁ কর কী" বলে ডাকতে গিয়ে দেখল সৈকত দোকানের ভিতর ঢুকে গেছে।
অগত্যা সেও দোকানে ঢুকতে বাধ্য হল।
সৈকতকে দেখে দোকানদার বলল, "দোকান বন্ধ আছে ভাইজান। এখন কাজ চলছে"।
শোয়েব সৈকতের জামা ধরে টানল, "এই তুমি আচ্ছা লোক তো। এখানে কেন ঢুকতে গেলে"।
সৈকত দোকানদারের দিকে তাকিয়ে জিভ কেটে বলল, "খুব ভুল হয়ে গেছে জনাব। আমি অত বুঝিনি। আমি শুনেছিলাম তোমার দোকানে ভাল কোরিয়ান ফোন পাওয়া যায়। আচ্ছা, নওয়াজ ভাই আসেন নি আজ?"

দোকানদার সৈকতের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, "নওয়াজ ভাই অনেক দিন হল আসছেন না। কোরিয়ান ফোন আমি আর বিক্রি করি না। ওসবে অনেক ঝামেলা"।
সৈকত মাথা নাড়ল, "ঠিক আছে মিয়াঁ। যেমন তোমার মর্জি। তবে কোন স্টক এলে আমি কি জানতে পারব?"
দোকানদার বলল, "না। আমি আর কোন স্টক আনব না। আপনি যান। দোকান বন্ধ আছে"।
সৈকত বলল, "ঠিক আছে। গলতি হয়ে গেল"।
দোকান থেকে বেরোতে শোয়েব সৈকতকে বিদ্রুপে ভরিয়ে দিল, "তুমি দিল্লাগি করতে ঢুকেছিলে ওই দোকানে? কোরিয়ান ফোন নাকি? যা ইচ্ছে একটা বলে দিলেই হল?"
হাসতে লাগল শোয়েব। সৈকতও হাসল। হঠাৎই তাদের সামনে একজন লম্বা লোক দাঁড়িয়ে পড়ল, "আইডি দেখি। কোথাকার লোক তোমরা?"
শোয়েব অবাক হয়ে বলল, "আরে মিয়াঁ, আমরা কী করলাম?"
লোকটা বলল, "আমরা পুলিশের লোক। একজন ফেরার আসামীকে খুঁজছি। আইডি দেখাও"।
শোয়েব বলল, "আরে, আমরা কি আইডি নিয়ে ঘুরে বেড়াবো নাকি? অদ্ভুত লোক তো"।
লোকটা শোয়েবের কাঁধে একটা জোরে ঠেলা দিয়ে বলল, "দূর হটো"।
আকস্মিক ধাক্কাটা খেয়ে শোয়েব নিজেকে সামলাতে না পেরে পড়ে গেল। সৈকত শোয়েবের দিকে একবার দেখে লোকটাকে বলল, "দেখাচ্ছি আইডি। তার আগে আপনি আপনার আইডি দেখান"।
লোকটা পকেট থেকে রিভলভার বের করে বলল, "আর দেখবি আইডি?"
সৈকত এক মুহূর্ত থমকাল। পরক্ষণে লোকটার মুখ তাক করে প্রবল এক ঘুষি মারল। লোকটা ছিটকে পড়ল। আরেকবার উঠে আসতেই সৈকত লোকটাকে লাথি কষিয়ে শোয়েবকে বলল, "চল। ভাগ"।
দুজনে দৌড়তে শুরু করল। সাদ্দার বাজারের ভিড় এড়িয়ে এলোমেলো বেশ খানিকটা পথ দৌড়নোর পর সৈকত শোয়েবকে নিয়ে একটা বাসে উঠে পড়ল। শোয়েব সভয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে সৈকতকে ফিসফিস করে বলল, "কী ব্যাপার হল মিয়াঁ? লোকটা ওরকম করছিল কেন? সত্যিই পুলিশ না তো?"
পিছনের দিকে সিট ফাঁকা ছিল। সৈকত বলল, "চল বসি। দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে গেলাম"।
দুজনে বসল। শোয়েব সভয়ে বাসের জানলা দিয়ে দেখল কেউ তাড়া করছে কি না। কাউকে না দেখে বলল, "এবার বল। লোকটা কেন তাড়া করল?"
সৈকত বলল, "জানি না তো। করাচীর আমি বেশি কিছু চিনি না তো। তুমি কিছু চেনো?"
শোয়েব বলল, "এভাবে রাস্তা ঘাটে কোন দিন পুলিশ আমাকে দাঁড় করিয়ে আই ডি চায় নি। কেন এরকম হল, বুঝতে পারলাম না"।
সৈকত বলল, "আদৌ পুলিশ নাকি দেখো"।
শোয়েব হাঁফ ধরা গলায় বলল, "ঠিকই বলেছো। আমারো মনে হয় না পুলিশ। নিশ্চয়ই পুলিশ সেজে ছিনতাইয়ের তালে ছিল। বাঁচা গেছে! তোমার তো হেবি সাহস মিয়াঁ?"
সৈকত হাসল, "তোমাকে মারল দেখে রেগে গেলাম। সাহসের কিছু নেই। দোস্তকে মারলে দোস্ত কি ছেড়ে দেবে?"
শোয়েব খুশি হল, "তা ঠিক। অনেক শুক্রিয়া"।
সৈকত বলল, "চল আজ এই আনন্দে বিরিয়ানি খাই। যা সিনেমা দেখালে, এরপর বিরিয়ানি তুমিই খাওয়াবে"।
শোয়েব বলল, "তাই খাওয়াব। চল চল"।

৯।

কোয়েটা।
দুপুর বারোটা।
শহরের একটু বাইরের একটা পরিত্যক্ত মসজিদে চারটে গাড়ি এসে দাঁড়াল। চারপাশ দেখে গাড়ি থেকে রুমান আলীকে নামানো হল। মসজিদের ভেতরের হলঘরকে পরিষ্কার করে ধোপদুরস্ত করা হয়েছে। রুমান মসজিদের ভিতরে ঢুকে পেতে রাখা চেয়ারে গিয়ে বসল।
দেহরক্ষীরা বাইরে দেখে এসে বলল, "সব ঠিক আছে জনাব"।
রুমান একজনকে বলল, "ওদের ফোন করে বলে দে, আমি এসে গেছি এখানে"।
জানানো হয়ে গেল।
কিছুক্ষণ পর একটা গাড়িতে সাহিল এসে হাজির হল। মসজিদের ভেতর ঢুকে রুমানকে দেখে বলল, "সালাম মিয়াঁ"।
রুমান বলল, "আহমেদ স্যার কোথায়? ওকে আসতে বল"।
সাহল বলল, "উনি আপনাকে জানাতে বললেন সন্ধ্যেয় আসবেন। এখন আমাকে জিজ্ঞেস করতে বললেন আপনার কোন সমস্যা হচ্ছে কি না"।
রুমান বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল, "পাকিস্তানের সব থেকে বড় সেবক আমরা। আর আমাদের এভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। সমস্যা তো হওয়াই উচিত, তাই না মিয়াঁ?"
সাহিল মাথা নাড়ল, "জি জনাব। এটা তো ঠিকই। তবু স্যাটেলাইটগুলো তো আর আমাদের কথা শুনবে না। কোথায় আমেরিকান স্পাই আছে, তাও তো জানি না"।
রুমান বলল, "পাকিস্তান সারাক্ষণ ভয়েই মরে যাচ্ছে। সত্যি। বড়ই লজ্জার ব্যাপার। মাথা উঁচু করে থাকা উচিত আমাদের। কীসের এত ভয় মিয়াঁ?"
সাহিলকে বসার জায়গা দেওয়া হয় নি। সে দাঁড়িয়ে আছে।
রুমানের একজন দেহরক্ষী বলল, "রোড ক্লিয়ার আছে? কাল ক'টায় যাওয়া হবে?"
সাহিল বলল, "সকাল সাতটা। এখান থেকে জনাবকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাবার প্ল্যান হয়েছে। রাস্তা একদম ঠিক আছে। কোথাও কোন অসুবিধা হবার কথা না"।
রুমান বলল, "বালোচ কুত্তাগুলো কিছু করবে না তো?"
সাহিল বলল, "এখানে ওরা কী করবে জনাব? ওদের কিছু করার ক্ষমতা নেই এখানে। এমনিতেই আফতাব বালোচের খোঁজ চলছে। ওরা আগে আত্মরক্ষা করুক, তারপর না হয় যা করার করবে"।
রুমান ভ্রূ কুঁচকে বলল, "এখানে ওদের কিছু নেই? তুমি কিছুই জানো না তাহলে। কোয়েটার আশে পাশে বালোচদের বড় আড্ডা তৈরি হয়েছে। যে কোন সময় ওরা হামলা চালাতে পারে তোমাদের ক্যান্টনমেন্টে। তখন ওদের দমন করতে তো সেই আমাদেরই ডাকতে হবে। নিজেদের তো আওকাদ নেই তোমাদের"।
সাহিলের চোয়াল একটু শক্ত হয়ে স্বাভাবিক হয়ে গেল, "জি জনাব, সেই খোঁজটা আমরা রাখছি। চিন্তার কিছু নেই"।
রুমান উঠে দাঁড়াল। সাহিলের কাছে এসে সাহিলের গা থেকে গন্ধ শোকার অভিনয় করে বলল, "তোমার গা থেকে বালোচের গন্ধ আসছে। তুমি বালোচ, তাই না?"
সাহিল বলল, "জি জনাব। কিন্তু আমি দেশদ্রোহী নই। আমি পাকিস্তানকে ভালোবাসি। পাকিস্তানের জন্য নিজের জান কুরবান করতে পারি"।
রুমান বলল, "তোদের কোন বিশ্বাস নেই রে বালোচ কুত্তার দল। তোরা কারো না"।
সাহিল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।
রুমান বলল, "আহমেদ সাব তোর উপর ভরসা করেছে? আমি তোকে ভরসা করি না"।

সাহিল বলল, “আপাতত আমাকে বিশ্বাস করা ছাড়া কোন উপায় নেই জনাব। কালকেই আপনাদের কান্দাহার রওনা হতে হবে। এই অল্প সময়ের মধ্যে কি নতুন এজেন্ট পাওয়া যাবে”?

রুমান হো হো করে হেসে উঠে বলল, “বাহ। তুই ভাল কথা বলতে পারিস দেখছি। আমি জানতাম তোর বুদ্ধিশুদ্ধি কম। নাহ, তোর বুদ্ধি আছে। শোন, আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা কর। এখানে কী খাব আমরা?”

সাহিল বলল, “আমার গাড়িতে সব নিয়ে এসেছি জনাব”।

রুমান বলল, “সব এনেছিস? জেনানা এনেছিস?”

সাহিল থতমত খেয়ে গেল। রুমান হেসে উঠে বলল, “যা কুত্তা, তুই বেরিয়ে যা। তোর বাপকে পাঠা। বল রুমান আলী চাকরদের সঙ্গে কথা বলে না। মালিক কথা বলবে মালিকের সঙ্গে। ঠিক আছে?”

সাহিল মাথা নাড়ল। রুমান বলল, “যা। তোর সাবকে পাঠা। যা যা”।

সাহিল বেরিয়ে গেল।

রুমান আবার চেয়ারে গিয়ে বসে তার এক সাগরেদকে বলল, “বিলালকে এখানে আসতে বল। এদের আমি বিশ্বাস করি না। বালোচ মানেই কুত্তার বাচ্চা”।

১০।

“এই মুহূর্তে গদার (Gwadar) বন্দরের পুরো দখল বেজিং নিয়ে নিয়েছে। ইসলামাবাদের সঙ্গে বেজিঙের চুক্তি অনুযায়ী গদার পোর্ট ডেভেলপমেন্টে বেজিং কয়েকশো কোটি টাকা ইনভেস্ট করবে। পরিবর্তে ওই বন্দর পাকিস্তান তার বন্ধু রাষ্ট্র চিনকে ব্যবহার করতে দেবে। আফতাব বালোচকে নিয়ে পাকিস্তানের ভয় হল আফতাব যদি ওখানে কোন রকম সমস্যা তৈরি করে, তাহলে চিনের সঙ্গে একটা সমস্যা তৈরি হবে। ওরা যে করেই হোক আফতাবকে খুঁজবে এবং গুম খুন করবে”।

সিরাজ কথাটা বলে বাকি দুজনের দিকে তাকালেন।

রাণা, সিরাজ এবং ভেঙ্কট রাণার ঘরে মিটিং করছেন।

রাণা বললেন, “বাজ কখন আমাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করবে? ওকে কি এজেন্সি ডিজ-ওন করেছে?”

সিরাজ বললেন, “বাজ বিষয়ে কোন কথা বলতে চিফ যখন বারণ করেছেন, তখন থাক। আমরা অন্য দিক থেকে ব্যাপারটা এসেস করার চেষ্টা করি”।

ভেঙ্কট বললেন, “কিন্তু এই মুহূর্তে বাজকে পেলে আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর চলে আসত, সেটা কী করে উড়িয়ে দেব?”

সিরাজ বললেন, “লিভ হিম। উই ডোন্ট হ্যাভ এক্সেস টু বাজ। সো লিভ হিম। এবার অন্য কথায় আসি। গদারের ব্যাপারে পরে আসছি, তার আগে বলি, আমাদের একজন অ্যাসেট আছে কোয়েটায়। সে একটা মেসেজ করেছে যে গত তিন চার দিনে কোয়েটার নিরাপত্তা অনেকটা বেড়ে গেছে। মেজর জেনারেল লেভেলের কেউ একজন কোয়েটায় যাচ্ছে। এবার কোয়েটায় একটা ক্যান্টনমেন্ট বেস আছে। সেখানে যদি মেজর জেনারেল যায়ও, তাহলে আলাদা করে নিরাপত্তার দরকার থাকার কথা নেই। অ্যাসেটের হিসেব বলছে কোয়েটায় আরো বড় কিছু হতে পারে। সেটা বালোচ মুভমেন্ট দমন করতে পাকিস্তান আর্মির কোন মুভমেন্ট হতে পারে বা এরকম কিছু”।

রাণা অধৈর্য গলায় বললেন, “কী ইন্টারেস্টিং ব্যাপার বল তো! আর আমরা কী করছি? অফিসে বসে আলোচনা করছি। ইচ্ছে হচ্ছে এখনই চলে যাই”।

সিরাজ ঠাণ্ডা গলায় বললেন, “এখানে আবেগকে না নিয়ে আসাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমরা এখান থেকে যতটুকু করতে পারি, ততটুকুই করব। তার বেশি কিছু করব না”।

রাণা বললেন, “কী করতে পারি এখানে বসে আমরা? আখরোট খেতে পারি, আর কী করতে পারি?”
ভেঙ্কট বললেন, “তোমরা প্লিজ নিজেদের মধ্যে ঝামেলা কোর না। কাজের কথায় এসো। কোয়েটার ব্যাপারে আমাদের নজর তো রাখতেই হবে। আচ্ছা, ওরা আবার এরকম কোন খোঁজ পায় নি তো যে, আফতাব কোয়েটার কাছাকাছি আছে? কিংবা আফতাবকে ওরা কোন প্রলোভন দিয়ে কিনে নিয়ে মেজর জেনারেলের সঙ্গে মিটিং এ বসাচ্ছে না তো?”
সিরাজ মাথা নাড়লেন, “বালোচ যোদ্ধাদের পৃথিবীর সব সম্পদ এনে দিলেও ওরা বিক্রি হবে না। মিটিং এর কোন গল্প নেই। তাই তোমার দ্বিতীয় সন্দেহটা নাল এন্ড ভয়েড। প্রথম সন্দেহটা যদি সত্যি হয়, তাহলে চিন্তার ব্যাপার। কিন্তু আফতাব কোয়েটায় যাবেই বা কেন?”
রাণা বললেন, “আমার মাথা কাজ করছে না। সব কেমন তাল গোল পাকিয়ে যাচ্ছে। তিনটে জিনিসে এসো। এক, গদার পোর্ট। এখানে কিছু হলে চিন পাকিস্তানের সমস্যা তৈরি হবে। তাই বলতে চাইছ ওখানে আফতাব যাতে না যায়, তার জন্য পাকিস্তান একটা মরিয়া চেষ্টা করছে আফতাবকে ধরার জন্য। দুই, কোয়েটায় পাকিস্তানের হঠাৎ নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেওয়া। আর তিন, আমাদের এজেন্ট বাজের সঙ্গে আমাদের সব রকম যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যাওয়া। বাজ আমাদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ করছে না। তার মানে আমাদের হাতে রইল কী? আমরা কার থেকে খবর পাব? কারো থেকে না, এখান থেকে দেখা ছাড়া আমাদের কিছু করার নেই”।
ভেঙ্কট বললেন, “যদি না চিফ আমাদের ওখানে আণ্ডার কভার হিসেবে পাঠান। আমরা চিফকে একটা প্রপোজাল দিতেই পারি। মিশন বালোচ। আমি যেতে রাজি আছি”।
রাণা বললেন, “আমিও। সিরাজ কী বলছ?”
সিরাজ বললেন, “আমার কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু প্রথম থেকেই চিফ তার ভিউ ক্লিয়ার করে দিয়েছেন। আমার মনে হয় না এটায় উনি রাজি হবেন”।
রাণা বললেন, “তাহলে কী করা যায়?”
সিরাজ বললেন, “অপেক্ষা। এবং আরো ইনফরমেশন অ্যাকিউমুলেট করা। আর কিছু করার নেই এখন”।
বাকি দুজন ফ্যাকাসে মুখে সিরাজের কথা মেনে নিলেন।

১৩।

বস্তিতে নিজের গুমটিতে ফিরে সৈকত খাটিয়ায় বসল চুপ করে। শোয়েব বলল, “বিরিয়ানি ভাল খেলে তো?”
সৈকত বলল, “সে ভাল খেলাম কিন্তু সাদ্দার বাজারের ঘটনাটা কেমন কেমন লাগল। এখানে কবে থেকে রাস্তাঘাটে লোকজন দাঁড় করিয়ে আইডি চেক করতে শুরু করল?”
শোয়েব বলল, “আমাদের গ্রামে এসব অভ্যাস আছে। বালোচ মুভমেন্ট শুরু হলেই পাকিস্তান সরকার ধরপাকড় করতে শুরু করে। তুমি লাহোরী লোক, আমাদের কষ্ট কী করে বুঝবে?”
সৈকত শোয়েবের দিকে তাকিয়ে বলল, “কেমন কষ্ট?”
শোয়েব বলল, “বালোচেরা খুব স্বাধীনতা প্রেমী জাতি। মাঝে মাঝেই সরকারের সঙ্গে বালোচদের কিছু না কিছু নিয়ে ঝামেলা লেগে যায়। এখন যেমন আফতাব বালোচ একটা সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করেছে, তাতেই পাকিস্তান সরকারের মাথা ব্যথা শুরু হয়ে গেছে”।
সৈকত বলল, “তা তো করবেই। আমাদের সরকার কেনই বা বিদ্রোহ চুপ করে সহ্য করবে?”
শোয়েব রেগে গেল, “তুমি এসব অন্তত বোল না দোস্ত। তুমি জানো না বালোচদের কত কিছু সহ্য করতে হয়। বিদ্রোহ করবে না কেন? কাশ্মীরিদের কি ইন্ডিয়ানরা কম অত্যাচার করে? সেরকম বালুচিস্তানেও

পাকিস্তান সরকার বালোচদের উপর অত্যাচার করছে। তুমি নিশ্চয়ই কাশ্মীরিদের আজাদিকে সমর্থন কর। তাহলে বালোচদেরও তোমার সাপোর্ট করা উচিত"।

সৈকত বলল, "যদি এভাবে রাস্তা ঘাটে দাঁড় করিয়ে খোঁজ খবর নিতে শুরু করে, তাহলে অনেক কিছুই নতুন করে ভাবতে হয়, সেটা তুমি ঠিকই বলেছ। আচ্ছা, বালোচদের উপর এরা কী ধরণের অত্যাচার করে?"

শোয়েব বলল, "সব ধরণের। সব থেকে বাজে ব্যাপার হল পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে তালিবানের অলিখিত ব্যাপার স্যাপার আছে। আফগানিস্তান থেকে খেদানি খেয়ে আসা তালিবানরা পাকিস্তানের বালোচদের উপর অত্যাচার করলে পাকিস্তান সরকার চুপ করে থাকে। তাদের কোন নিরাপত্তা দেয় না। কোন বালোচ যদি প্রতিবাদী হতে যায়, তখন পাকিস্তানী সেনা সেসব বালোচ ফ্যামিলির মেয়েদের তুলে নিয়ে যায়। অত্যাচার কম হয় না"।

শোয়েব রীতিমত ফুঁসতে শুরু করল।

সৈকত শোয়েবের কাঁধে হাত রাখল, "আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি মাথা ঠাণ্ডা কর। এত রেগে যেতে হবে না"।

শোয়েব বলল, "আমাদের সমস্যা কী জানো তো, আমাদের কথা কেউ বলে না। বলতে গেলেই আমাদের দেশদ্রোহী দাগিয়ে দেওয়া হয়। মানুষ নিজের সমস্যার কথা বললে কীভাবে দেশদ্রোহী হয়ে যায়? তুমিই বল"।

সৈকত বলল, "ঠিক আছে। তুমি উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছ"।

শোয়েব বলল, "হচ্ছি না। বরং আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এসব কাজ ছেড়ে টেড়ে দিয়ে লিবারেশন আর্মিতে জয়েন করে যাই। শুধু আব্বু, আম্মির মুখ চেয়ে করতে পারি না"।

সৈকত বলল, "বেশ কর। তুমি মন দিয়ে সেটাই কর"।

শোয়েব বলল, "আচ্ছা মিয়াঁ, তুমি ওই দোকানে হঠাৎ করে কোরিয়ান ফোন খুঁজতে গেলে কেন? কী মনে করে তুমি কোরিয়ান ফোনের কথা বললে?"

সৈকত হাসল, "আরে, আধ খোলা দোকান, আমার কী মনে হল ঢুকে গেলাম। তারপর যখন প্রশ্ন করতে শুরু করল, আমার মাথায় যা এল, তাই বলে দিলাম। অতো ভেবে তো কিছু করি নি"।

শোয়েব বলল, "ওই অর্ধেক বন্ধ হওয়া দোকানে কি কিছু থাকতে পারে বলে তোমার মনে হয়, যার জন্য ওভাবে লোকটা তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিল?"

সৈকত মনে মনে শোয়েবের বুদ্ধির তারিফ করে বলল, "হতে পারে। ওই দোকানে কিছু ব্যাপার আছে যার জন্য আমরা ওই দোকানে ঢুকেছিলাম বলেই হঠাৎ করে আইডি চেক করার জন্য লোক চলে এল। কী ব্যাপার হতে পারে?"

শোয়েব বলল, "অনেক কিছু হতে পারে। আমি কানা ঘুষোয় শুনছিলাম আফতাব বালোচ করাচীর আশেপাশেই আছে। এরকম ব্যাপার হতে পারে হয়ত যে ওই দোকানের সঙ্গে আফতাবের কোন লিংক আছে বা পুলিশ ওখানে পাহারাদারি করছে"।

সৈকত না বোঝার ভান করল, "ছাড়ো। অতো কিছু বুঝতে যেও না। আমরা তো আর ঝামেলায় পড়ি নি, তাহলে এসব নিয়ে ভেবে লাভ নেই"।

শোয়েব বলল, "পড়ি নি কিন্তু পড়তে কতক্ষণ? আল্লাহ যেন আফতাবকে সহি সালামাত রাখেন। ওর খেয়াল রাখুন উনি এই দুয়াই করি"।

সৈকত বলল, "নিশ্চয়ই ভাল রাখবেন। তুমি ভেবো না। আমিও আফতাবের ভাল থাকার জন্য দুয়া করব"।

শোয়েব বলল, "সুক্রিয়া দোস্ত"।

সৈকত বলল, "কাল হয়ত আমি ডিউটি যাবো না। আমাকে একটা কাজে বেরোতে হবে। তুমি ডিউটি অফিসারকে বলে ম্যানেজ করে নিও। ঠিক আছে?"

শোয়েব অবাক হল, “কোথায় যাবে তুমি?”
সৈকত বলল, “আমার এক ফুফা থাকেন কাছে। কাল ডেকেছেন। কেন জানি না। গিয়ে দেখি”।
শোয়েব বলল, “আগে বল নি তো”!
সৈকত বলল, “আগে কি আমারও মনে ছিল, ওই বিরিয়ানি খাচ্ছিলাম যখন, তখন একটা ফোন এল না? ওই ফুফাই ফোন করেছিল। গিয়ে দেখে আসি”।
শোয়েব বলল, “ঠিক আছে। আমি বলে দেব। তুমি তো ছুটিই নাও না। মনে হয় না কোন অসুবিধা হবে”।
সৈকত বলল, “সেই তো। আমার অগাধ ছুটি। ম্যানেজ করে নিও তাহলে”।
শোয়েব বলল, “বেশক”।

১৪।
রাত সাড়ে এগারোটা।
একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল রুমান আলীর গোপন আস্তানার বাইরে। মাত্র একজন দেহরক্ষী নিয়ে রফিক আহমেদ গাড়ি থেকে নেমে টর্চ জ্বালিয়ে সিগনাল দিলেন। মসজিদের দিক থেকে টর্চ জ্বলে উঠল। রফিক দেহরক্ষীকে বললেন, “তুমি এখানেই থাকো”।
দেহরক্ষী বলল, “কিন্তু জনাব...”
রফিক বললেন, “এখানেই থাকো”।
দেহরক্ষী আর কিছু বলল না। টর্চের আলো দেখে মসজিদের দরজার কাছে রফিক পৌঁছে দরজায় ঠেলা দিতে দরজা খুলে গেল। ভেতর থেকে আওয়াজ -এল, “চলে আসুন জনাব”।
রফিক হলের ভেতর প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আলো জ্বলে উঠল ঘরের। জোরালো আলো না। মৃদু বাল্ব।
রুমান মেঝেতে কার্পেট পেতে বসে আছে। রফিক কার্পেটে বসলেন। রুমান বলল, “মেজর সাব এসে গেছেন?”
রফিক বললেন, “হ্যাঁ। হোটেলে আছেন”।
রুমান বলল, “আমারও হোটেলেই থাকা উচিত ছিল, তাই না জনাব? কেন আর এভাবে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে? আপনিই এন ও সি দিলেন না”।
রফিক বললেন, “আমি চাইলে কালকের ব্যাপারটাকেও এন ও সি দিতাম না। সব কিছু তো আমার হাতে নেই”।
রুমান বলল, “অথচ প্রতিবার ইন্ডিয়ায় বড় বড় অপারেশনগুলো করার সময় আমাদের কাছেই আপনাকে আসতে হয়। বলুন?”
রফিক বললেন, “সেটাও আমরা যতটা পারি দূর থেকেই করার চেষ্টা করি। কালকের ব্যাপারে আপনি এমন জেদ করতে শুরু করলেন, আমি তো বুঝতেই পারলাম না কেন এত জোরাজুরি করলেন”।
রুমান বলল, “বালোচ কুত্তাগুলোর ভয়ে কত আর লুকিয়ে থাকবেন জনাব? কী ভয় পাচ্ছেন? এখনো বালোচরা কিছু করতে পারে?”
রফিক বললেন, “পি এম সব শুনে খুব রাগারাগি করছেন”।
রুমান বিদ্রূপের হাসি হাসল, “পাকিস্তানের পি এম? আপনি বলুন, আমরা কালকেই পাল্টে দিচ্ছি। সেটা কোন ব্যাপার হল নাকি? ওরা তো আমাদের কথাতেই উঠবে বসবে। ওদের অতো গুরুত্ব দেওয়ার কোন দরকার নেই”।
রফিক শ্বাস ছাড়লেন, “ঠিক আছে। গুরুত্ব দেব না। এবার বলুন আপনি কাল কী প্ল্যান করছেন”।

রুমান বলল, "প্ল্যান খুবই মামুলি। বাইরের সবাই জানবে মেজর সাব বর্ডার দেখতে যাবেন। সব ঠিক আছে নাকি দেখতে যাবেন। কান্দাহার বর্ডারে এমনিতেই ঝামেলা কম। আমরা ওই সুযোগে আফগানিস্তান চলে যাব। এর পর আরেকদিন কষ্ট করে মেজর সাব আসবেন না হয়"।
রফিক বললেন, "কোন সামান (মালপত্র) যাবে না তো?"
রুমান হালকা গলায় বলল, "ওই দুটো বড় ট্রাঙ্ক যাবে। ও তো যেতেই পারে। তাই না? অসুবিধে হবে নাকি?"
রফিক চিন্তান্বিত ভঙ্গীতে ভ্রূ চুলকে নিয়ে বললেন, "ঠিক আছে"।
রুমান বলল, "এবার আপনি বলুন। রাস্তার রিপোর্ট কী? ঠিক আছে?"
রফিক বললেন, "অল ক্লিয়ার। কোন অসুবিধা হবার কথা না"।
রুমান বলল, "তাহলেই ভাল। মেজর জেনারেল সাবের কোন অসুবিধা না হলেই হল। আমার তো দুর্গম পথে যেতে অসুবিধা হয় না। খুব ভাল করেই জানেন আজাদ কাশ্মীরে আনাগোনা করা অভ্যাস আছে আমার। আপনার মেজর সাবের নিরাপত্তার দায়িত্ব আপনাদের"।
রফিক বললেন, "ঠিক আছে। কনভয় থাকবে। সমস্যা হবে না ইনশা আল্লাহ"।
রুমান বলল, "বালোচ কুত্তারা ঘেউ ঘেউ করবে না তো, বলুন?"
রফিক বললেন, "না। ওদের এত লোকবল নেই"।
রুমান বলল, "আপনার উপর ভরসা করছি। পাকিস্তান আর্মি নিশ্চয়ই খুব ভাল করে জানে আমরা তাদের কতভাবে সাহায্য করি"।
রফিক বিরক্ত গলায় বললেন, "আপনি বার বার আমাকে এগুলো মনে করিয়ে দিতে চাইছেন কেন? আমরা সবাই আছি যখন, স্বয়ং মেজর জেনারেল সাব এসেছেন যখন, আপনার তো অসুবিধা হবার কথা না। তারপরেও আমাদের বন্ধুত্ব সম্পর্কে আপনি কেন সন্দেহ প্রকাশ করছেন"?
রুমান ফিক ফিক করে হাসতে শুরু করল। রফিক বললেন, "কী হল?"
রুমান হাত তালি দিল।
একজন আধমরা মানুষকে ঠেলতে ঠেলতে হলের মধ্যে নিয়ে এসে রফিক সাহেবের সামনে ফেলল রুমানের লোকেরা। রুমান লোকটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "বল, কাল কী হবে?"
লোকটা যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখে রফিকের দিকে তাকিয়ে বলল, "হামলা করবে আব্বাসাবাদের রাস্তায়। প্ল্যান হয়েছে"।
রফিক আহমেদের মুখ ফ্যাকাসে হয় গেল।
রুমান বলল, "দেখেছেন জনাব? আপনাদের ইন্টেলিজেন্সের উপর ভরসা করে থাকলে কী হত আমার? বুঝতে পারলেন?
রফিক আমতা আমতা করে বললেন, "আমি দেখছি কী করা যায়"।
রুমান ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, "আপনি আর কী করবেন? যা করার আমাকেই করতে হবে"।

১৫।
ভোর সাড়ে পাঁচটা। ডিউটি বাসে করে বন্দরে প্রবেশ করল শোয়েব। চেক পোস্ট সেনাদের দখলে চলে গেছে। এত সেনা দেখে অবাক হল না সে। মাঝে মাঝেই সেনার সংখ্যা বেড়ে যায়। আই কার্ড দেখিয়ে গেটের ভিতরে ঢুকতে যেতেই একজন সেনা অফিসার আটকাল তাকে, "শোয়েব বালোচ। এদিকে এসো। কাল তুমি সাদ্দার বাজারে গেছিলে না?"
শোয়েব অবাক হয়ে অফিসারের দিকে তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ। কেন?"

অফিসার বলল, “তোমার সঙ্গে আরেকজন ছিল। সে কোথায়?”
শোয়েব বলল, “ছুটি নিয়েছে। ওর ব্যক্তিগত কাজ আছে। কেন জনাব?”
অফিসার শোয়েবের আপাদমস্তক দেখে বলল, “গাড়িতে ওঠো”।
শোয়েব বলল, “আমার ডিউটি আছে, মর্নিং শিফট”।
অফিসার শোয়েবের ঘাড় ধরে জোর করে জিপে তুলে দিয়ে বলল, “চল। অনেক শিফট করার বাকি আছে তোর”।
এই অতর্কিত হামলায় শোয়েব হকচকিয়ে গেল। জিপের দরজায় ধাক্কা খেয়ে তার ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত বেরিয়ে গেল। তাকে জোর করে জিপে তুলে জিপে অফিসারও উঠে বলল, “কোথায় থাকিস? ওই ব্যাটা কোথায় থাকে? নিয়ে চল”।
শোয়েব বলল, “ওড়াঙ্গি টাউন বস্তিতে”।
অফিসার বলল, “সেখানেই তো থাকবি। আর ওই ব্যাটার নাম কী?”
শোয়েব বলল, “ফারুক”।
অফিসার বলল, “কাল তোদের যখন আই ডি দেখতে চাওয়া হল, তখন দেখাস নি কেন?”
শোয়েব বলল, “জনাব, আমরা তো বুঝতেই পারি নি কী হচ্ছিল। কেউ তো এরকম করে আই ডি দেখতে চায়ও না। তাছাড়া ফারুক লাহোরের ছেলে। ও আরো জানে না যে এখানে এরকম ধরপাকড় চলে”।
অফিসারের ভ্রূ কুঁচকাল, “লাহোরের ছেলে? কবে এসেছে এখানে?”
শোয়েব বলল, “আমার সঙ্গে ছ’মাস হল কাজ করছে”।
অফিসার বলল, “তুই ওর বাড়ি গেছিস কোনদিন?”
শোয়েব বলল, “কী করে যাবো জনাব? কন্ট্রাক্টার সাব ছুটি দিলে তবে তো যাবো। আমাদের জান কয়লা হয়ে যায় কাজ করতে করতে”।
অফিসার বলল, “ওর চেনা জানা কেউ এসেছিল এর মধ্যে?”
শোয়েব বলল, “না”।
অফিসার বলল, “তোর কথা বল। তুই বালোচ। কোথায় বাড়ি?”
শোয়েব বলল, “গ্রামে। শেখাবাদের কাছে আমার গ্রাম জনাব”।
অফিসার বলল, “খোঁজ নিলে জানা যাবে তো? নাকি তুই মুভমেন্টে আছিস?”
শোয়েব বলল, “জনাব আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন। আমি ওসব করি না। আর ফারুকও খুব ভাল ছেলে। এখনও ঘুমোচ্ছে দেখবেন গিয়ে। ওর এক ফুফার বাড়ি যাবে আজ। আমরা সাধারণ মানুষ, পেটের দায়ে খেটে খাই জনাব”।
অফিসার পকেট থেকে রুমাল বের করে শোয়েবের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, “ঠিক আছে, রক্ত মুছে নে। ঠোঁটের কাছ থেকে রক্ত বেরোচ্ছে”।
শোয়েব রুমালটা নিয়ে বলল, “শুক্রিয়া জনাব”।
ওড়াঙ্গি বাজারে পৌঁছে গাড়ি থামিয়ে গুমটির দিকে হাঁটতে শুরু করল শোয়েব। অফিসার তিনজন সুবেদারকে নিয়ে রওনা হল শোয়েবের সঙ্গে। বস্তির লোকজন কেউ সবে ঘুম থেকে উঠে গুমটির বাইরে গিয়ে বসেছে, কেউ বা জল নিতে লাইন দিয়েছে। সেনা দেখে ঘাবড়ে গেল অনেকেই। কেউ সেলাম ঠুকল। অফিসার কাউকেই পাত্তা না দিয়ে শোয়েবের পিছন পিছন হাঁটতে থাকল। শোয়েব তার গুমটির কাছে গিয়ে বলল, “জনাব এটা আমার গুমটি, আর পাশের গুমটিটাই ফারুকের। আপনারা দাঁড়ান। আমি ওকে ডেকে দিচ্ছি”।
শোয়েব সৈকতের গুমটির দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দরজায় তালা দেওয়া। অফিসার সেটা দেখে বলল, “তালা কেন? তুই যে বললি ফারুক ঘুমোচ্ছে এখন?”

শোয়েব তড়িঘড়ি তার ফোন বের করে সৈকতের নাম্বার ডায়াল করল। ফোন নাম্বার আউট অফ রিচ বলছে।
শোয়েবের মুখ দেখে অফিসার কিছু একটা আঁচ করল। বলল, "কী হয়েছে?"
শোয়েব বলল, "ফোনে কোন প্রব্লেম হয়েছে মনে হচ্ছে জনাব। আউট অফ রিচ বলছে"।
অফিসার একজন সুবেদারের দিকে তাকিয়ে বলল, "তালা ভাঙো। এখনই"।
সুবেদার রাইফেলের বাট দিয়ে তালায় জোরে মারল। তালা একবারেই ভেঙে গেল। দরজা ঠেলে খুলে ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখা গেল ঘর পুরো খালি। একদম সাফসুতরো। খাটিয়াটা দাঁড় করিয়ে রাখা। অফিসার বলল, "বাহ। পাখি পালিয়ে গেছে। এই এদিকে আয়"।
শোয়েবকে টেনে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে অফিসার বলল, "দেখা, কোথায় তোর ফারুক ঘুমোচ্ছে। দেখা দেখা"।
শোয়েব হাঁ করে ঘরের চারদিক দেখতে থাকল। তার মাথা ঘুরাতে শুরু করল। সে মেঝেতে বসে পড়ল।
অফিসার বলল, "চল চল, আমার সঙ্গে চল। তোকে এখন অনেক দরকার আমাদের"।
শোয়েবকে টানতে টানতে বস্তির সবার সামনে দিয়ে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তোলা হল।

১৬।
সকাল সাড়ে সাতটা। কোয়েটা কান্দাহার হাইওয়ে। পাহাড়ি রুক্ষ রাস্তার এক দিক দিয়ে গ্রামের রাস্তা চলে গেছে। সে রাস্তা এসে মিশেছে হাইওয়েতে। পাথরের আড়ালে জাহির এবং আসগর চুপ করে বসে আছে।
আকাশ ঘোলাটে হয়ে আছে। এ অঞ্চলে বৃষ্টি একেবারেই হয় না। তবু আকাশ দেখলে বৃষ্টি হবার আগের পরিস্থিতি বলে মনে হতে পারে।
গাড়ির শব্দ শুনে সচকিত হল দুজন। তৈরি হল। এই সেই মুহূর্ত, যার জন্য তারা অপেক্ষা করে আছে।
কিন্তু না, কোন কনভয় এল না তো! একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল গ্রামের রাস্তার মুখে। আসগর এবং জাহির পরস্পরের দিকে তাকাল। গাড়িটা থেকে কেউ নামল না। দুজনে দ্বন্দ্বে পড়ে গেল। অদ্ভুত তো! গাড়িটা এখানেই দাঁড়াল কেন? এখন যদি কনভয়টা যায়, তাহলে তো কিছু করাও যাবে না।
জাহির এবং আসগর চুপ করে বসে রইল।
সময় কাটছে। অদ্ভুত ব্যাপার! কনভয়ের আসার সময় হয়ে গেছে তবু এল না! গাড়িটাও নড়ছে না। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে ভুগতে দুজনেই পাথরের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল। গাড়িটার ভিতরে কারা আছে দেখার অদম্য ইচ্ছে হচ্ছিল তাদের। রাইফেল উঁচিয়ে এগিয়ে গিয়ে গাড়ির কাছে অবধি আর যেতে পারল না তারা। মুহূর্তের মধ্যে গাড়ির দরজা খুলে অটোমেটিক মেশিনগান থেকে তাদের দুজনকে আক্রমণ করল জনা চারেক লস্কর জঙ্গী।
সামলে ওঠার সময়ই পেল না তারা। মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল দুটো রক্তাক্ত মৃতদেহ। চারজন হাসতে হাসতে গাড়িতে উঠে উপরমহলে খবর দিল। গাড়িটা চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ অবধি লাশদুটো পড়ে রইল।
কনভয় ততক্ষণে অন্য রুট ধরে কান্দাহারের পথে রওনা দিয়েছে। মেজর জেনারেলের পাশে বসে রুমান আলি খবরটা পেয়ে জেনারেল কাদিরকে বলল, "দুটো বালোচ কুত্তা খতম করা গেল সকাল সকাল। এরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। জনাব রফিক সাব ওই রুটটাকেই এন ও সি দিয়ে দিয়েছিলেন। আপনার আই এস আইয়ের হালত খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে জনাব। কিছু করুন"।
জেনারেল কাদির বললেন, "এ অঞ্চলে আই এস আই এর থেকে আপনার নেটওয়ার্ক বেটার থাকবে, সেটা তো জানা কথা ছিল। এটা নিয়ে আপনার আলাদা করে গর্ব করার কিছু আছে কি?"

রুমান জোরে হেসে উঠে বলল, “এটাই তো রফিক সাহেবদের দিয়ে স্বীকার করানো যায় না জনাব। আপনি বললেন, এটাই একটা বড় সার্টিফিকেট হয়ে রইল আমার কাছে”।
কাদির বাইরের দিকে তাকালেন। রাস্তার আশে পাশে বেশিরভাগ জনপদই পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। এক দিকে তালিবান, অন্যদিকে নিরাপত্তাহীনতা, তার উপর জলের আকাল, সব মিলিয়ে এ অঞ্চলগুলো একবারেই বসবাসের অযোগ্য হয়ে গেছে। সেনার নজরদারি এড়িয়ে অনেক জায়গাতেই বালোচ লিবারেশন বাহিনীর আড্ডাও তৈরি হয়েছে। রুমানের দিকে তাকিয়ে বললেন, “কাশ্মীরে ইন্ডিয়া প্রচুর সেনা মোতায়েন করেছে। বাড়ি বাড়ি চিরুনি তল্লাশি করছে। বালুচিস্তানের কিছু জায়গায় আমি আরো অনেক বেশি করে সেনা মোতায়েন করার সুপারিশ করব ঠিক করেছি”।
রুমান বলল, “অতো তকলিফ করতে যাবেন কেন জনাব? আমরা আছি তো, সব ঠিক করে দেব। যেভাবে আব্বাসাবাদের দুটো কুকুরকে মারলাম, সেভাবেই সব বালোচ বিপ্লবী মেরে দেব একদিন। এদের অতো শক্তি কোথায়?”
কাদির বিরক্ত হলেন। রুমানের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস বিরক্ত করছিল তাকে। এই লোকটার সঙ্গে এক গাড়িতে যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না তার। প্রয়োজনে এদের মত মানুষদের সঙ্গে তাকে যেতে হচ্ছে, নইলে কোন দিন এদের এত মাথায় তোলার পক্ষপাতী তিনি নন। রুমান যেভাবে বালোচদের কুকুর বলছে, তিনিও রুমানদের এরকম কুকুর বলেই মনে করেন। পাকিস্তানের পালন করা রাস্তার কুকুর এই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলো। পাকিস্তান না থাকলে এরা কোথায় যেত? কে পাত্তা দিত এদের? অথচ এদের ঔদ্ধত্য এখন এতটাই সীমাহীন হয়ে গেছে যে তার মত পদস্থ অফিসারকে পর্যন্ত এত বড় ঝুঁকি নিতে হচ্ছে। এমন একটা দিন আসবে, যেদিন এই কুকুরগুলোকে ব্যবহার করে ছিবড়ে করে দিয়ে রাস্তার পাশে গুলি করে ফেলে রাখা হবে। সেই দিনটায় সব থেকে বেশি খুশি হবেন তিনি।
এখন দু ঘণ্টা এর সঙ্গে যেতে হবে। শ্বাস ছাড়লেন মেজর জেনারেল কাদির। কী বাজে কপাল তার! এসব মানুষের সঙ্গেও সময় কাটাতে হচ্ছে তাকে। এই সময় ইসলামাবাদ ক্যান্টনমেন্টে তার স্ত্রীর সঙ্গে কোয়ালিটি সময় কাটানোর কথা তার। তা না করে তিনি কী করছেন? রুমানের মত খুনির পাশে বসে কান্দাহার যাচ্ছেন। থুতু চলে আসছিল মুখে।
সেটাকে গিলে নিলেন মেজর জেনারেল।

১৭

শোয়েবকে একটা ঘরে বন্দী করে একটা ছেঁড়া বস্তার উপরে বসিয়ে রাখা হয়েছে। অফিসার ঘরটায় ঢুকে শোয়েবের সামনে চেয়ার নিয়ে বসে সিগারেট ধরিয়ে বলল, “শোয়েব বালোচ। তুই যা বলেছিস, ঠিকই বলেছিস। আমাদের তোর দেওয়া তথ্য নিয়ে তোর কোন সমস্যা নেই। শুধু আমাকে বল তোর বন্ধু ফারুক সম্পর্কে তুই কী কী জানিস?”
শোয়েব কাতর গলায় বলল, “জনাব আমি ওর সম্পর্কে যা যা জানি, তার সবই তো আপনার আরো যদি কিছু জানার থাকে, তাহলে আপনি ডকে খোঁজ নিন। ও কী কী ডকুমেন্ট জমা দিয়েছিল কাজে জয়েন করার সময়, সেগুলো দেখুন। আমি এর বেশি আর কী জানতে পারি বলুন?”
অফিসার বলল, “ডক অফিসে জমা দেওয়া ওর সব কাগজপত্রই জাল। ও লাহোরের যে ঠিকানা দিয়েছে, সেখানে কেউ থাকেই না। এবার বল, এগুলো নিয়ে আমি কী করব? তোকে কোথায় কোথায় নিয়ে যেত ও? কে কে ওর সঙ্গে দেখা করতে যেত?”
শোয়েব বলল, “আমরা সারাদিন ডকে কাজ করতাম জনাব। ডকের সবাই দেখেছে। ঘরে ফিরে কিছু করার জায়গাতেই থাকতাম না। আমি যেমন ঘুমিয়ে পড়তাম, তেমন ফারুকও ঘুমত। অফ ডে গুলোতেও ও ঘুমিয়ে

থাকতে চাইত। কাউকে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসতে দেখি নি। বরং আমিই ওকে জোর করে নিতে যেতাম কোন অফ ডে পেলে”।

অফিসার বলল, “কোথায় নিয়ে যেতিস?”

শোয়েব বলল, “সিনেমা দেখতে কিংবা বিচে। একটা দিন ছুটি পেতাম। ওদিন যতটা হয়”।

অফিসার বলল, “সাদ্দার বাজারের ওই দোকানটায় ও কেন গেছিল তোকে কিছু বলেছিল?”

শোয়েব বলল, “ও বলেছিল দোকানের শাটার অর্ধেক খোলা দেখে ওর অদ্ভুত লেগেছিল তাই ও মজা করতে ওটার ভিতরে ঢুকে গেছিল”।

অফিসার পকেট থেকে কয়েকটা ছবি বের করে শোয়েবের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, “এই তোর বন্ধু, তাই তো?”

শোয়েব ছবিগুলো দেখে বলল, “জি জনাব”।

অফিসার বলল, “এ তো আফতাব বালোচ না। তাহলে কে?”

শোয়েব বলল, “আপনাদের কোন ভুল হচ্ছে জনাব। ফারুক এসব করার ছেলেই না। ও খুব ভাল ছেলে। দেখবেন ও কাল পরশুর মধ্যেই ফিরে আসবে গুমটিতে”।

অফিসার বলল, “তুই গাধা বলে কি আমাদেরও গাধা মনে করিস? নকল আইডেন্টিটি কার্ড, নকল ঠিকানা দিয়ে যে কাজ করে, তাকে বিশ্বাস করব? তোকে আমরা এখন ছেড়ে দেব। কিন্তু মনে রাখবি, এই হারামখোরের কোন রকম খবর পেলেই আমাদের খবর দিবি। নইলে শুধু তুই না, তোর বাড়ির লোকের জীবনও ঘোর সংকটে পড়বে। বুঝেছিস?”

শোয়েব ঘাড় নাড়ল, “জি জনাব। আমি কোন ঝামেলায় নেই জনাব, আমাকে বিশ্বাস করুন”।

অফিসার এগিয়ে এসে শোয়েবের কাঁধে হাত রেখে বললাম, “আমি তোকে বিশ্বাস করছি বলেই এখন ছেড়ে দিচ্ছি তোকে। কিন্তু যা বলেছি, ভুলিস না। মাথায় রাখবি। ঠিক আছে?”

শোয়েব বলল, “জি জনাব”।

অফিসার বলল, “তুই তো কিছু খেয়ে আসিস নি, কী খাবি?”

শোয়েব বলল, “কিছু খাবো না জনাব। আমাকে ছেড়ে দিন। আজকের দিনের মজুরিটাও তো পাব না। আমি গরীব মানুষ, বাড়ির দায় দায়িত্ব আছে। আমাকে ছেড়ে দিন জনাব”।

অফিসার নরম হল। বলল, “ঠিক আছে। কিন্তু তুই আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবি, ঠিক আছে? ওই ইবলিশের বাচ্চা যদি ডকে ঢোকার জন্য এত কাণ্ড করে থাকে, তাহলে ও এত সহজে পিছু হটবে না। ও আবার ডকে ঢোকার চেষ্টা করবে। তোর সঙ্গে যোগাযোগ করলেই তুই আমাকে খবর দিবি। ঠিক আছে?”

শোয়েব বলল, “ঠিক আছে জনাব”।

রাতের দিকে বস্তির কাছে শোয়েবকে নামিয়ে দেওয়া হল। ক্লান্ত এবং বিধ্বস্ত অবস্থায় শোয়েব তার গুমটিতে ঢুকে বসে রইল। তার মাথা কাজ করছিল না। যার সঙ্গে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াত, নিজের ভাইয়ের মত যাকে ভালবেসে ফেলেছিল, তার এ হেন আচরণ কিছুই তার মাথায় ঢুকছিল না।

কিছু না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল সে, মাঝরাতে ঘুম ভাঙল দরজার ঠক ঠক শব্দে। সে উঠে বসে দরজা খুলল। সৈকত তার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, “কী বলল পুলিশ?”

শোয়েব রেগে গেল, “তুমি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছো। তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও। আমি তোমার সঙ্গে কোন কথা বলতে চাই না। তুমি জানো, তোমার জন্য আমার আব্বু আম্মির জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে গেছে? তুমি যাও, তোমার সঙ্গে কোন কথা নেই আমার”।

সৈকত হাই তুলে জলের বোতল থেকে অনেক খানি জল খেয়ে নিয়ে বলল, “এই কালকে তুমি আমায় বালোচদের নিয়ে কত জ্ঞান দিলে আর আজ পুলিশ আর আর্মি মিলে একটু ভয় দেখাল, তাতেই হালত খারাপ হয়ে গেল মিয়াঁ?”

শোয়েব ভ্রূ কুঁচকে বলল, “মানে? বালোচ এল কোত্থেকে?”
সৈকত বলল, “বস। আমি বেশিক্ষণ থাকব না। তোমার ঘরের উপর এমনিতেও নজর আছে ওদের। আমি অনেক ঝুঁকি নিয়ে এসেছি শুধুমাত্র তোমাকে এটুকু বুঝিয়ে যেতে যে তোমার কোন ক্ষতি আমি করতে চাই নি। আমি বালোচদের সাহায্য করার জন্যই এখানে আত্মগোপন করে ছিলাম”।
শোয়েব বলল, “আমি বিশ্বাস করি না”।
সৈকত তার ফোন বের করে গ্যালারি থেকে একটা ছবি শোয়েবকে দেখিয়ে বলল, “এই যে তোমাদের নেতা আফতাব আর আমি। দেখলে? এবার বিশ্বাস করবে”?
শোয়েব থ হয়ে কয়েক সেকেন্ড ছবিটার দিকে তাকিয়ে বলল, “কিন্তু তুমি বালোচের ভাষা জানো না। তুমি বালোচ না। তুমি কে তবে?”
সৈকত হাসল, “জানি। বলে শোনাব? শোন, আমি তোমার বন্ধু। আমাকে ভুল বুঝো না দোস্ত। এটুকু জেনে রাখো, আমি তোমার কোন ক্ষতি করতে এখানে আসি নি। ক্ষতি হতে দেবোও না কোন তোমার”।
শোয়েব বলল, “তোমাকে কিন্তু ওরা খুঁজে বেড়াচ্ছে। তুমি করাচী ছেড়ে পালাও”।
সৈকত বলল, “পালাবো তো, আজকেই পালাবো। কিন্তু পালানোর আগে তোমার সঙ্গে দেখা না করে কী করে যেতাম?”
শোয়েব বলল, “আর যদি আমাকে ওরা আটকে রাখত?”
সৈকত বলল, “ঠিক ছাড়িয়ে আনতাম”।
শোয়েব অবাক হয়ে বলল, “এত ক্ষমতা তোমার? কে তুমি?”
সৈকত বলল, “ওই যে বললাম, আমি তোমার বন্ধু। এখন আমি যাই দোস্ত, আশা করি আমার উপর এখন আর কোন রাগ নেই তোমার”।
শোয়েব বলল, “আমি জানি না কেন আমি তোমার উপর রাগ করতে পারছি না। অথচ রাগ করা উচিত ছিল। যাই হোক, তুমি সাবধানে থেকো। ওরা তোমাকে পেলে সহজে ছেড়ে দেবে না, এটুকু আমি বুঝেছি”।
সৈকত বলল, “পাবে না। চিন্তা কোর না। আমি আসি। তুমি ভাল থাকো। কোনদিন যদি দেখা হয় তাহলে দেখা হবে”।
শোয়েব বলল, “দাঁড়াও দাঁড়াও। অফিসার বলছিল তুমি ডকে এতদিন যখন নাম ভাঁড়িয়ে কাজ করেছো, তাহলে আবার ওখানে তোমাকে ফিরতেই হবে। তুমি ওদিকে যেও না এখন। তাহলে ধরা পড়ে যাবে”।
সৈকত বলল, “শুক্রিয়া দোস্ত। যাবো না ওদিকে। আপাতত ওদিকে যাবার দরকার পড়বে না। ভাল থাকো”।
সৈকত শোয়েবকে জড়িয়ে ধরল। শোয়েব বলল, “তোমার কাছে রুপী আছে তো? না আমার থেকে নেবে? এখানে তো রূপীর দরকার পড়বে সে তুমি যেখানেই যাও।”
সৈকত বলল, “আছে, আছে। সেসব নিয়ে তুমি ভেবো না। ভাল থাকো। তোমার বিবি বাচ্চার সঙ্গে একদিন ঠিক দেখা হবে ইনশাল্লাহ”।
শোয়েব হেসে ফেলল। সৈকত শোয়েবের কাঁধে কয়েক সেকেন্ড হাত রেখে বেরিয়ে গেল।
শোয়েব দরজা বন্ধ করে চুপ করে বসে রইল অনেকক্ষণ।
তার দু চোখ জলে ভরে উঠল এতদিন ধরে চেনা ভেবে আসা অচেনা বন্ধুর জন্য।

১৮।
“তারপর? তোমরা কতটা এগোলে?”
তিনজন সামনে বসে আছেন।
কফির কাপে চুমুক দিয়ে চিফ প্রশ্ন করলেন।

রাণা বললেন, “স্যার এই মুহূর্তে কোয়েটায় আই এস আই চিফ আছে। মেজর জেনারাল কাদির কান্দাহার বর্ডার ভিজিট করে আবার কোয়েটায় ব্যাক করেছে। এটা কোয়েটার নিউজ। হঠাৎ করে কান্দাহার বর্ডার ভিজিট করার কী হল, সেটা বুঝতে পারলাম না। ওই বর্ডার এমনিতেই ওদের কাছে সেফ জোন। তবু ওরা ওই সাইডে কেন গেল?”

চিফ বললেন, “অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। আই এস আই এর সঙ্গে তালিবানের রিলেশন তো খুব একটা খারাপ নয়। ওরা ওদের সেফ প্যাসেজ দিতে ওখানে যেতে পারে। তবে আর্মির হায়ার লেভেল অফিসাররা ওখানে গেলে বরং এক্সপোজ হবার চান্সটাই বেশি থাকে। তাহলে কী কারণ থাকোতে পারে?” চিফ পেপারওয়েট নিয়ে খেলতে শুরু করলেন চিন্তিত মুখে।

সিরাজ বললেন, “গদার পোর্টের কাজ আর চিনের হাইওয়ে তৈরির কাজ বেশ দ্রুত গতিতে চলছে। পাকিস্তানের মাঝ বরাবর এই হাইওয়ে যাবে। এই কাজ আটকাতে বালোচরা যা যা প্রোটেস্ট মুভমেন্ট করেছে, তা সবই কড়া হাতে দমন করেছে পাকিস্তান। বালোচিস্তানকে সেকেন্ড বাংলাদেশ ওরা কিছুতেই হতে দেবে না”।

চিফ বললেন, “সেটা জিওগ্রাফিকাল পজিশনের ক্ষেত্রেও পাকিস্তানকে অ্যাডভান্টেজ দেবে। ইস্ট পাকিস্তান কন্ট্রোল করা ওদের কাছে কঠিন ছিল। বালোচদের কন্ট্রোল করা ওদের পক্ষে সহজ। তালিবানও ওদের পক্ষে আছে”।

সিরাজ বললেন, “সঙ্গে বেশ কয়েকটা টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনও। বালোচদের লড়াইটা খুবই কঠিন। একবার করে আন্দোলন দানা বাঁধে, কিন্তু কোন লক্ষ্যে পৌঁছবার আগে সেটা নষ্ট হয়ে যায়”।

রাণা বললেন, “আর আফতাব বালোচকেও আমরা ট্রেস করতে পারছি না। একজনই পারত কিন্তু...”

রাণা চিফের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলেন। চিফ বললেন, “যাই হোক, আমরা শুধু এজাম্পসান করে কোন কথা বলতে পারি না। পি এম ও থেকে ডাক পড়েছিল। ওখানেও পি এম সাব একই কথা বললেন। আমরা শুধুমাত্র কোন রকম আন্দাজের উপর ভর করে বালুচিস্তান নিয়ে কিছু বলতে পারি না। উই ওয়ান্ট কনক্রিট এভিডেন্স। রাণা, তোমার কোয়েটার অ্যাসেটকে যতটা পারো কাজে লাগাতে হবে। আমি ইসলামাবাদেও খবর পাঠাচ্ছি। বালুচিস্তানকে পি এম ফিফটিন্থ অগাস্টের স্পিচে ইনক্লুড করতে চাইছেন। কোন রকম এভিডেন্স ইজ ওয়েলকাম”।

ভেঙ্কট এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। এবার নড়ে চড়ে বসে বললেন, “স্যার, বালুচিস্তান যদি ইন্ডিয়ান পি এম এর স্পিচে এড হয়, সেক্ষেত্রে পাকিস্তান আবার কাশ্মীর নিয়ে পড়বে না?”

চিফ বললেন, “পাকিস্তান কবে কাশ্মীর নিয়ে পড়ে না? ওদের কাজই তো কাশ্মীর নিয়ে হাওয়া গরম করে যাওয়া। এদিকে ওদের এল ও সির ওদিকটায় ওরা সযত্নে সব রকম অর্গানাইজেশনের আখড়া বানিয়ে রেখে দিয়েছে। ডলার পাঠানো চলছে। লোহাকে লোহা দিয়েই কাটতে হবে। পাকিস্তান কাশ্মীর তাস তুললে আমাদের বালুচিস্তান তাস দেখাতে হবে। এছাড়া কোন উপায় নেই”।

চিফের ফোন বেজে উঠল। চিফ ফোনের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে ফোনটা ধরলেন, “হ্যালো”।

“স্যার কেমন আছেন? আরথ্রাইটিসের ব্যথাটা কমেছে?”

গলাটা শুনে চিফ রেগে গিয়ে বললেন, “আমাকে ফোন করার সাহস পেলে কোত্থেকে?”

“স্যার অনেক কষ্ট করে সাহস জোগাড় করেছি”।

চিফ কপালে হাত দিয়ে বললেন, “বল। তোমার কথা শোনার প্রবৃত্তি আমার হয় না, তবু বল। এতদিন তুমি কী করছিলে?”

“লেবারের কাজ করছিলাম স্যার। করাচী পোর্টে। দারুণ কাজ। জিমে যেতে হয় না। এমনিতেই বডি তৈরি হয়ে যায়”।

“পোর্টে? গদর পোর্টে না করে করাচী পোর্টে করছিলে? ভাল। কাজ না থাকলে যা হয় আর কী”।

“স্যার, গদর পোর্টের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন অনেক কড়া ভাবে হয়। ওখানে ঢোকা অতো সোজা না। চেষ্টাও করি নি। করাচী ডক থেকেই গদরের সব খবর পাওয়া যায়। খামোখা অতো ঝামেলায় যাবো কেন?”
“হু। তো, তারপর? এতদিন তো কন্ট্যাক্ট করার কথা মনেই হয় নি, এখন কেন মনে হল?”
“স্যার অকারণ কন্ট্যাক্ট করে হবেই বা কী? কোন লাভ আছে কি? সেভাবে কোন খবরও ছিল না। তবে এবার খবর আছে”।
চিফ বললেন, “বল। কী খবর আছে”।
“আফতাব বালোচ ওদের মাথা ব্যথায় পরিণত হয়েছে। করাচী থেকে শুরু করে সবখানেই ওরা আফতাবকে খুঁজে যাচ্ছে। সাদ্দার বাজারের একটা দোকানে আফতাব এসেছিল। সে খবর পাওয়ার পর আই এস আই পাগলের মত খুঁজছে ওকে”।
“তুমি জানো আফতাব কোথায় আছে?”
“আমি খুব কাছে চলে এসেছি। একটা লিড পেয়েছি। সমস্যা হল সাদ্দার বাজারে একটা ছোট ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলাম, আমাকে আবার কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে। আমি একটা ছোট চান্স নিয়েছিলাম। দুঃখের বিষয়, ব্যাপারটা কাজে এল না। আপাতত ওরা আমাকে খুঁজছে। পাবে না, সেটা আলাদা কথা”।
চিফ বিরক্ত গলায় বললেন, “এই জন্য তোমার উপর আমার রাগ হয়। এত ওভার কনফিডেন্স নিয়ে কী করে থাকো তুমি? আর তুমি এখন এক্সপোজের ভয়টা পেয়েছ বলেই আমাকে ফোন করলে, তাই না?”
“না স্যার, ওসব ভয় পাবো কেন? আপনার কি মনে হয় আমি ওসব ভয় পাই কোন কালে?”
“তাহলে কী চাও তুমি?”
“আমি না। আমি কেন চাইব স্যার? কাজটা কি আমি আমার জন্য করছি?”
“ঠিক আছে। তুমিই ঠিক। এখন আমরা কী চাইছি?”
“স্যার আমরা চাইছি বালোচিস্তানে পাকিস্তান ফৌজের দমন পীড়নের কিছু ছবি। সেগুলো আমি পেয়ে গেছি। আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। আপনি মিডিয়ায় দিয়ে দিন। বাকিটা আপনি জানেন কী করতে হবে। আর রইল বাকি আফতাব বালোচ। আমি আমার মত করে চেষ্টা করছি। ভাল থাকবেন”।
“এর পরে ক বছর পরে আবার ফোন করবে তুমি? এত খামখেয়ালী হলে কী করে হয়?”
“স্যার যেখানে থাকি, সেখান থেকে স্যাটেলাইট ফোন অ্যাক্সেস করার কোন চেষ্টা আমি করি নি। আপনিই তো শিখিয়েছিলেন, যে কাজ করব যেন নিষ্ঠার সঙ্গে করি, তাহলে আমি কেন অতো সহজে নিজেকে এক্সপোজ করতাম? ওরা আমার ছবি সাদ্দার বাজারের সিসিটিভি থেকে পেলেও আমাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবে না। বালোচ মুভমেন্ট আবার মাথাচাড়া দেওয়া শুরু করলেই ওরা আমার ব্যাপারে ভুলে যাবে। তাই সময় আর সুযোগের অপেক্ষাতে আছি। আপনাকে হতাশ করব না স্যার, এটুকু কথা দিতে পারি”।
ফোনটা কেটে গেল।
চিফ কয়েক সেকেন্ড ফোনের দিকে তাকিয়ে ফোনটা রেখে দেখলেন তিনজন তার দিকে অতি আগ্রহ সহকারে তাকিয়ে আছেন। চিফ বললেন, “এদ্দিন পরে তোমাদের চাহনেওয়ালা ফোন করেছিল। দেখি, বলল ইমেলে কী সব ছবি পাঠিয়েছে। দেখা যাক কী আছে, তোমরা আমার দিকে এসো। দেখি কী আছে”। সবাই চেয়ার ছেড়ে উঠে চিফের পিছনে এসে দাঁড়ালেন। চিফ মেইল বক্স খুললেন।
কুড়িটা ছবি পাঠিয়েছে সৈকত। কোন ছবিতে পাক আর্মি বালোচ লিবারেশনের আন্দোলনে আক্রমণ করছে, কোনটায় লিবারেশনের আন্দোলনের পতাকা পুড়িয়ে দিয়েছে, একটা ছবিতে গ্রামের রাস্তায় এক মহিলাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানী আর্মি। রাণা বললেন, “মাই গড। এই ছবিগুলো দিয়ে আমাদের অনেক কাজ হবে স্যার”।

চিফ খুশি না হয়ে বললেন, “এগুলো তো এমনিই পাঠানো যেত। এভাবে আমাকে চিন্তায় রেখে কোন যোগাযোগ না করে এতদিন পরে না পাঠালেও হত। আমি এই ছেলেটার সমস্যা বুঝি না। এত নিজের মর্জিতে কাজ করে, ভারি বিরক্তিকর”।
সিরাজ বললেন, “কিন্তু স্যার এটা বিরাট কাজ। এই ছবি পাকিস্তানী মিডিয়া কিছুতেই দেখাতো না। সব আটকে যেতো। প্রতিটা ছবি সোনার চেয়ে মূল্যবান”।
চিফ বললেন, “হু। আমি মিনিস্ট্রির সঙ্গে কথা বলে ছবিগুলো প্রেসে দিয়ে দিচ্ছি। দিস ইজ দ্য টাইম টু বিগিন আওয়ার মিডিয়া ক্যাম্পেইন। পাকিস্তান এই ছবিগুলো ইগনোর করতে পারবে না। ওরা বলবে এগুলো ডক্টরড। তার জবাবও তৈরি রাখতে হবে। সিরাজ, তুমি আমার সঙ্গে চল তো। দেখি মিনিস্টার সাহেব কোথায় আছেন”।
সিরাজ মাথা নাড়লেন, “শিওর স্যার। চলুন”।

১৯।
ইসলামাবাদ ক্যান্টনমেন্ট।
মেজর জেনারেল কাদিরের বাংলোর সামনে ফিল্ড মার্শাল ইমতিয়াজ হুসেনের কনভয় এসে দাঁড়াল। মেজর জেনারেল কিছুক্ষণ আগে পৌঁছেছেন। ইমতিয়াজ হুসেন এসেছেন শুনে জেনারেল কাদির ড্রইঙ রুমে বেরিয়ে এলেন।
ইমতিয়াজ বললেন, “আপনি এখনই এলেন। আমি ভাবলাম একবার দেখা করে যাই”।
কাদির বললেন, “আমি ফ্রেশ হয়ে আপনার কাছেই তো যাচ্ছিলাম”।
কাদিরের ঘরে ইমতিয়াজের দেহরক্ষীরা ছিল। ইমতিয়াজ সবাইকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে বসলেন, “পি এম সাহাব এখনও ব্যাপারটা নিয়ে যথেষ্ট রেগে আছেন। বার বার বলেছেন আপনার যাওয়ার কোন দরকার ছিল না। আপনি ঠিক আছেন তো?”
কাদির বললেন, “আছি। তবে বালোচ লিবারেশন আর্মি যেভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে, তাতে সমস্যা বাড়বে। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন ওখানে আই এস আই এরও ইন্টেলিজেন্স ফেইলিওর ছিল। লস্করের ওখানে বেটার নেটওয়ার্ক আছে। ইভেন তালিবানেরও। আই অ্যাম সরি টু সে দ্যাট জনাব”।
ইমতিয়াজ বললেন, “আমাদের বালোচ অফিসাররা সব লয়াল তো? আপনি শিওর?”
কাদির বললেন, “সেটা জনাব আমরা ইসলামাবাদ থেকে কী করে জানব? তবে আমার মনে হয় বাহিনীর ভেতরেও ইন্টেলিজেন্সকে অনেক বেশি সক্রিয় হতে হবে। এই ব্যাপারটা তো আমিও ইগনোর করতে পারছি না। আমারও মাথায় এসেছে”।
ইমতিয়াজ বললেন, “ওই যে ছেলেটা, কোয়েটায় আমাদের এজেন্ট, সাহিল, ওর সঙ্গে কথা বলেছেন?”
কাদির বললেন, “শো কজ করা হয়েছে। তবে হি ইজ ইনএফিসিয়েন্ট। আমাদের কোয়েটা সেক্টরে আই এস আইকে স্ট্রং করতে হবে। অন্যের উপর ভরসা করাটা অর্গানাইজেশনের পক্ষে সুস্থ ব্যাপার না”।
ইমতিয়াজ মাথা নাড়লেন, “রাইট। এমনিতেও এরকম মিশনে আমাদের রাজি হওয়াটাই উচিত হয় নি। কিন্তু আমাদের কিছু করার ছিল না। পি এম সাহাব তো বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না আমরা এটা করতে যাচ্ছি। বার বার বলছিলেন সি আই এ জানতে পারলে সমস্যার পাহাড় তৈরি হবে। কিন্তু আমার হাত পা বাঁধা ছিল। আপনি না থাকলে হয়ত এত বড় ঝুঁকি নিতেই যেতাম না আমি। আপনাকে অনেক শুক্রিয়া। একটা বড় কাজ হল”।
কাদির বললেন, “আমি আমাদের ফিউচার প্রোজেক্টের কথা ভেবেই রাজি হয়েছিলাম জনাব। লস্করকে আমাদের কাশ্মীরে প্রয়োজন আছে। ইন্ডিয়া যেভাবে কাশ্মীরে সেনা বাড়িয়ে চলেছে, আমাদের একার পক্ষে সব কিছু সামাল দেওয়া সম্ভব হবে না”।

ইমতিয়াজ বললেন, "তা তো ঠিকই। উই নিড ডেম ইন কাশ্মীর। বাই দ্য ওয়ে, বেজিং থেকে আমাকে বেশ কয়েকবার ফোন করা হয়েছে। ওরা গদার পোর্টের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত। বালোচ মুভমেন্ট সামাল দিতে আমাদের কোন সাহায্য দরকার নাকি জানতে চাইছে। গদার পোর্টের বাইরেও ওরা হাইওয়ে সিকিউরিটির দায়িত্ব নিতে চাইছে বাই ইউজিং ড্রোন্স এটসেট্রা"।
কাদির বললেন, "চীনের সেনাবাহিনীকে আমাদের দেশের মধ্যে এভাবে সবকিছুতে এন্ট্রি নিতে দেওয়াটা তো মেনে নেওয়া যাবে না জনাব, সে বেজিং আমাদের নেতাদের যেভাবেই কিনে নিক। এই জায়াগায় আমার মনে হয় না চীনের প্রস্তাব মেনে নেওয়া উচিত। আমরা সরাসরি এই ব্যাপারে বিরোধ করব"।
ইমতিয়াজ বললেন, "হ্যাঁ। আমারও সেটা মনে হয়। আমরা গদার পোর্ট সংযোগকারী হাইওয়ের নিরাপত্তা আরো বাড়িয়ে দিতে পারি, এ ছাড়া বেজিং এর কোন কথা শোনার দরকার নেই। আচ্ছা, রফিক ফিরেছেন, নাকি এখন কোয়েটাতেই আছেন?"
কাদির বললেন, "আমার সঙ্গে ফিরেছেন"।
ইমতিয়াজ বললেন, "বেটার। রাতে একটা মিটিং কল করছি তাহলে। আমরা ঠিক করে নি কোয়েটায় আই এস আই কোন পথে এগোবে, একই সঙ্গে গদার পোর্ট নিয়ে রফিক সাহেবের বক্তব্যটাও শোনা দরকার। আই এস আই যদি কোন ইনপুট দিতে পারে তাহলে দ্যাট উইল বি গুড। এমনিতেই গদার পোর্টের ভেতরে চাইনিজ আর্মি যথেষ্ট সক্রিয়। তার বাইরে কোন রকম মুভমেন্টের বিরোধিতা করব আমরা"।
কাদির বললেন, "গদার পোর্টের ভিতর চাইনিজ এজেন্সি পাঁচশোর বেশি ক্যামেরা ইউজ করছে। ওদের আর্মি ওখানে সক্রিয়। সি আই এও কিন্তু এটা ভাল চোখে দেখবে না"।
ইমতিয়াজ বললেন, "সি আই এ গদার নিয়ে মোটেও খুশি নয়। আমরা পাকিস্তানকে আরেকটা ইরাক বা আফগানিস্তান বানাতে দিতে পারি না। মিটিংটা এই জন্যই ইম্পরট্যান্ট। এন্ড বাই দ্য ওয়ে, মিটিং এ বালোচ অফিসিয়ালদের সম্পর্কে রফিকের রিপোর্টটার কথা আমাকে মনে করিয়ে দেবেন। আমার রফিক সাহাবের ভিউটাও নেওয়া দরকার। বালুচিস্তান চিন্তায় ফেলছে কাদির সাহাব"।
কাদির মাথা নাড়লেন, "ঠিক আছে জনাব"।

২০।

আব্বাসাবাদ। রাত দশটা।
শোকের আবহে জমায়েত ডাকা হয়েছে।
আমির বালোচ বলতে উঠল, "আমরা আমাদের ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ দুই সদস্যকে হারিয়েছি। কিন্তু হে সহযোদ্ধাগণ, আমাদের চোখের জল ফেলারও সময় নেই। আমাদের দুই সাথীর রক্তের মূল্য ওদের দিতে হবে। আজ রাতেই ওরা বুঝতে পারবে আমরা কী! এই সশস্ত্র প্রতিবাদ কোয়েটা ক্যান্টনমেন্টে হবে, কিন্তু এর শব্দ ইসলামাবাদ ছাড়িয়ে গোটা পৃথিবীর কাছে পৌছবে"।
ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলল, "দুজন না। তিনজন। ওরা ইব্রাহিমকেও মেরে ফেলেছে"।
আমির মাথা নিচু করল। অশ্রু সজল গলায় বলল, "মাঝে মাঝে মনে হয়, আমরা এই যুদ্ধটা হেরে গেছি। কিন্তু আমরা এত সহজে হেরে যাব না। লড়াইটা হবে। লস্কর ছাড় পাবে না। পাকিস্তান আর্মিও না। যারা ভাবে বালোচদের চোখের জলের কোন দাম নেই, তাদের দেখানোর সময় এসেছে আমরা দুর্বল নই"।
শপথগ্রহণ শুরু হল। আমির শপথবাক্য পাঠ করাল।
কিছুক্ষণ পরে একটা জিপ এসে দাঁড়াল। আমির বলল, "আপনারা দোয়া করুন, আমাদের এই মিশন যেন ব্যর্থ না হয়"।
চারজন সামনে এসে দাঁড়াল। আমির প্রত্যেককে জড়িয়ে ধরল। কিছুক্ষণ পর গাড়িতে উঠে চারজন কোয়েটার উদ্দেশ্যে রওনা দিল।

গোটা আব্বাসাবাদ জেগে রইল তাদের চারজন যোদ্ধার মিশনের জন্য।
#
মাঝরাতে কোয়েটা ক্যান্টনমেন্টের সামনে বিরাট এক আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ হল। চারজনকে নিয়ে জিপটা কোয়েটা সেনা শিবিরে ঢুকে পড়েছিল। পাকিস্তান আর্মি কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিস্ফোরণটা হল।
ইমতিয়াজ হুসেনের ঘুম ভাঙিয়ে খবরটা জানালেন জেনারেল কাদির।
ইমতিয়াজ বললেন, "পি এম সাবকে জানিয়ে ফোন করছি"।
কাদির বললেন, "জি জনাব"।
পাক প্রধানমন্ত্রী বশির আলীকে জাগানো হল। খবরটা শোনার পরে বললেন, "কত ক্যাজুয়াল্টি?"
ইমতিয়াজ বললেন, "স্টিল নট আপডেটেড জনাব। তবে মোর দ্যান টেন। লাক ভাল যে ওরা ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে ঢুকতে পারে নি"।
বশির আলী বললেন, "তাতে কিছু হয় না। একজন ক্যাজুয়াল্টি হলেও দেয়ার মিশন ইজ সাকসেসফুল। প্লিজ ডু দ্য নিডফুল ফ্রম ইয়োর এন্ড। জেনারেল কাদির ফেরার পরেই ঘটনাটা হল। এবার যদি আপনাদের সিক্রেট মিশনের পর্দা ফাঁস হয়ে যায়, তাহলে কী হবে?"
ইমতিয়াজ বললেন, "আমি দেখছি জনাব। আমি আজ রাতেই কোয়েটা রওনা দিচ্ছি"।
বশির আলী বললেন, "দিস ইজ নট ডান মিস্টার হুসেন। দিস ইজ ফেইলিওর। আমি মেনে নিতে পারছি না। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক"।
ইমতিয়াজ বললেন, "ঠিক জনাব। আপনি যা বলছেন আমি মেনে নিচ্ছি। এবার সবটা আমিই সামলাব"।
বশির আলী বললেন, "ওকে। দেখুন কী করতে পারেন"।
ফোন কেটে দিলেন পাক প্রধানমন্ত্রী।
অনেক কষ্টে নিজের রাগ চেপে কাদিরকে ফোন করলেন ইমতিয়াজ। কাদির অপেক্ষায় ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফোন ধরে বললেন, "জি জনাব"।
ইমতিয়াজ বললেন, "আমি কোয়েটা রওনা হচ্ছি। আপনি রফিক সাহেবকে নিয়ে আমার সঙ্গে চলুন। সিচুয়েশন আউট অফ কন্ট্রোল হবার আগে আমাদের সামাল দিতে হবে। আর হ্যাঁ, পি এম সাহাব ভয় পাচ্ছেন রুমান আলীর ব্যাপারটা আবার ঝোলা থেকে বেরিয়ে আসবে না তো?"
কাদির বললেন, "আমরা এখান থেকে কিছু প্রেডিক্ট করতে পারব না জনাব। আমি তৈরি হচ্ছি। রফিক সাহাবকেও ফোন করে দিয়েছি। বলে দিচ্ছি আর্মি এরোড্রামে পৌছতে"।
ইমতিয়াজ বললেন, "পাকিস্তানী মিডিয়াকে এই নিউজটা ব্ল্যাক আউট করার কথা বলে দিন। কোন রকম নিউজ যেন না হয়, এটা এনশিওর করা যাবে?"
কাদির একটু থমকে গিয়ে বললেন, "স্যার এটা আটকানো যাবে না। নিউজ এতক্ষণে লিক হয়ে গেছে। ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়াকে আটকানো যাবে না। পাকিস্তান মিডিয়া আর কী দোষ করল? বরং এটাকে আমরা র এর ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখাতে পারি"।
ইমতিয়াজ বললেন, "তাহলে তাই করুন। যা যা করার করুন। আধঘণ্টার মধ্যে আর্মি এরোড্রামে চলে আসুন"।
কাদির বললেন, "জি জনাব। তাই হবে"।

২১।
ইসলামাবাদ।
সকাল সাতটা।

মিডিয়ার প্রতিনিধিরা এসে ভিড় করেছে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের মিডিয়া সেন্টারে। বশির আলী এসে দাঁড়াতেই একটার পর একটা প্রশ্ন আসা শুরু করল, “জনাব, কোয়েটা ব্লাস্ট সম্পর্কে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?”

বশির আলী বললেন, “দেখুন, বালুচিস্তানে এই মুহূর্তে একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে। এর পিছনে অবশ্যই র-এর হাত আছে। আমাদের কাছে প্রমাণ আছে যে ইন্ডিয়া বালুচিস্তানের বিদ্রোহীদের ফান্ডিং করছে। এবার আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন কাল রাতের ঘটনায় কাদের হাত আছে?”

“জনাব, ওরা হঠাৎ করে কোয়েটা বেসেই কেন হামলা করতে যাবে?”

“আমাদের সেনারা আমাদের রক্ষা করে চলেছে সব সময়। এখন যদি দেখা যায় ওদের ওপর হামলা করে আমাদের মনোবল ভেঙে দেওয়া সম্ভব, প্রতিপক্ষ সে সুযোগটা নিতে চেয়েছে”।

“তালিবান হামলা হতে পারে এটা?”

“আমার মনে হয় না। তালিবান নিজেদের অস্তিত্বের সঙ্কটে ভুগছে এখন। আলাদা করে ওরা আর কোন ঝামেলায় জড়াতে যাবে না”।

“কিন্তু জনাব, কোয়েটায় যদি র অপারেশন চালায়, সেটা পাকিস্তানের পক্ষে লজ্জাজনক ব্যাপার হবে না?”

বশির আলী প্রশ্নকর্তার দিকে তাকালেন। স্থানীয় মিডিয়া। রাগী চোখে সাংবাদিকের দিকে এক পলক তাকিয়ে বললেন, “আমি কখনই বলি নি র এখানে সরাসরি ইনভলভ আছে। আমি বলতে চাইছি, বালোচের বিপথগামী কিছু মানুষকে ফান্ডিং করে র পাকিস্তানের মধ্যে সমস্যা তৈরি করতে চাইছে। আমাদের সেনাবাহিনী থেকে শুরু করে সরকারি অফিসের অনেক পোস্টেই অনেক দেশপ্রেমী বালোচরা কাজ করে চলেছেন। তারা যথেষ্ট দক্ষ। আমার তাদের কাবিলিয়ত নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। তারা আমাদের গর্ব। কিন্তু যে সব বালোচ পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়েছে, দেশের মধ্যে সমস্যা তৈরি করতে চাইছে বিদেশী ফান্ডিং এর সাহায্য নিয়ে, পাকিস্তান তাদের উপর বিন্দুমাত্র ক্ষমা প্রদর্শন করবে না। তাদের উপযুক্ত শাস্তি হবে এই কথা আমি দিতে পারি। জনাব ইমতিয়াজ হাসান রাতেই কোয়েটা পৌঁছে গেছেন। এই বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেককে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আইডেন্টিফাই করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, পাকিস্তানের আওয়ামকে এই নিশ্চয়তা আমি দিচ্ছি”।

“জনাব, বালোচিস্তান নিয়ে চীন থেকে কি কোন রকম প্রেশার আসছে? আজকের পরে চীন গদার পোর্ট নিয়ে পাকিস্তানকে আরো প্রশ্ন করতে পারে। শোনা যাচ্ছে, গদার পোর্ট হাইওয়েতে চীন তাদের সেনাবাহিনী মোতায়েন করার প্রস্তাব দিয়েছে?”

“একবারেই বাজে কথা। সংবাদমাধ্যমের কাছে পাকিস্তান সরকার অনেক আশা করে থাকে। আপনারা দয়া করে এমন কোন গুজব রটাবেন না যেটা দেশের ক্ষতি করে। চীন আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র হলেও পাকিস্তান তাদের এ দেশে অবশ্যই নিরাপত্তা দিতে সক্ষম। আলাদা করে আমাদের দেশে চীনের সেনাবাহিনী ঢুকবে, এসব গুজব। এ সংবাদের কোন ভিত্তি নেই”।

“গদার পোর্টের নিরাপত্তা নিয়ে চীন এমনিতেই বার বার পাকিস্তানকে বার্তা দিয়ে আসছে। আজকে কোয়েটার ঘটনার পর কি কোন রকম সমস্যা তৈরি হতে পারে চীন পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে?”

বশির আলী হেসে উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গী করে বললেন, “দেশের ভূগোল সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞান এত সীমিত কেন জানি না। গদার পোর্টের থেকে কোয়েটার দূরত্ব প্রায় সাড়ে ন শো কিলোমিটার। গদারে কী হবে, তার জন্য চীনের তো কোন সমস্যা হবার কথাই না”।

“কিন্তু জনাব যদি টেরোরিস্টরা এই একই ভাবে গদারে অ্যাটাক করে, তাহলে তো সমস্যা হতেই পারতো, তাই না”?

বশির বললেন, “ওসব অ্যাসাম্পসান নিয়ে ভাবতে যাবই বা কেন? গদার বন্দরের রাস্তার নিরাপত্তা আমরা আজকের পরে এমনিতেই বাড়িয়ে দেব। এর পরে দুশমনেরা স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না ওখানে কোন রকম

সমস্যা তৈরি করা সম্ভব। আশা করছি, আমি আমাদের অবস্থানটা আপনাদের বুঝিয়ে দিতে পেরেছি। আমাকে ইজাজত দিন, আমি জনাব ইমতিয়াজ হুসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করে কোয়েটার পরিস্তিতি পর্যালোচনা করতে যাবো। শুক্রিয়া"।
কারো অপেক্ষা না করে প্রেস কনফারেন্স শেষ করে তার বাসভবনের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন বশির আলী।

২২।
করাচী বাহরিয়া টাউন অঞ্চল।
নওয়াজ আলী বাজার করে ফিরছিল। হঠাৎ এক বৃদ্ধ তার পথ আটকে দাঁড়াল, "সালাম ওয়াইয়ালিকুম, মিয়াঁ, কোথায় যাচ্ছ?"
নওয়াজ বলল, "ওয়ালাইকুম আসসালাম। এই তো বাজার করে ফিরছি"।
বৃদ্ধ বলল, "আমি অনেক দূর থেকে এসেছি মিয়াঁ। এই শহরে কাউকে চিনি না। দেখো তো এই ঠিকানাটা কোথাকার"?
বৃদ্ধ একটা কাগজ এগিয়ে দিল।
নওয়াজ কাগজটা দেখামাত্র চমকে উঠে বলল, "কে আপনি?"
বৃদ্ধ গলা নামিয়ে বলল, "এক্সপ্রেশন ঠিক কর। তোমার উপর নজর রাখা হচ্ছে"।
নওয়াজ সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "ঠিক আছে। কিন্তু আপনি কে?"
বৃদ্ধ বলল, "বন্ধু। তোমার দোকান কত দিন দখল করে রাখবে আই এস আই? কিছু বলেছে?"
নওয়াজ বলল, "না। কিছু বলে নি"।
বৃদ্ধ বলল, "মনে হয় না শিগগিরি কোন চান্স আছে বলে। তোমাকে শুধু একটা কাজ করতে হবে"।
নওয়াজ বলল, "কী কাজ?"
বৃদ্ধ বলল, "জাহাজের মালিককে জানাবে তার বন্ধু বাজ কোয়েটায় অপেক্ষা করবে"।
নওয়াজ তীক্ষ্ণ চোখে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, "বলে দেব। জাহাজ বাজের খোঁজ করছিল। আমি কিছু বলতে পারি নি সেদিন"।
বৃদ্ধ বলল, "তোমার ফোন ট্যাপ হচ্ছে। জাহাজ সেটা জানে। এখন ফোন করবে না। ও ঠিক সময়ে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তুমি জানিয়ে দেবে। খুদা হাফিজ"।
বৃদ্ধ হাঁটতে শুরু করল। হাঁটতে হাঁটতে বাস স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ পর বাস ধরে স্টেশনে পৌঁছে টিকেট কেটে বোলান মেইলে উঠে বসল। বোলান মেইল প্যাসেঞ্জার ট্রেন। ট্রেনে লোক গিজগিজ করছে। জনতা বেশ উত্তেজিত হয়ে আছে কোয়েটায় গত রাতের বোমা বিস্ফোরণ নিয়ে। বৃদ্ধ জুবুথুবু হয়ে বসে রইল। এক প্যাসেঞ্জার বলল, "দেশে আর থাকা যাবে না মিয়াঁ। যেখানেই দেখি, সেখানেই ঝামেলা। কোয়েটায় পর পর ব্লাস্ট হচ্ছে। করাচীতেও সেদিন মসজিদে একটা বিস্ফোরণ হল। আমাদের জানের কোন ঠিক ঠিকানা নেই"।
"সব ইন্ডিয়া করাচ্ছে। এগুলো সব কাশ্মীরের বদলা নিচ্ছে"।
"তুমি থামো মিয়াঁ। তুমি কিছু না জেনে আজে বাজে কথা বোল না। সব দোষ ইন্ডিয়ার কেন হবে? এদেশের বালোচরা কম নিমকহারাম না। এদের দেশে রাখো, খাওয়াও পরাও, তার পর এরা দেশের আর্মির উপরেই আক্রমণ করে দিল। ছি ছি ছি"।
এই কথায় কামরার বালোচরা ক্ষেপে গেল। একজন বলল, "কে নিমকহারাম মিয়াঁ? খাওয়াও পরাও মানেই বা কী? কে খাওয়াচ্ছে আমাদের? কেউ খাওয়ায় না। বালোচিস্তানের অনেক জায়গায় ঠিক করে রেশনের খাবার পর্যন্ত যায় না। উল্টে চাইনিজদের হাতে আমাদের কতটা জায়গা তুলে দিয়েছে এই সরকার। আমাদের

মাটিতে বিদেশিরা কেন আমাদের ঘরে ঢুকতে বাধা দেবে? কে ওদের এত সাহস দিয়েছে? আজে বাজে কথা বলবে না তুমি"।
"আমি বলব না মানে? কে হে তুমি আমি কী বলব ঠিক করে দেবে? তুমি বালোচ তো? মানে তুমি দেশদ্রোহী। তোমার সঙ্গে ট্রেনে যাওয়া মানে আমাদের ঝুঁকি বেড়ে যাওয়া"।
ঝামেলা লাগার উপক্রম হল। চেকার এসে টিকেট দেখতে শুরু করলে ঝামেলা খানিকটা কমল। ঘণ্টা খানেক বাদে ট্রেন মারশালিং ইয়ার্ড স্টেশনে দাঁড়ালে কামরায় কয়েকজন সেনা উঠে যাত্রীদের আই কার্ড চেক করতে শুরু করল। দুজন বালোচকে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হল। সেটা দেখা ট্রেনের বাকিরা বিদ্রূপ করতে শুরু করল।
বালোচরা সেনাদের সঙ্গে তর্ক করতে শুরু করলে। কিছুক্ষণের মধ্যে আশে পাশের কামরা থেকে বালোচরা খবর পেয়ে চলে এসে ঝামেলা করতে শুরু করল।
এর মধ্যেই ট্রেন ছেড়ে দিল। সব কিছুর মধ্যে বৃদ্ধ একটুও উত্তেজিত না হয়ে চুপ করে বসে রইল।
ঘন্টাখানেক বাদে সব ঝামেলা থিতিয়ে এল। ট্রেন সিন্ধ ইউনিভারসিটি স্টেশনে দাঁড়ালে আবার একদল বালোচ উঠল ট্রেনে। ট্রেনের বালোচ বিরোধীরা একবারেই চুপ করে গেল।

২২।

কোয়েটা ক্যান্টনমেন্টের চারপাশে পাকিস্তানী সেনা বাহিনী গিজগিজ করছে। ঘটনাস্থল দেখে এসে ইমিতয়াজ হুসেন জরুরি মিটিং ডাকলেন। রফিক চিন্তিত মুখে বসে ছিলেন। ইমতিয়াজ বললেন, "আপনাদের কোয়েটা এজেন্টকে ডেকে পাঠান। এখনই"। রফিক সাহিলকে ফোন করে মিটিঙে আসতে বললেন। সাহিল এসে দাঁড়াতেই ইমতিয়াজ বললেন, "তুমি সাহিল বালোচ?"
সাহিল মাথা নাড়ল, "জি জনাব"।
ইমতিয়াজ বললেন, "কী কাজ কর তুমি এখানে?"
সাহিল বলল, "জনাব আমি কোয়েটা আই এস আইয়ের চার্জে আছি"।
ইমতিয়াজ সিগার ধরালেন, "লাস্ট ছ মাসে তুমি অর্গানাইজেশনের জন্য কী কী উল্লেখযোগ্য কাজ করেছো?"
সাহিল বলল, "জি জনাব এদিকের লোকালয়ে পাকিস্তান বিরোধী যে ক'টা মুভমেন্ট হচ্ছে, সেগুলোর এগেইন্সটে স্টেপ নিয়েছি"।
ইমতিয়াজ রফিকের দিকে একবার তাকিয়ে সাহিলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী ধরণের স্টেপ?"
সাহিল বলল, "যারা এই ধরণের আন্দোলন করছে, তাদের মাথাগুলোকে চিহ্নিত করে তাদের আটক করা হচ্ছে"।
ইমতিয়াজ বললেন, "আটক করা হচ্ছে? ক'জনকে আটক করা হয়েছে?"
সাহিল বলল, "সাত জন"।
ইমতিয়াজ বললেন, "সাতজন? বাহ। ছ'মাসে তুমি সাতজনকে আটক করেছো? এদের মধ্যে বড় মাছ কেউ নেই নিশ্চয়ই"?
সাহিল আমতা আমতা করতে লাগল।
ইমতিয়াজ রফিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কাদির সাহাবের কান্দাহার রুটকেও এই গ্রিন সিগন্যাল দিয়েছিল না?"

সাহিল বলল, "স্যার এই জায়গাগুলো অত্যন্ত দুর্গম। কোন গ্রামের লোক যদি এরকম কোন প্ল্যান করে থাকে..."
ইমতিয়াজ চিৎকার করে উঠলেন, "শাট আপ ইউ ব্লাডি বালোচ। এখানে বসে বসে পাকিস্তানের মানুষের ট্যাক্সের টাকায় খেয়ে তুমি কী করছ? কিচ্ছু করছ না। কালকের ঘটনা নিয়ে তোমার নিশ্চয়ই কিছু বলার নেই?"
সাহিল বলল, "জনাব, আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করি। কিন্তু আপনার কাছে একটাই অনুরোধ, আমার জাত বা আমার সদিচ্ছা নিয়ে কিছু বলবেন না"।
ইমতিয়াজ উঠে দাঁড়িয়ে সাহিলের কাছে এসে বললেন, "নইলে কী করবে তুমি? একবার কেন, বার বার বলব। তুমি কেবল অযোগ্যই না, তুমি সাবোতাজেরও অংশ। তোমাকে এই মুহূর্তে বরখাস্ত করা হল। জাস্ট গেট লস্ট"।
সাহিল মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল।
ইমতিয়াজ হুসেন অত্যন্ত রেগে গেছিলেন। চেয়ারে বসে আধ খাওয়া সিগার অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিয়ে বললেন, "আশে পাশের সব গ্রামে চিরুনি তল্লাশি শুরু করতে বলুন রফিক সাহাব। আমরা ছাড়ব না। যারাই এটা করে থাকুক, যে গুহাতে লুকিয়ে বসে থাকুক, টেনে কুকুরের মত গুলি করে মারা হবে"।
রফিক বললেন, "জনাব এই মুহূর্তে সাহিলের রিপ্লেসমেন্ট আমি কাউকে পাবো না"।
ইমতিয়াজ বললেন, "সেটা আপনার ব্যর্থতা। এতদিন ধরে বালুচিস্তানকে এত ইগনোর করা হচ্ছিলই বা কেন? ব্রিং ইয়োর বেষ্ট অফিসারস ফ্রম ইসলামাবাদ। যা এফোর্ট দিতে হয় দিন। আর্মি আপনাদের সব রকম হেল্প করবে। ব্রিং দোজ বালোচ ডগস এন্ড বিচেস আউট অফ দেওয়ার সেফ হোম এন্ড বার্ন দেম অ্যালাইভ। অনেক হয়েছে। আমি এর শেষ দেখতে চাই"।
ইমতিয়াজ হুসেন রীতিমত ফুঁসছিলেন।
মেজর জেনারেল কাদির রফিককে বললেন, "আপনি এখানে আসাদকে নিয়ে আসতে পারেন। আসাদ একসময় বালুচিস্তানে ছিল। এখন আপনাদের অফিস সামলাচ্ছে। আসাদকে অফিসে বসিয়ে রাখাটা কি ঠিক হচ্ছে?"
রফিক বললেন, "জনাব, আসাদকে অফিসে পানিশমেন্ট পোস্টিং দেওয়া হয়েছিল। ও হাইকম্যান্ডের কথা শোনে না বলে সমস্যা তৈরি হয়ে যায়"।
কাদির বললেন, "এখন আসাদের মত কড়া অফিসারই দরকার। আপনি ওকে এখানে নিয়ে আসুন। কোয়েটা নিয়ে নিশ্চিন্ত হবার জায়গা নেই। এই মুভমেন্ট যদি এখানে এই লেভেলে সফল হয়ে যায়, তাহলে ধীরে ধীরে এরা কোয়েটা থেকে করাচীর পথ ধরবে। গদার পোর্ট হাইওয়েতে বেজিং ওদের সেনাবাহিনীর নজরদারিতে আনার জন্য অত্যন্ত তৎপর হয়ে পড়েছে। চিনকে বিশ্বাস করাতে হবে যে উই আর টেকিং ড্রাস্টিক স্টেপস। ঠিক আছে?"
রফিক বললেন, "জি জনাব। আসাদের সঙ্গে আমি নিজে কথা বলব"।
ইমতিয়াজ বললেন, "কথা বলা বলির কিছু নেই। ওকে এখনই কোয়েটার ফ্লাইট ধরার অর্ডার করুন"।
রফিক বললেন, "জি জনাব। তাই করছি"।
ইমতিয়াজ বললেন, "উই কান্ট অ্যাফোরড দিস টাইপ অফ ইন্টেলিজেন্স ফেইলিওর। সুইসাইড বোম্বিং না আটকানো গেলে পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে যাবে। যারা মরার ভয় পায় না, তাদের থেকে ভয়ংকর কেউ হয় না। বালোচ রেবেলস আর ডেঞ্জারাস। ফাইন্ড দেম এন্ড বারি দেম"।
কাদির বললেন, "তল্লাশি শুরু হয়েছে কাছের গ্রামগুলোতে। তবে আন্দাজ করা হচ্ছে আব্বাসাবাদ থেকেই এই প্ল্যানটা হয়েছে। ওদের আগের প্ল্যানটা ফেইল করায় ওরা রিভেঞ্জ নিতেই হয়ত এ কাজটা করেছে"।
ইমতিয়াজ বললেন, "আব্বাসাবাদের বালোচদের ক্ষোভের কারণ কী?"

রফিক বললেন, “দে আর স্যান্ডুইচড বিটুইন তালিবান এন্ড আওয়ার আর্মি। দে অলসো ওয়ান্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স”।
ইমতিয়াজ বললেন, “ইন্ডিপেন্ডেন্স সবাই চায়। তাদের এমন অবস্থা করা উচিত যাতে দ্বিতীয়বার সেটা করার সাহস না পায়। আব্বাসাবাদে আজ রাতে অতর্কিতে অ্যাটাক করা হোক। যে কজন পাওয়া যায়, তাদের ধরে আর্মি বেসে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক”।
কাদির বললেন, “জি জনাব”।
ইমতিয়াজ বললেন, “আর একটা কথা। এই অ্যাটাকের কথা আগে থেকে কাউকে বলার দরকার নেই। কোন বালোচ যেন আগে থেকে জানতে না পারে আমরা কী করতে যাচ্ছি”।
কাদির মাথা নাড়লেন, “তাই হবে জনাব”।
ইমতিয়াজ চোয়াল শক্ত করলেন, “আই ওয়ান্ট দোজ বাস্টার্ডস ডেড অর অ্যালাইভ। যদি বেঁচেও থাকে, ওদের এমন হাল করতে হবে, যেন দ্বিতীয়বার এই হামলার কথা ভাবতে না পারে”।
কাদিরের ফোনে একটা মেসেজ এল। কাদির মেসেজ দেখে ইমতিয়াজকে বললেন, “জনাব, বেজিং আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে পাচ্ছে না। কী বলব?”
ইমতিয়াজ বিরক্ত গলায় বললেন, “নিন। এবার শুরু হয়ে গেল জবাবদিহির পালা। যেন আমরাই করিয়েছি এই কাজ। ঠিক আছে, ওদের ভিডিও কনফারেন্সিং এর ব্যবস্থা করতে বলুন। আমি কথা বলব”।
ইমতিয়াজ উঠে কনফারেন্স রুমের দিকে রওনা দিলেন। কাদির রফিকের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে তাকিয়ে বললেন, “হি ইজ ভেরি অ্যাংরি টুডে”।
রফিক বললেন, “সব তো বুঝলাম জনাব, কিন্তু আসাদ কিন্তু প্রচণ্ড অ্যাগ্রেসিভ অফিসার। ও এলে বালোচদের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে চলে যাবে। তারপর পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে গেলে আমাদের হাতে আর কিছু থাকবে না”।
কাদির বললেন, “এই মুহূর্তে এখানে ওকেই দরকার। সংঘাত ছাড়া উপায় নেই। এত কিছুর পরেও কোয়েটাতে বালোচদের শান্তি মিছিল বেরিয়ে গেছে। আমরা কী করতে পারলাম? দে আর সেলিব্রেটিং। এই মুহূর্তে ওদের দমন করা দরকার, আর এখানে আসাদই পারবে। আপনি ওকে ডাকুন”।
রফিক ম্লান মুখে বললেন, “ওকে জনাব”।

২৩।
বেনজির ভুট্টো এয়ারপোর্টে কোয়েটাগামী বিমানের সিকিউরিটি চেকিং চলছে। এক যাত্রীকে চেক করতেই আগ্নেয়াস্ত্র ধরা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। যাত্রীটি পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা। গড়পড়তা পাঠানদের থেকে উচ্চতায় সামান্য কম। গায়ের রং ফরসা। ক্লিন শেভড। চোখ দুটি তীক্ষ্ণ। বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই।
এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি চিফ এসে যাত্রীটিকে জিজ্ঞেস করল, “কে তুই? তুই জানিস না এয়ারপোর্টে আর্মস নিয়ে ঢোকা বারণ? ঢুকলি কী করে?”
যাত্রীটি বিনা বাক্য ব্যয়ে বুক পকেট থেকে একটা ছোট কয়েনের মত জিনিস সিকিউরিটি চিফের কাছে দিয়ে বলল, “আমি আর্মস নিয়ে এত ভিতরে ঢুকলাম কী করে সেটা ভাবুন। গেটের সিকিউরিটিগুলো কোন কাজের না”।
সিকিউরিটি চিফ চাকতিটা দেখা মাত্র তড়িঘড়ি স্যালুট ঠুকে বলল, “সরি জনাব। ভুল হয়ে গেছে। আপনার ফ্লাইট তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেড়ে দিত। আমি আটকে দিচ্ছি। আপনি যান। আগে বলবেন তো”।
যাত্রীটি মৃদু হেসে বলল, “ভালো হত। না যেতে পারলে বলতাম আপনারা আটকে দিয়েছেন। আজ বিবির জন্মদিন। ভাল দিনে ডাক পড়েছে বুঝলেন মিয়াঁ? আমার মনে হয় তালাক হয়েই যাবে”।

সিকিউরিটি চিফ ভয়েই অস্থির। যাত্রীটি আই কার্ড বের করে বলল, "দেখে নিন। আসাদ শেখ। কোয়েটা যাব। আর কিছু জানতে চান?"
সিকিউরিটি চিফ বললেন, "না না জনাব। এটা না দেখালেও হত। প্লিজ আপনি রওনা দিন জনাব। আপনার যাত্রা শুভ হোক"।
আসাদ শিস দিতে দিতে হাঁটতে শুরু করল। প্লেনের দরজা বন্ধ হয়ে গেছিল। তার জন্য আবার খোলা হল। যাত্রীরা সবাই তার দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকাল।
আসাদ কাউকে পাত্তা না দিয়ে সিটে বসে পড়ল।
যে কোন জার্নিতেই তার চোখ বুজে আসে। বসা মাত্র চোখ ঘুমে ঢুলে এল। কোয়েটায় নামার আগে বিমান মারাত্মক টার্বুলেন্সের ভেতরে পড়ল। আসাদের চোখ একবারও খুলল না। ল্যান্ড করার পর হাই তুলে হাঁটতে শুরু করল। কোন লাগেজ নেই তার।
এয়ারপোর্টের বাইরে এসে আসাদ ট্যাক্সি নিয়ে বলল, "জিন্না রোড চল"।
ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল, "জিন্না রোডে কোথায় জনাব?"
আসাদ বলল, "ওই রোডের কাছে গিয়েই ছেড়ে দিও। তারপর আমি দেখছি কোথায় যাব"।
ট্যাক্সি চালক অবাক হলেও কিছু বলল না। আসাদ ট্যাক্সির জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে রাস্তা ঘাট দেখতে দেখতে পকেট থেকে ফোন বের করে ফোন করল।
রফিক আহমেদ ফোন ধরে বললেন, "এসে গেছো?"
আসাদ বলল, "এই কিছুক্ষণ আগে। তবে এখনই দেখা হবে না জনাব। কিছু কাজ আছে, শেষ করে রাতে দেখা করব"।
রফিক কয়েক সেকেন্ড থমকে গিয়ে বললেন, "হুসেন সাহাব এখানেই ছিলেন। চলে যাবেন। যাবার আগে একবার দেখা করে নিতে"।
আসাদ বলল, "আমি কথা বলে নেব। এখনই বাজার না করলে রান্না হবে না যে। খাবার বাসী হয়ে গেলেও কি আর খেতে ভাল লাগে, বলুন?"
রফিক ইশারাটা বুঝে বললেন, "তা ঠিক। ঠিক আছে, তুমি তোমার সময় মতই এসো"।
ফোন রেখে আসাদ বলল, "কী হয়েছে মিয়াঁ, ক্যান্টনমেন্টে মাঝরাতে এমন ঘটনা ঘটল গোটা পাকিস্তান ঘাবড়ে গেছে। দেখেছো নাকি কী হয়েছে?"
ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল, "সে আর কী বলব জনাব, আমি ওই এলাকা দিয়ে কাল রাতে ওই ধরুন আধ ঘণ্টা আগে বেরিয়েছি। আল্লাহকে লাখ লাখ শুক্রিয়া যে আমার জানটা কাল বেঁচে গেছে। এ এলাকা দিন দিন খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে, দু দিন পর পর ব্লাস্ট। এত আর্মি থাকে এখানে, কোন লাভ হচ্ছে না। পি এস এলের ক্রিকেট ম্যাচ অবধি ক্যান্সেল করতে হয়েছে এদের জ্বালায়। আমার ভাইপো টিকেট কেটেছিল, সব গেলো। সে টিকিটের রূপী আর ফেরৎও দেবে না বলছে। আমাদের গরীবের পেটের দিকেই সবার নজর বুঝলেন না?"
আসাদ বলল, "তা বটে। এত টেরোরিষ্ট আসছে কোত্থেকে মিয়াঁ?"
ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল, "কে জানে জনাব। সাধারণ মানুষ খুব ভয় পেয়ে গেছে। রঈস লোকদের তো কোন ব্যাপার না, তারা দেশ ছেড়ে বাইরে চলে যাবে। আমাদের মত গরীব মানুষেরা কোথায় যাবে বলুন?"
রাস্তাঘাট দেখে বিন্দুমাত্র মনে হচ্ছে না আগের রাতেই এত বড় ঘটনা ঘটে গেছে। বাজারঘাটে গিজগিজে ভিড়, সব দোকান পাট খোলা। মানুষ যেন অভ্যস্ত হয়ে গেছে এখানে এরকম হয়েই যাবে। একদিন না একদিন সবাই মরবেই, অতো চিন্তা করে কোন লাভ নেই।
জিন্নাহ স্ট্রীট পৌঁছে আসাদ ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে রাস্তা দিয়ে চুপ চাপ হাঁটতে লাগল। শহরের ব্যস্ততম রাস্তা। খানিক পর পর কোন না কোন দোকানে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কোথাও শ্যাম্পুর স্যাশে কিনল, কোন দোকান

থেকে মোবাইল রিচার্জ করল, কোথাও জমায়েত দেখলে দাঁড়িয়ে পড়ে কে কী বলছে শুনতে শুরু করল। কিছুক্ষণ হেঁটে আসাদ সাহিলকে ফোন করল। সাহিল ফোন ধরল না প্রথমে। আসাদ হতাশ না হয়ে আবার ফোন করল।

এবার ফোন ধরে বলল, "বলুন মিয়াঁ, আমাকে কেন ফোন করলেন? আমাকে সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছে। একজন বালোচ হিসেবে খুব বাজেভাবে অপমান করা হয়েছে। আমাকে কি আপনি বিশ্বাস করে ফোন করলেন, না আপনিও আবার আমাকে অপমান করতে চান?"

আসাদ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে ফোন ধরে রইল। সাহিলকে আরো কিছুক্ষণ তার মনের রাগ বের করার সুযোগ দিয়ে বলল, "জিন্না রোডে আছি। এসো। তোমার সঙ্গে আমি অনেকদিন কাজ করেছি। আমার একটুও সন্দেহ নেই তোমার কাবিলিয়ত সম্পর্কে। উপরমহলের কে কী বলল, তাতে আমার কিচ্ছু যায় আসে না। ও সব সাসপেনশন আমি আজকেই রফিক সাবকে বলে তুলিয়ে নেব"।

"আমি কাজ করব না জনাব। আমি কানাডা চলে যাব আমার ভাইয়ের কাছে। দেশকে ভালোবেসে দেখলাম, কিছুই ফেরত পাওয়া যায় না। এত অপমান সহ্য করতে হবে ভাবি নি"।

আসাদ বলল, "তুমি পুরনো আড্ডায় এসো তো। সামনে কথা হবে। দেরী কোর না। খিদে পেয়েছে। খেতে খেতে কথা হবে"।

সাহিল বলল, "আসছি"।

একটা সরু গলির মধ্যে ছোট একটা রেস্তোরায় ঢুকে আসাদ খাবার অর্ডার করল। কিছুক্ষণ পর সাহিল এসে তার সামনে বসে বলল, "বলুন, কী হুকুম। আপনি বলেই আমি এলাম। নইলে কোন দিন আসতাম না"।

আসাদ বলল, "ব্রিফ কর। কী হয়েছিল?"

সাহিল চারদিকে তাকিয়ে বলল, "এখানে?"

আসাদ বলল, "কোন অসুবিধে নেই। বল"।

সাহিল বলল, "এখানে বলাটা সমস্যাজনক হবে। আপনি খেয়ে নিন"।

আসাদ ভ্রূ কুঁচকে বলল, "ঠিক আছে"।

তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল সে। কিছুক্ষণ পর সাহিলের বাইকের পিছনে উঠে শহরের বাইরে এক ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পৌঁছল তারা। আসাদ বলল, "বল এবার"।

সাহিল বলল, "টপ সিক্রেট মিশন ছিল। কাদির সাবের কান্দাহার বর্ডার যাবার কথা ছিল। আমায় বলা হল রাস্তা ঠিক আছে নাকি জানাতে। আমি আমাদের নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে বেশ কয়েকবার খুঁটিয়ে দেখে যেটা জানাবার সেটা জানালাম। পরে দেখা গেল আমার দেওয়া গ্রিন সিগনালে ভুল ছিল। আব্বাসাবাদের বালোচ গ্রুপের দুজন মারা গেছিল। তাদের প্রতিশোধ নিতেই ব্লাস্টটা হয়েছে। এবার এখানে আমার কী করার ছিল? কোন টেররিস্ট এখন যদি ঠিক করে কোয়েটা বাজারে সুইসাইড বোম্বিং করবে, কে আটকাতে পারবে? সুইসাইড বোম্বিং হল আমাদের কাছে সব থেকে টাফ চ্যালেঞ্জ। হুসেন সাহাব আমাকে বলে দিলেন আমি বালোচ বলেই নাকি ইচ্ছা করে এটা করতে দিয়েছি। সব সময় এত অপমান সহ্য করতে হবে কেন বলুন তো জনাব?"

আসাদ সাহিলের কাঁধে হাত রাখল, "ঠিক আছে। আমি বুঝতে পারছি। চিন্তা কোর না। আমি দেখছি। তোমার কাজের মাধ্যমেই এই অপমানের জবাব তুমি দেবে ইনশাল্লাহ"।

সাহিল বলল, "শুক্রিয়া জনাব"।

আসাদ বলল, "রাগ কমাও। ঠাণ্ডা মাথায় কিছু হিসেব করতে হবে। আব্বাসাবাদে আর্মির তল্লাশি বাহিনী গেছে?"

সাহিল বলল, "হ্যাঁ গেছে। কিছু পায় নি। ওরা পালিয়ে যায়"।

আসাদ হাসল, “স্বাভাবিক। ওভাবে কি ধরা যায়? চল এবার রফিক সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসি। তোমার সাসপেনশনটা তোলাতে হবে”।

সাহিল বলল, “আমি যাব?”

আসাদ বলল, “হ্যাঁ। চল”।

২৩।

ভোর পাঁচটায় কোয়েটা স্টেশনে ট্রেন থেকে নামলেন বৃদ্ধ। তার পাশে বসে থাকা এক যুবক তাকে জিজ্ঞেস করল, “কোথায় যাবেন চাচাজি?”

বৃদ্ধ বলল, “আমি চলে যাব। চিন্তা কোর না”।

ছেলেটা তাও তাকে স্টেশনের বাইরে অটোয় তুলে দিল। বৃদ্ধ অটোয় উঠে বলল, “শাহবাজ টাউনে চল”।

অটো শাহবাজ টাউনের দিকে রওনা দিল। ভোরবেলা হাওয়া দিচ্ছে। বৃদ্ধ বিড়বিড় করে বাংলায় বলল, “বাপরে, হাড় মাস সব কালি করে দিলে। কী হাওয়া”!

অটোচালক বলল, “কিছু বললেন চাচা?”

বৃদ্ধ বলল, “না বাবা, তুমি চল”।

ভোরের আলো ফোটে নি। রাত তখনো লেপটে আছে কোয়েটার আকাশে। ক্যান্টনমেন্ট অঞ্চলের কাছে আসতেই অটো আটক হল। পুলিশ অটোর ভেতর উঁকি মেরে বলল, “কোথায় যাবেন”?

বৃদ্ধ বলল, “শাহবাজ টাউন যাবো বাবা”।

পুলিশ ভ্রূ কুঁচকে বলল, “এত ভোরে? মসজিদ থেকে যাচ্ছেন নাকি?”

বৃদ্ধ বলল, “না বেটা। মেয়ের বাড়ি থেকে আসছি। করাচী থেকে”।

পুলিশটা কিছুক্ষণ চিন্তা করে অটোচালককে বলল, “যা”।

চেক পোষ্ট পেরিয়ে হাঁফ ছেড়ে অটো চালক বলল, “বুঝলেন চাচা, এখানে এখান ব্লাস্ট হবার পর সব লোকের বুদ্ধি খুলেছে। তার আগে অবধি কারো দেখা ছিল না”।

বৃদ্ধ বলল, “তা তো হবেই বেটা। কত মানুষের জীবন”।

অটোচালক বলল, “শুধু আমাদের জানের কোন কদর নেই”। বৃদ্ধ বলল, “তা বটে”।

শাহবাজ টাউনের একটা বাড়ির কাছে নেমে গেল বৃদ্ধ। অটো চলে যেতে সে বাড়ির দরজায় তিনবার টোকা মারল।

দরজা খুলে গেল। বৃদ্ধ ঘরের ভিতর ঢুকে স্বাভাবিক গলায় বলল, “দরজা বন্ধ করে দাও জামশেদ। এবার মেক আপটা নামাই। এতক্ষণ এসব পরে থাকা যায় নাকি?”

জামশেদ দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, “তুমি আর জায়গা পেলে না আসার? এখানেই আসতে হল?”

সৈকত বাথরুমে ঢুকে গেল উত্তর না দিয়ে। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে বলল, “তামাশা হবে। আমরা গ্যালারিতে বসে দেখব। মজা লাগবে না?”

জামশেদ বলল, “মজা লাগার কিছু নেই। আমি নিজেই তো ভাবছিলাম কোয়েটা থেকে অন্য কোথাও গিয়ে গা ঢাকা দেব। আসাদ মিয়াঁ চলে এসেছে এখানে”।

সৈকত গ্যাসে চা বসিয়ে দিয়ে বলল, “বেশ করেছে। আসবে না কেন? ওই সাহিলটা কোন কাজের নাকি? খালি গেলার ধান্দায় থাকে। তবে ছেলে ভাল, ব্যাটাকে ভাঙা অতো সোজা না”।

জামশেদ রাগী গলায় বলল, “ও মিয়াঁ, তুমি এখানে আই এস আই এর হয়ে কাজ করছ না। তোমাকে এত সাহিলের তরফদারি না করলেও হবে”।

সৈকত বলল, “কেন? গুণীর কদর তো করতেই হবে মিয়াঁ। এই দেখো না, এই বেওকুফ আই এস আই যেদিন বাজকে ধরতে পারবে, সেদিন আমিই ওদের প্রশংসা করব। নাকের সামনে দিয়ে চলা ফেরা করি, তাও ধরতে পারে না, এদের আর কিছু হবে না”।

জামশেদ বলল, "এত হালকা ভাবে নিও না এদের মিয়াঁ। ধরতে পারলে এরা কোন রকম রেহেম করে না। আগে গলা নামাবে, তারপরে লাশকে পুছতাছ করবে। আর শোন, ওদিকে দিল্লি থেকে আমার সঙ্গে এখন যোগাযোগ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। রোজই জানতে চাইছে এখানে আর্মির হেডরা এত ঘন ঘন আসছে কেন?"
সৈকত বলল, "আমিও তো সেটা জানতেই এখানে এলাম। তোমার অনেকদিন হয়ে গেল এখানে। বল দেখি, আর্মি হেডরা কেন এত ঘন ঘন আসছে?"
জামশেদ বলল, "কেন আবার? বালোচরা এখন খুব বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছে। যে কোন সময় গৃহযুদ্ধ লাগবে। আর্মি লোক বাড়াচ্ছে"।
সৈকত গ্যাস থেকে চা নামিয়ে গাদা গাদা চিনি চায়ে দিয়ে চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে বলল, "তুমি ঘণ্টা জানো"।
জামশেদ রেগে গেল, "ঘণ্টা জানি? তা তুমি কী জানো শুনি?"
সৈকত বলল, "আমিও ঘণ্টা জানি"।
জামশেদ বলল, "এসব ব্যাপারে ইয়ার্কি মেরো না তো মিয়াঁ। এমনিতেই খুব টেনশনে থাকি। এই যে তুমি এলে, একদম ঘরের থেকে বেরোবে না। বাড়িওয়ালা দেখলেই আমাকে অনেক জবাবদিহি করতে হবে। করাচীতে কী কাণ্ড করে এসেছ? ওখানে তোমার আইডেন্টিটি রিভিল হয়ে গেছে। নেহাত ওরা কোয়েটা নিয়ে পাগল হয়ে যাচ্ছে, নইলে তোমার কপালে দুঃখ ছিল"।
সৈকত বলল, "ইন্ডিয়ার মত না হলেও পাকিস্তান অনেক বড় দেশ জামশেদ মিয়াঁ। তোমাকে চিন্তা করতে হবে না, এই পাকিস্তানি বুদ্ধুরা অতো সহজে কিচ্ছু পাবে না। তুমি আসাদের খবর পেলে কোথায়?"
জামশেদ বলল, "আজকেই জিন্না রোডে দেখলাম। তার মানে সাহিলের পাত্তা কেটে গেছে। এখন মাঠে আসাদ নেমে গেছে"।
জামশেদের ফোন বাজল। জামশেদ তাড়াতাড়ি ফোন ধরে কথা বলল। কিছুক্ষণ কথা বলার পর ফোন কেটে বলল, "নাও। অ্যাকশন শুরু হয়ে গেছে। আর্মি আব্বাসাবাদে হামলা করেছিল। বিদ্রোহীদের কাউকে পায় নি। গ্রামের সব বুড়ো, মহিলা আর শিশুদের তুলে নিয়ে এসেছে। শুরু হয়ে গেল"।
সৈকত বলল, "নিউটনের থার্ড ল। এ তো হবারই ছিল। তোমার বাড়িওয়ালাকে আমার ইসলামাবাদওয়ালা আইডেন্টিটি দিয়ে দাও জামশেদ। আমি ঘরে বসে থাকলে হবে না। আজ অনেকগুলো কাজ আছে"।
জামশেদ বলল, "যদি সন্দেহ করে?"
সৈকত বলল, "তাহলে তুমি আমি দুজনেই এখান থেকে কেটে পড়ব। তবে তিনটে দিন আমাকে কোয়েটায় থাকতেই হবে।
জামশেদ বলল, "হয়ে গেল। তার মানে আমার এখানকার বাসও আমাকে তোমার জন্য তুলতে হবে? তুমি ভাই এক কাজ কর, তুমি চিফের পারমিশন নাও আগে। এগুলো নিজে থেকে আমরা করতে পারব না। তুমি আমাকে এখান থেকে সরিয়ে নেবে, তারপর চিফ আমাকে ঝেড়ে লাল করে দেবে, তা হবে না। তোমার কথায় কেন আমি এদিক ওদিক দৌড়ে মরব?"
সৈকত চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, "কারণ ফিল্ডে আমি আছি। দিল্লির কেউ নেই। এখন আমার কথাই তোমাকে শুনতে হবে। কোয়েটায় তোমার পোস্টিং কে করিয়েছিল? আমিই তো! এখন তুমি আমাকে চিফ দেখাতে এসো না"।
জামশেদ কয়েক সেকেন্ড থম মেরে বসে সৈকতকে বলল, "তোমার সঙ্গে তর্ক করাই বৃথা। তুমি একটা বদ্ধ পাগল। কখন কী ঠিক করবে নিজেই জানো না। মাঝখান থেকে আমায় আবার মুজফফরাবাদে পাঠিয়ে দেবে। ওখানের থেকে কোয়েটা অনেক ভাল জায়গা। এখানে তাও মাঝে মাঝে ব্লাস্ট হয়। ওখানে থাকা মানে তো

মাইনসুইপার খেলা। কখনও আর্মির নেক নজরে পড়ার ভয় থাকে, কখনো লস্কর আবার কখনো হিজবুলের"।
সৈকত বলল, "কাজ না ভাল লাগলে কেটে পড়। তোমার আসামে বাড়ি না? ওখানে গিয়ে তাম্বুল বিক্রি কর"।
জামশেদ বলল, "তবু মিয়াঁ, এই ব্যাপারটার জন্য একবার চিফের পারমিশন নিয়ে নাও"।
সৈকত ভেবে নিয়ে বলল, "বেশ। ফোন কর। কথা বলে নি"।
জামশেদ স্যাটেলাইট ফোন থেকে চিফকে ফোন করল। চিফ ঘুম জড়ানো গলায় ফোন ধরে বললেন, "বল জামশেদ"। সৈকত ফোনটা জামশেদের থেকে নিয়ে কানে ধরে বলল, "স্যার আমি কোয়েটায় এসেছি। প্রয়োজন পড়লে জামশেদকে এখান থেকে সরিয়ে নিতে হতে পারে। আপনাকে জানিয়ে রাখলাম"।
চিফ হতভম্ব গলায় বললেন, "মানে? তুমি এসব করতে যাচ্ছ কেন? তুমি যে বললে আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকবে? কোয়েটায় আর কে আছে আমাদের?"
সৈকত বলল, "কেউ নেই স্যার। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি এক্সপোজ হলে জামশেদও হবে। এখানে চিরুনি তল্লাশি শুরু হয়েছে। দরকার পড়লে আমি ওকে নিয়েই বেরোব"।
চিফ বললেন, "তাতে লাভ কী হবে? কোন বড় অপারেশন তো এই মুহূর্তে হচ্ছে না। মাঝখান থেকে কোয়েটার ইনফরমেশন আসা বন্ধ হয়ে যাবে"।
সৈকত বলল, "স্যার, আমি শুধু সম্ভাবনাটুকু আপনাকে বললাম। হয়ত এসবের কিছুই হল না। আপাতত আমার মনে হল এটা হতে পারে। জামশেদকে বললাম, ও বলল আপনার থেকে পারমিশন নিয়ে নিতে। তাই আপনাকে জানিয়ে রাখলাম"।
চিফ একটু চিন্তা করে বললেন, "ঠিক আছে। তুমি কখন পৌছলে?"
সৈকত বলল, "একটু আগে। আব্বাসাবাদ গ্রামের মেয়ে, বৃদ্ধ আর বাচ্চাদের তুলে নিয়ে এসেছে পাক আর্মি। ওদের সন্দেহ আব্বাসাবাদের যোদ্ধারাই ব্লাস্টটা করিয়েছে। এই নিউজটা জামসেদের ইনফরমার দিয়েছে। এবার এটাও মিডিয়ায় এক্সপোজ করলে মন্দ হয় না"।
চিফ বললেন, "সেটা আমি দেখছি। তুমি আমাকে বল তোমার এখন প্ল্যান কী?"
সৈকত বলল, "আমি নিজেই জানি না স্যার। আপাতত চারপাশ দেখে যাচ্ছি। পরে প্ল্যান ঠিক করা যাবে"।
চিফ বললেন, "যাই করবে আমাকে জানিয়ে করবে। আর হ্যাঁ"... চিফ একটু থমকে গিয়ে বললেন, "টেক কেয়ার"।
সৈকত বলল, "স্যার, এই যে বললেন, কী যে ভাল লাগল। আমি প্রেম করলে আমার প্রেমিকাও এভাবে কথা বলত না"।
চিফ হেসে ফেললেন, "বাকোয়াশ বন্ধ কর সৈকত। আর জামশেদের খেয়াল রেখো। তোমার খামখেয়ালিপনায় ছেলেটার যেন কোন ক্ষতি না হয়"।
সৈকত জামশেদের দিকে তাকিয়ে বলল, "হবে না স্যার। ভাল থাকুন"।
ফোন কেটে দিয়ে সৈকত চা শেষ করে বলল, "ঘুমোতে যাচ্ছি মিয়াঁ। তুমি দোকানে কখন যাবে?"
জামশেদ বলল, "আজ ডুব মারব নাকি ভাবছি। তোমাকে দেখার পর থেকে এমনিতেই টেনশনে পড়ে গেলাম"।
সৈকত বলল, "টেনশনের কিছু নেই। ঘরের চাবি দিয়ে যাও। আমি ম্যানেজ করে নেব"।
জামশেদ বলল, "তুমি কখন বেরোবে?"
সৈকত হাই তুলল, "বেরোব না। আজ সারাদিনটা ঘুমিয়েই কাটাব। তুমি ফেরো, তারপর দেখছি। ঘরে খাবার দাবার আছে কিছু?"
জামশেদ হাঁফ ছাড়ল, "ও তুমি বেরোবে না? তাহলে ঠিক আছে। খাবার যা আছে তোমার হয়ে যাবে"।

সৈকত বলল, "বাইরে থেকে তালা দিয়ে কেটে পড়বে। আর একটা ফোন দিয়ে যাও। লোকাল নাম্বার। স্যাটেলাইটটাও থাকুক। আমি ঘুমোলাম"।
জামশেদ বলল, "ঠিক আছে"।
২৪।
সকাল এগারোটা।
ইসলামাবাদ প্রাইম মিনিস্টার সেক্রেটারিয়েট। বশির আলী নিজের চেম্বারে প্রবেশ করা মাত্র তার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এসে বলল, "জনাব, ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস সোসাইটি থেকে একের পর একটার পর এক ফোন এসে যাচ্ছে"।
বশির আলী ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "কেন?"
"জানি না, জনাব। আপনাকেই জানাবেন বলেছেন। এই যে জনাব, আবার ফোন বাজছে"।
বশির আলী বললেন, "ঠিক আছে। আমি ধরছি"।
প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি বলল, "আমি কি অপেক্ষা করব, না চলে যাব জনাব"?
বশির আলী বললেন, "আপনি যান। কোন প্রয়োজন হলে আমি আপনাকে ডেকে নেব"।
প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বশির আলী ফোনটা না ধরে চুপ করে তার চেয়ারে বসলেন। পার্লামেন্ট শুরু হয়ে গেলে একরকম, নইলে অফিসে এসে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছে করে।
ফোনটা থেমে গিয়ে আবার বাজতে শুরু করল।
বশির আলী এবার ধরলেন, "হ্যালো"।
"মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার বলছেন?"
"হ্যাঁ। বলুন"।
"আমি জুলিয়ানা বলছি। ভাল আছেন?"
হিউম্যান রাইটস! বশির আলী বিরক্ত হলেও সেটা প্রকাশ না করে বললেন, "হ্যাঁ ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন?"
"ভাল আছি। আপনাকে একটা বিশেষ দরকার ফোন করেছি। এখন কি আপনি ব্যস্ত আছেন?"
"আপনি বলুন। আমি শুনছি"।
"বালোচ লিবারেশন বাহিনীর কিছু সদস্যকে না পেয়ে পাকিস্তান সেনা বাহিনী আব্বাসাবাদ থেকে তাদের বৃদ্ধ বাবা মা এবং স্ত্রী সন্তানদের আটক করেছে কোয়েটায়। এই ব্যাপারে আপনি কোন স্টেপ নেবেন?"
বশির আলী উত্তর না দিয়ে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইলেন।
"হ্যালো। হ্যালো মিস্টার পি এম। আপনি কি শুনছেন?"
"হ্যাঁ বলুন"।
"বলছি, আমি কী বলেছি, আপনি কি শুনতে পেয়েছেন?"
"হ্যাঁ আপনার কথা আমি শুনেছি। কিন্তু কোয়েটায় কী ঘটেছে, সেটা সম্পর্কে আমি এখনও কিছু জানি না। আমি দেখছি কী করা যায়"।
"দেখুন জনাব, আপনি খুব ভাল করে জানেন বালোচ বাহিনীর বর্তমান ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট মিস্টার মারি এখন ব্রিটেনে আছেন। উনি নিজে আমাদের ব্যাপারটা জানিয়েছেন। এতক্ষণে হয়ত আমেরিকান প্রেসিডেন্টের কাছেও খবর চলে গেছে। আপনাকে আমরা অনুরোধ করছি, আপনি ইমিডিয়েট স্টেপ নিয়ে ব্যাপারটাকে সামাল দিন, নইলে পাকিস্তানের খুব বড় ফেস লস হয়ে যাবে"। বশির আলীর ইচ্ছে করছিল চিৎকার করে উঠে বলেন আর ফেস লস হবার বাকি কী আছে, কিন্তু কিছু না বলে বললেন, "আমি দেখছি"।

ফোনটা কেটে তিনি ইমতিয়াজ হুসেনকে ফোন করলেন। তার ফোন পাওয়া মাত্র ইমতিয়াজ ফোন ধরে বললেন, "জি জনাব। বলুন"।
বশির বললেন, "আব্বাসাবাদে কী হয়েছে?
ইমতিয়াজ থমকে গিয়ে বললেন, "কী হয়েছে জনাব?"
বশির বললেন, "আমাকে সেক্রেটারিয়েটে এসে ফরেন থেকে আসা ফোনে জানতে হচ্ছে আর্মি কাল আব্বাসাবাদ থেকে জেনানাদের আটক করেছে?"
ইমতিয়াজ বললেন, "জি জনাব, আমিও পরেই জানতে পারলাম। এখানে তো আমার কিছু বলারও নেই জনাব, কোয়েটার জওয়ানেরা খুব রেগে আছে, ওদের কিছু বললে ওরা আমার কথা শুনবেও না। এভাবে ক্যান্টনমেন্টে আক্রমণ ওরা মেনেই নিতে পারছে না। যতক্ষণ না আব্বাসাবাদের দোষীরা সারেন্ডার না করছে, মনে হয় না ততক্ষণ আমাদের আর্মি কাউকে ছাড়ার কথা ভাববে"।
বশির আলী বললেন, "হিউম্যান রাইটস কমিশন থেকে ফোন এসেছিল। আমেরিকান প্রেসিডেন্টও এই ব্যাপারে আমাকে ফোন করতে পারে। এখন আমি কার কথা শুনব আপনি বলুন"।
ইমতিয়াজ বললেন, "দেখুন জনাব, আমরা যদি এখন কোয়েটার জওয়ানদের বলি ওদের ছেড়ে দিতে, তাহলে একটা রিভোল্ট হতে পারে ওদের মধ্যে। ইট উইল বি হিউজ রিস্ক"।
বশির বললেন, "আপনি কি কিছুই করতে পারবেন না? এই ব্যাপারটা অত সোজা হবে না। এর অ্যাডভার্স এফেক্ট পড়তে পারে। বালোচদের মাথা বসে আছে ব্রিটেনে। তাদের কাছে সব খবর চলে গেছে। এখন আমরা যদি এ ব্যাপারে কোন কিছু না করি তাহলে পলিটিকালি সমস্যার সম্মুখীন হব। সব থেকে বড় কথা আমরা আমেরিকাকে কী জবাব দেব?"
ইমতিয়াজ বললেন, "জনাব, আমাদের কেনই বা আমেরিকাকে এত জবাব দিতে হবে? এই বালোচ লিবারেশনকেও সি আই এ ফান্ড করে। এগুলো সব ওপেন সিক্রেট। আমেরিকা কী বলবে ভেবে আমরা বসে থাকব? আব্বাসাবাদ থেকে যদি সরাসরি আপনি বিদ্রোহীদের গ্রেফতার করতে চান, কোন দিন সফল হবেন না। এটাই একমাত্র উপায়। ওদের বিবি, বাচ্চা, বাবা, মাকে আটক করা হলে ওরা ঠিকই আত্মসমর্পণ করবে। একমাত্র এভাবেই আমরা এই বিদ্রোহ দমন করতে পারব। নইলে খুব বড় ফেইলিওর হয়ে যাবে"।
বশির বললেন, "আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি ওদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন। যদি ব্যাপারটা গোপনীয়তার সঙ্গে হত, তাহলে আমি কিছু বলতাম না। কিন্তু এই মুহূর্তে ব্যাপারটা গোটা পৃথিবী জেনে গেছে। আপনি অন্য কোন প্ল্যান ভাবুন"।
ইমতিয়াজ বললেন, "ঠিক আছে। আমি তাহলে ওদের অফিসিয়ালি ছেড়ে দিতে বলছি। আজ বিকেলে ওদের মুক্তির ব্যবস্থা করছি। গ্রামের দিকে যাওয়া কোন বাসে ওদের তুলে দেওয়া হবে। তারপর আমাদের বাহিনী ওদের আবার গোপনে আটক করে গোপন কোন জায়গায় নিয়ে যাবে। এটা করলে আশা করি আমেরিকা আর কোন খবর পাবে না?"
বশির কয়েক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে বললেন, "আপনি ওদের ছেড়ে দিন। ওদের কিছু হলে বালোচ যোদ্ধারা আরো রেগে যাবে। শুধু যোদ্ধা কেন, গোটা দেশে ছড়িয়ে থাকা অনেক বালোচই রেগে যাবে। যে গৃহযুদ্ধ লাগবে, সেটা সামলানো যাবে না। ইন্টারন্যাশনাল প্রেশারকে এড়িয়ে যাওয়া এক্ষেত্রে একেবারেই অসম্ভব"।
ইমরিয়াজ বিস্মিত হয়ে বললেন, "আপনি ওদের ছেড়ে দিতে বলছেন"?
বশির বললেন, "আপনাকে আমি অনুরোধ করছি। বাকিটা আপনার উপর"।
ইমতিয়াজ বললেন, "ঠিক আছে। আমি কোয়েটায় যোগাযোগ করে দেখি কিছু করা সম্ভব নাকি। যদি না পারি, গুস্তাখি মাফ করবেন জনাব"।
ফোন কেটে এল। বশির বুঝলেন ইমতিয়াজ বেশ রেগে গেছেন।
শ্বাস ছাড়লেন তিনি। এমন দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, যে দেশের সেনাবাহিনীই প্রধানমন্ত্রীর কথা শোনে না।

২৫ ।

“এরা কান্দাহারের রাস্তা দিয়ে পালাতে পারে, কিংবা আরেকটা ব্যাপার হতে পারে, এদের কোন আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বার বা গুহা আছে। যেখানে এরা লুকিয়ে থাকে। যখনই আর্মি ওদের ধরতে যাচ্ছে, ওরা লুকিয়ে পড়ছে”।

আসাদ ম্যাপের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলল।

তার কোয়েটা বাজার সংলগ্ন এলাকায় আছে। সাহিলের অফিসে। দেওয়ালে বালোচিস্তানের ম্যাপ টাঙিয়েছে আসাদ। বার বার সেটাকেই দেখে যাচ্ছে আসার পর থেকে। রফিক আহমেদকে বলে সাহিলের সাসপেনশন উইথড্র করানো গেছে। অফিস খুললেও সাহিলের মনে বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। আসাদ তবু বার বার সাহিলের সঙ্গে কথা বলে তাকে উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। ইমতিয়াজ হুসেনের অপমান যে সাহিল ভুলতে পারে নি, সেটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল।

আসাদের কথার উত্তরে সাহিল বলল, “এই এলাকায় আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বার কোত্থেকে পাওয়া যাবে জনাব?”

আসাদ বলল, “আমরা আমাদের দেশকে এখনও কি ভাল করে চিনি? আব্বাসাবাদ পাহাড়ের মধ্যে যথেষ্ট দুর্গম পথ। এই রুটে কীভাবে চেকিং হচ্ছে?”

সাহিল বলল, “হঠাৎ করে আর্মির তল্লাশি চলছে। যখনই যাচ্ছে, তখনই খবর পেয়ে যাচ্ছে”।

আসাদ বলল, “ঠিক আছে, মানলাম তোমার কথা। তাহলে আমাকে বল, তুমি যে খবর জানলে না, সেটা রুমান কী করে জানল?”

সাহিল বলল, “সেটা একবারেই নসীবের ব্যাপার ছিল। আব্বাসাবাদের এক লোক কোয়েটা বাজারে কাজ করতে আসত। আর্মির বাড়াবাড়ি নিয়ে বাজারে কথা হচ্ছিল, লোকটা বড়াই করে বলে ফেলেছিল। ব্যস, আর যায় কোথায়? লস্করের লোক খবর দিয়ে দিল। আমার বদ নসীব হল আমার লোকেরা লোকটাকে লোকেট করতে পারে নি”।

আসাদ মৃদু হেসে বলল, “কিংবা মিয়াঁ, তোমার লোকেরা রুমানের লোকের থেকে কম এফিসিয়েন্ট”!

সাহিল দুঃখিত মুখে বলল, “কী জনাব, আপনিও আমার টাং খিচাই শুরু করে দিলেন”।

আসাদ ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, “না সাহিল। সবাই তোমার মতই দেশ প্রেমিক হবে, এ আশা করাটাই তোমার অন্যায় হয়েছে। আমার মনে হয় তোমার লোকদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার। তবে অন্যভাবে। উই নিড টু রান এ লয়াল্টি টেস্ট”।

সাহিল বলল, “দেখুন জনাব, আজাদির আশা সব বালোচের মধ্যেই আছে। আপনি এভাবে কি কিছু করতে পারবেন? সবাই শিক্ষিত হয় না। বুঝতেও চায় না যে একটা সিস্টেমের মধ্যে থাকার দরকার আছে। এই মুভমেন্টের নেতাগুলো এত ফান্ড নিয়ে নয় ছয় করে, এরা ক্ষমতায় এলেই বা কী হবে? কোন লাভ হবে না। অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে লয়্যাল্টি টেস্ট করে জোর করে তাদের জেলে ঢুকিয়ে তাদের আরো বেশি করে শত্রু বানিয়ে দেবেন না”।

আসাদ সাহিলের কাঁধে হাত রেখে বলল, “তাহলে তুমি আমাকে পরামর্শ দাও, আব্বাসাবাদের বিদ্রোহীদের কীভাবে ধরব”?

সাহিল উত্তর দিল না।

আসাদ বলল, “দেখো সাহিল, বুঝতে চেষ্টা কর। এই আর্মি কারো কথা শুনবে না। এর মধ্যেই ওই মেয়ে বাচ্চাদের উপরে অত্যাচার করতে শুরু করে দিয়েছে। আমি...”

সাহিল বলল, “আমাকে কেন এসব বলছেন? আপনার কি মনে হচ্ছে আমি ওদের কথা ভাবছি? আই স্টিল লাভ মাই কান্ট্রি”।

আসাদ ভ্রু কুঁচকে বলল, “তাহলে?”

সাহিল বলল, “কিছুক্ষণ আগে একটা খবর পেয়েছি। খবরটা সত্যি হলে...”
আসাদ বলল, “সুখবর না দুঃসংবাদ”।
সাহিল আসাদের দিকে তাকিয়ে বলল, “আমার এক সোর্স বলছে আফতাব বালোচ সেক্টর থার্টি এইটের মসজিদে লুকিয়ে আছে”।
আসাদ বলল, “কতটা কনফার্ম? এত দেরী করে বলছো কেন?”
সাহিল রেগে গেল, “আমার বলাটাই তো ঠিক হয় নি জনাব? কেন বললাম সেটাই ভাবছি। পাকিস্তান আর্মির চিফ এসে আমাকে বলে গেলেন আমি ব্লাডি বালোচ, আমার দেশকে ভালোবাসি না। যা নয় তাই বলে গালি গালাজ করলেন। এর পরেও আমি কেন বলতে যাব?”
আসাদ ড্রয়ার থেকে তার রিভলভার নিয়ে কোমরে গুঁজে বলল, “চল”।
সাহিল অবাক হয়ে বলল, “একা যাবেন?”
আসাদ বলল, “কাউকে নিয়ে গেলেই খবর হয়ে যাবে। চল। তোমার বাইকে যাব। তুমি যেতে না চাইলে আমি একাই যাব”।
সাহিল বলল, “যদি সত্যিই আফতাবকে মারতে পারেন?”
আসাদ বলল, “তোমাকে দেশের সর্বোচ্চ সামরিক সম্মান দেওয়ার সুপারিশ করব। কথা দিলাম”।
সাহিল বলল, “চাই না জনাব। আমার শুধু সম্মান চাই। উপরমহল বিশ্বাস করুক, আমিও একজন সাচ্চা পাকিস্তানী। চলুন”।
সাহিল অফিস থেকে বেরিয়ে বাইক স্টার্ট দিল। দুজনেই হেলমেট পরে নিল। বাজারের ভিড় এড়িয়ে সাহিল সরু গলির রাস্তা ধরল। কিছুক্ষণ পরেই তারা সেক্টর থার্টি এইটের কাছে পৌঁছে গেল। সাহিল বাইক দাঁড় করিয়ে বলল, “এই মসজিদেই আছে”।
আসাদ বলল, “চল। বাইক স্ট্যান্ড কর”।
সাহিল বলল, “ব্যাক আপ বলে রাখবেন না জনাব?”
আসাদ বলল, “না। ভেতরে ওদের লোক থাকে। আফতাব ঠিক খবর পেয়ে যাবে। লেটস গো”।
পাঁচ ছ’টা বাচ্চা ক্রিকেট খেলছে। এ অঞ্চলে রাস্তা পিচের নয়। ড্রেনের থেকে পচা গন্ধ উঠছে। মসজিদের ভিতর ঢুকে পড়ল দুজনে। মসজিদ ফাঁকা। ইমাম সাহেব ছাড়া কোথাও কেউ নেই।
তাদের ঢুকতে দেখে ইমাম সাহেব বলল, “মাগরেবের নমাজের দেরী আছে...”
আসাদ মসজিদের চারদিকে দেখতে শুরু করল। সাহিল ইমাম সাহেবের সামনে বসে বলল, “জনাব এখানে কি কেউ এসেছে? আমি জানি আপনি মিথ্যে কথা বলবেন না”।
ইমাম সাহেব সাহিলের দিকে তাকিয়ে বলল, “আল্লাহর দরবারে সবাই আসতে পারে। আমি জানি না আপনি কার কথা বলছেন”।
আসাদ কাউকে না দেখতে পেরে বসে পড়ল। সাহিল তার ফোন বের করে একটা ছবি বের করে ইমাম সাহেবকে দেখিয়ে বলল, “এ কোথায় জনাব?”
ইমাম সাহেব কিছু বলার আগেই রাস্তার বাচ্চাগুলো অদ্ভুতভাবে চিৎকার করে উঠল। আসাদ সেটা শোনা মাত্র কোন দিকে না তাকিয়ে মসজিদের বাইরে দৌড়ে গেল। বাইরে এসে দেখল এক যুবক মসজিদের পাশের গলি দিয়ে দৌড়তে শুরু করেছে। আসাদকে বাইরে বেরোতে দেখে সাহিলও বেরিয়ে গেছিল। দুজনে পালিয়ে যাওয়া যুবকটির পিছু নিল।
এ অঞ্চল কোয়েটার বস্তি অঞ্চল। ছোট ছোট বাড়ি। এ বাড়ির সঙ্গে লেগে আছে আরেক বাড়ি। ছোট ছোট গলি। রাস্তা সমতল নয়। উঁচু নিচু। যুবকটি প্রাণপণে দৌড়তে দৌড়তে প্রায় এক কিলোমিটার গিয়ে হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়ে তাদের দিকে তাকিয়ে হাসল। আসাদ ছুটে এসে ছেলেটার কলার ধরে বলল, “কে তুই?”

ছেলেটা বলল, “এই তো জনাব, সামনে স্পোর্টস আছে। দৌড় প্র্যাকটিস করছিলাম”।
আসাদ ছেলেটার পেটে জোরে এক লাথি কষাল। ছেলেটা কাশতে কাশতে মাটিতে বসে পড়ে আবার হাসতে শুরু করল।
সাহিল খানিকটা পিছনে ছিল। আসাদের কাছে এসে বলল, “কী হল জনাব?”
আসাদ শ্বাস নিয়ে বলল, “আমরা ট্র্যাপড হয়ে গেলাম। আফতাব ওখানেই ছিল। ইনফরমেশন ঠিক ছিল”।
সাহিল ছেলেটাকে মাটিতে ফেলে মারতে শুরু করল। আফতাব কয়েক সেকেন্ড ছেলেটার দিকে তাকিয়ে হেসে পকেট থেকে রিভলভার বের করে ছেলেটার কপালে ধরল। ছেলেটা এতক্ষণ হাসছিল। এবার যুগপৎ বিস্মিত এবং ভীত হয়ে আসাদের পা জড়িয়ে ধরল, “জনাব, আমি কিছু জানি না। আমাকে ছেড়ে দিন”।
আসাদ কিচ্ছু না ভেবে ছেলেটার কপাল তাক করে গুলি চালাল। আশে পাশে যারা ছিল তারা গুলির শব্দে পালাতে শুরু করল।
আসাদ হাঁটু গেড়ে বসে ছেলেটার লাশের দিকে তাকিয়ে বলল, “খুব হাসি পাচ্ছিল তোর তাই না? আরো হাস। হাস”।
সাহিল কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে ভাবতেই পারছিল না আসাদ এভাবে গুলি চালিয়ে দিতে পারে। ছেলেটাকে গুলি করার কোন দরকার ছিল না। তুলে নিয়ে গিয়ে জেরা করলেই হত। আসাদ সেটা না করে সরাসরি গুলি চালিয়ে দিল। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না সাহিল।

২৬।

মুজফফরাবাদ রওনা হতে হবে। পাকিস্তানী আর্মি ক্যাম্প ভিজিট করার ব্যাপার আছে। ইমতিয়াজ তৈরি হচ্ছিলেন।
মেজর জেনারেল কাদিরের ফোন এল। ইমতিয়াজ ধরলেন, “বলুন কাদির সাহাব। আপনি কি রওনা দিয়ে দিয়েছেন?”
কাদির বললেন, “না জনাব। আমি আধঘণ্টা পরে রওনা দেব। আপনাকে একটা খবর দেওয়ার জন্য ফোন করলাম”।
ইমতিয়াজ বললেন, “কী খবর?”
কাদির বললেন, “আসাদ শেখ এর মধ্যেই একজনকে এনকাউন্টারে উড়িয়ে দিয়েছে। আফতাবের লিড পাওয়া গেছে কোয়েটায়। ওকে খুঁজতে গিয়ে একটা ছেলে ওকে মিসলিড করেছিল। পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি করে দিয়েছে”।
ইমতিয়াজ হাসলেন, “বাহ। আজকের বেস্ট খবর শোনালেন আপনি। তার মানে আমাদের এজেন্ট অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে। দ্যাটস গুড”।
কাদির বললেন, “জি জনাব। কিন্তু এর ফলে ওই সেক্টরে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ওরা প্রথমে মসজিদের ভিতর ঢুকেছিল। খবর ছিল আফতাব ওখানে আছে”।
ইমতিয়াজ বললেন, “সে খবরটা কে দিয়েছিল?”
কাদির বললেন, “সাহিল”।
ইমতিয়াজ বললেন, “যাক। তার মানে আমার গালাগালি কাজে দিয়েছে। গায়ে গিয়ে লেগেছে। সাহিলও তার মানে এখন ঠিক করে কাজ করবে”।
কাদির বললেন, “কিন্তু কোয়েটা জানতে চাইছে সেক্টর থার্টি এইটের বিক্ষোভের কী করব আমরা?”
ইমতিয়াজ বললেন, “কী আবার করবেন? সেনা মোতায়েন করে দিতে বলুন। যেখানে বিক্ষোভ হবে লাঠি মেরে ঠ্যাং খোঁড়া করে দিন। আফতাবের মত দেশদ্রোহীকে আশ্রয় দিয়েছে, এত বড় পাপ করে ছাড় পাবে কেন? ব্যবস্থা নিন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব”।

কাদির বললেন, “কিন্তু এর ফলে বালোচদের প্রতি সিমপ্যাথি বাড়তে পারে”।
ইমতিয়াজ বললেন, “আর কত বাড়বে? সব কিছুর একটা সীমা থাকে। এখানেও আছে। তবে দ্য গুড থিং ইজ আফতাব ইজ ইন কোয়েটা। আর আসাদ ওখানেই আছে। দেখা মাত্র গুলি করার অর্ডার জারি করুন। আফতাবের উপর কোন রকম হামদরদি দেখানো যাবে না। আমাদের সেনার উপর যারা অ্যাটাক করে, তাদের উপর কোন দয়া নেই”।
কাদির বললেন, “কিন্তু জনাব আফতাব ওখানে আছে, এটা আমাদের চিন্তাও বাড়াল”।
ইমতিয়াজ বললেন, “কী রকম?”
কাদির বললেন, “রুমান আলীর কান্দাহার থেকে ফেরার সময় হয়েছে। আমরা চাইছিলাম ব্যাপারটা যত গোপনে করা যায় তত ভাল। এখন রুমান আলীর আগমন আর আফতাবের ওখানে যাওয়াটা ক্ল্যাশ করে গেলে নিউজ বেরিয়ে যাবে। এবারেও তো রুমানের আমার কনভয়েই ফেরার কথা”।
ইমতিয়াজ একটু ভেবে বললেন, “এটা চিন্তার ব্যাপার সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কোয়েটার নিরাপত্তা আরো বাড়িয়ে দিতে হবে। যে গর্তেই আফতাব লুকিয়ে থাকুক, ওকে বের করে মারতে হবে এবং সেটা রুমানের ফেরার আগেই। আমি আসাদের সঙ্গে কথা বলছি”।
কাদির বললেন, “জি জনাব”।
ফোন রেখে ইমতিয়াজ আসাদকে ফোন করলেন। আসাদ ধরে বলল, “জি জনাব”।
ইমতিয়াজ বললেন, “তোমার অপারেশন শুরু হয়ে গেছে জেনে ভাল লাগল”।
আসাদ বলল, “আমার ভাল লাগে নি জনাব। বরং নিজের উপর রাগ হচ্ছে। আমি নিশ্চিত আফতাব ওই মসজিদেই ছিল। দারুণ লিড দিয়েছিল সাহিল। মিস করে গেলাম। ফিলিং টেরিবলি ব্যাড”।
ইমতিয়াজ বললেন, “দেখো আসাদ, তুমি যাওয়ার আগে আমাদের কাছে কোয়েটা একবারেই লস্ট কেস ছিল। তুমি এখন কাউন্টার অ্যাটাক শুরু করেছো। ওদের কাছে মাঠটা এখন আর ফাঁকা থাকবে না। এটা আমার কাছে স্বস্তির। আমি তোমাকে একটা অ্যাডভাইস দিচ্ছি। কোয়েটা রেজিমেন্টের দশ জন নন বালোচ সেনাকে নিয়ে একটা টাস্ক ফোর্স বানিয়ে নাও। তারপর তাদের নিয়ে তুমি আফতাবকে খুঁজতে শুরু কর। আই থিংক দ্যাট উইল হেল্প ইউ”।
আসাদ বলল, “না জনাব। আমি ওভাবে কাজ করব না। আমার সঙ্গে শুধু সাহিল থাকলেই হবে”।
ইমতিয়াজ ভ্রূ কুঁচকে বললেন, “আর ইউ শিওর?”
আসাদ বলল, “ইয়েস স্যার। আমি শিওর। এই মুহূর্তে আমি কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না। কোয়েটা একটা বড় ট্র্যাপ হয়ে গেছে। কে বিক্রি হয়ে গেছে, কে হয় নি, এখন সেটা খুঁজতে গেলে আরো বড় সমস্যায় পড়তে হবে। তার আগে আমি ওই আফতাবকে খুঁজে মারব”।
ইমতিয়াজ বললেন, “আমি তোমাকে ভরসা করি। তুমি যখন বলছ, তাহলে ঠিক আছে। বাট আই ওয়ান্ট রেজাল্ট আসাদ”।
আসাদ বলল, “আফতাবকে না মেরে আমি কোয়েটা থেকে ফিরব না ইনশাল্লাহ”।
ইমতিয়াজ হাসলেন, “দ্যাটস মাই বয়”।

২৭।

কোয়েটা পেরিয়ে পাহাড়ি রুক্ষ্ম রাস্তায় একটা ভাঙা গাড়ি চলতে চলতে অনেকখানি পথ পেরিয়ে একটা ভাঙা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল।
ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে সৈকত চারদিকে তাকিয়ে বলল, “নেমে এসো আফতাব”।
আফতাব নামল গাড়ি থেকে। শ্বাস ছেড়ে বলল, “আসাদ শেখ ইজ হিয়ার”।
সৈকত বলল, “হ্যাঁ। সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তোমার প্ল্যানটা কী, সেটা বল তো!”

আফতাব বলল, "তালিবরা লস্করের সঙ্গে কোল্যাব করে যাচ্ছে আই এস আই এর সহায়তায়। আমি শুধু আই এস আইকে এক্সপোজ করতে চাই"।
সৈকত অবাক হয়ে বলল, "এর মানে কী? তালিবান আর লস্কর অবশ্যই পাকিস্তানের বন্ধু। সেখানে তুমি কী করবে?"
আফতাব বলল, "আমার কাছে খবর আছে পাকিস্তানের মেজর জেনারেল কাদিরের সাহায্যে লস্করের রুমান আলী কান্দাহার বর্ডার পেরিয়েছে"।
সৈকত চমকে আফতাবের দিকে তাকিয়ে বলল, "সেকি"!
আফতাব বলল, "এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, সঠিক প্রমাণ পেলে ব্যাপারটা আমাদের দুজনের কাছে কতটা লাভজনক হতে পারে"?
সৈকত বলল, "বর্ডার পেরিয়েছে এই খবরটা কী করে পেলে?"
আফতাব হেসে বলল, "ওরা যতই টপ সিক্রেট মিশন চালাক, যে ঘটনা ঘটবে, তার খবর আমার কাছে আসবে না, তা কি হয়?"
সৈকত ডান হাত দিয়ে নিজের বা হাতে ঘুষি মেরে বলল, "এটা বিরাট খবর। এর কোন রকম প্রমাণ পেলেই আমাদের আর কিচ্ছু চাই না"।
আফতাব বলল, "কিন্তু এখন আমার হাত পা বাঁধা। আমি কী করব? আমার আব্বাসাবাদের সঙ্গীদের মা, বাবা, বিবি, বাচ্চাদের সব তুলে নিয়ে গেছে পাকিস্তান আর্মি। আমি ওদের বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলেই ওরা ওদের গায়ে হাত দেবে। হে আল্লা!"
আফতাব হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ল। তার দুচোখ জলে ভর্তি হয়ে এল। বলল, "আমাদের এত কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, অথচ পরম করুণাময় আল্লাহ আমাদের দিকে দৃষ্টিপাতই করেন না। এ কেমন পক্ষপাতিত্ব? মাঝে মাঝে মনে হয় সব কিছুই যেন ওদের জন্যই। আল্লাহ আমাদের না। ওই পাকিস্তানীদের জন্যই এই দুনিয়া তৈরি করেছেন। আমরা এসেছি শুধু মার খেতে। মার খেতে খেতে আমরা এক কোণে পড়ে থাকব, আর এরা আমাদের উপর এভাবেই রাজত্ব করে যাবে। কোন দেশের মানুষ তার দেশের মেয়ে আর বাচ্চাদের উপর এরকম অকথ্য অত্যাচার করতে পারে?"
সৈকত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "হিউম্যান রাইটসে জানিয়ে কিছু হল না?"
আফতাব বলল, "কোন লাভ হল না। কিছু হবে বলেও মনে হয় না। এখন আমি যা করব, তার সব এফেক্ট পড়বে এদের উপর। আমার কোয়েটায় থেকে কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না আর"।
আফতাব হতাশায় মাথা নাড়ল।
সৈকত কিছুক্ষণ চিন্তিত ভঙ্গিতে পায়চারি করে বলল, "রুমান আলী মুজফফরাবাদের ছেলে। আর যতদূর ওকে আমি চিনি, ও বেশিদিন নিজের কমফোর্ট জোনের বাইরে থাকবে না। হয় ও এতদিনে মুজফফরাবাদে ফিরে গেছে, নয়ত রুমান এই রুটেই ফিরবে। আর যদি এই রুটে ফেরে তবে সেটাই আমাদের শেষ সুযোগ হবে। তবে ওকে এই রুটেই ফিরতে হবে। ও কি ফিরবে?"
আফতাব বলল, "আমি কীভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছি তা তুমি খুব ভাল করে জানো। এরপরে এত কষ্টের পর যদি আমরা ব্যর্থ হই তাহলে আর কোন লাভ হবে না"।
সৈকত বলল, "আমি নেগেটিভ চিন্তা করার মানুষ না। তুমিও নও। এই কাজটা আমরা একসঙ্গে করব। জানি না ওয়ান লাস্ট টাইম নাকি, তবে এটা আমাদের একসঙ্গে করত্বেই হবে"।
যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখে আফতাব বলল, "কী করতে হবে? প্ল্যান কী?"
সৈকত বলল, "কান্দাহারে খবর নাও লিবারেশনের মেইন অফিসে। রুমান কোথায় আছে, কী করছে, কবে ফিরবে বা আদৌ ফিরেছে নাকি। সে ক'টা দিন আমাদের চুপ করে অপেক্ষা করতে হবে। আই এস আই

যেন ভাবে তুমি কোয়েটা ছেড়ে পালিয়েছ। ওদের সে বিশ্বাস করে দিতে হবে। বাকিটা ভাগ্যের হাতে ছাড়তে হবে"।
আফতাব বলল, "আর ওদের হাতে বন্দী আমাদের পরিবারের মানুষজন?"
সৈকত বলল, "গোটা পৃথিবীতে এই ছবিগুলো সারকুলেট করতে হবে। আমি দেখছি কী করে ওদের উপর হওয়া অত্যাচারের ছবি তোলা যায়। আমি কোয়েটার জেলে ঢোকার প্ল্যান করছি"।
আফতাব অবাক হল, "ওটা তো আর্মি জেল! কী করে ঢুকবে?"
সৈকত বলল, "ও আমি ঢুকে যাবো। এই ছবিগুলো আমাদের কাজে দেবে। আমি দেখছি কী করা যায়।
আফতাব কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে চোয়াল শক্ত করে বলল, "দেখো। যা প্রয়োজন হবে বলবে। আমি নিজে দেখব"।
সৈকত বলল, "বলব। তুমি শুধু ধরা পড়বে না, তাহলেই হবে"।
আফতাব হাসল, "ভয় নেই। আই এস আই যত বড় অফিসারই পাঠাক, আমাকে কোয়েটা থেকে ধরার ক্ষমতা নেই ওদের। তুমি চিন্তা কোর না"।
২৮।
বরফ পড়ছে কাশ্মীর উপত্যকায়। জওয়ানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে এসে আর্মি ক্যাম্পে ফেরত এসেছেন ইমতিয়াজ হুসেন। সঙ্গে মেজর জানারেল কাদির।
হুসেন বললেন, "আওয়ার কান্ট্রি ইজ গ্রেট। একদিকে বালোচিস্তান, আরেকদিকে কাশ্মীর। অসাধারণ কন্ট্রাস্ট"।
কাওয়া চা দিয়ে গেল সেনা ক্যান্টিন থেকে। চায়ে চুমুক দিয়ে ইমতিয়াজ বললেন, "পলিটিকাল প্রেশার না থাকলে ইন্ডিয়ার থেকে শ্রীনগর নেওয়া সময়ের অপেক্ষা। চীন আমাদের সঙ্গে আছে। এটার অ্যাডভান্টেজ নিতে পারলাম না"।
কাদির চিন্তিত মুখে বসে ছিলেন। ইমতিয়াজ বললেন, "কী হল আপনার মেজর? কোন প্রব্লেম?"
কাদির বললেন, "রুমান আলী জানিয়েছে ও যেভাবে গেছিল, সেভাবেই ফিরবে। তার মানে আবার একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে। ব্যাপারটা খুব রিস্কি হয়ে যাচ্ছে জনাব"।
ইমতিয়াজ মাথা নাড়লেন, "কিন্তু কিছু করার নেই। এটা আমাদের করতেই হবে"।
কাদির বললেন, "জি জনাব। মৌলানার সঙ্গে মিটিং কখন?"
ইমতিয়াজ ঘড়ি দেখে বললেন, "এখনই। চা শেষ করে বেরোব। কাওয়া ইজ গুড ফর দিস ওয়েদার'।
কাদির বললেন, "আসাদের উপর আপনি খুব ভরসা করছেন জনাব"।
ইমতিয়াজ বললেন, "আমি ওর কাজ দেখে ইম্প্রেসড হয়েছি। আসাদ আমাদের ফিউচার। আই এস আইতে আসাদের মত অফিসার দরকার। আমাদের ডিকশনারি থেকে "রেহেম" (ক্ষমা) শব্দটা যত তাড়াতাড়ি মুছে দেওয়া যাবে, দেশের পক্ষে ততটাই লাভ"।
কাদির মাথা নাড়লেন, "জি জনাব"।
ইমতিয়াজ উঠলেন, "চলুন। মৌলানা অপেক্ষা করছে"।
কাদির বিস্মিত হলেন, "আমি যাব?"
ইমতিয়াজ বললেন, "যাবেন না মানে? আপনার সঙ্গে তো মৌলানা আরো বিশেষভাবে দেখা করতে চাইছেন। এত ঝুঁকি নিয়ে আপনি এত বড় কাজ করে দিয়েছেন"।
কাদির শুকনো মুখে বললেন, "চলুন"।
দুজনে বেরোলেন। মুজফফরাবাদ পেরিয়ে পাহাড়ি রাস্তায় বেশ খানিকটা যাওয়ার পর কনভয়ের বাকি গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে গেল। শুধু তাদের গাড়িটা চলতে থাকল। কিছুক্ষণ পরে লস্করের ক্যাম্পে পৌঁছলেন তারা।

মৌলানা বরকতউল্লাহ তাদের জন্যই অপেক্ষা করছিল।
সৌজন্য বিনিময়ের পর তারা বসল। মৌলানা বলল, "ক্যাম্পের দিকে আপনার নজর নেই হুসেন সাহাব"।
ইমতিয়াজ বললেন, "কেন হুজুর?"
মৌলানা বলল, "রাস্তা খারাপ হয়ে গেছে। ঠিক করাবেন কবে?"
ইমতিয়াজ বললেন, "এই রাস্তা ঠিক করলে বা ক্যাম্পের অস্তিত্বের ব্যাপারে হাইলাইট হলে ইন্ডিয়ানরা বুঝে যাবে জনাব"।
মৌলানা বলল, "তাতে কী হয়েছে? আপনি ইন্ডিয়ানদের ভয় পান বুঝি? ভয় পেয়ে ঘরে বসে থাকবে এর পরে পাকিস্তান আর্মির চিফ?"
ইমতিয়াজ বললেন, "বিষয়টা তা নয় জনাব। ইন্ডিয়া গোটা পৃথিবীতে আমাদের বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইন করছে যে আমরা টেরোরিস্ট পুষছি"...
মৌলানা চিৎকার করে উঠল, "আমরা টেরোরিস্ট নই। আমরা জিহাদি। এই দুনিয়াটাকে কাফিরদের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। ইন্ডিয়া কী বুঝবে? ওরা তো এখন মুসলমানদের কোণঠাসা করে দিতে ব্যস্ত। আমরা কতদিন আর এভাবে ভয়ে ভয়ে থাকব? এভাবে বেশিদিন চলবে না। কাশ্মীরিদের রক্ষা করতে হবে আমাদের। আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন। আপনাদের কিছু করতে হবে না। যা করার আমরাই করব। আমার ক্যাম্পের প্রতিটা ছেলে জিহাদের জন্য প্রস্তুত। এই সপ্তাহেই দশজন এল ও সি ক্রস করবে ইনশাল্লাহ। তো জেনারেল সাহাব"।
মৌলানা কাদিরের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি কবে আমার বেটাকে ফেরত আনবেন?"
কাদির অবাক হয়ে ইমতিয়াজের দিকে তাকালেন। ইমতিয়াজ বললেন, "জেনারেল সাহাব জানেন না যে জনাব। আপনি যে দিন বলবেন, উনি সেদিনই কোয়েটায় রওনা দেবেন"।
মৌলানা বলল, "আমেরিকা আর বেশিদিন আফগানিস্তানে থাকবে না। আফগানিস্তানে খুব শিগিগির আবার শরিয়তি শাসন আসতে চলেছে ইন্সহাল্লাহ"।
ইমতিয়াজ বিস্মিত হয়ে বললেন, "এই খবরটা তো জানতাম না জনাব"।
মৌলানা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, "অনেক খবরই আছে যেগুলো আপনারা জানবেন না। আপনাদের জানার দরকার নেই। তবে পাকিস্তান আমাদের পাশে থাকলে আমরাও পাকিস্তানের পাশে থাকব। রুমান কান্দাহার থেকে আমাদের জন্য অনেক সামান নিয়ে আসবে জনাব। এই ক্যাম্প পর্যন্ত তার সেফ প্যাসেজের ব্যবস্থা আপনাদের করতে হবে। ইন্ডিয়াতে ধমাকা করতে চাইলে আমাদের বারুদের জোগানের ব্যবস্থা তো আপনাদেরই করতে হবে তাই না?"
ইমতিয়াজ বললেন, "ক'টা ট্রাক আসবে?"
মৌলানা বলল, "এগারোটা"।
ইমতিয়াজ কাদিরের দিকে তাকালেন।
কাদির বললেন, "কোয়েটা হয়ে এগারোটা ট্রাক নিয়ে আসা খুব ঝুঁকির কাজ হবে জনাব"।
মৌলানা বলল, "আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত। আপনাদের জন্য আমাদের ছেলেরা এত বড় ঝুঁকি নিচ্ছে, আর আপনারা এটুকু আমাদের জন্য করতে পারবেন না। এই অস্ত্রের সাপ্লাই তো আপনাদেরই করার কথা ছিল। আমাদের ছেলেকে ঝুঁকি নিয়ে আফগানিস্তান হয়ে এই সাপ্লাই নিয়ে আসতে হচ্ছে। তারপর আপনারা বলছেন সেফ প্যাসেজ দিতে পারবেন না। কোন মুখে বলছেন এ কথা?"
ইমতিয়াজ মৌলানাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন, "ঠিক আছে জনাব। আমি দেখছি এই বিষয়টা। আপনি চিন্তা করবেন না। এমনিতেই বালোচিস্তান নিয়ে আমাদের একটু প্রেশার যাচ্ছে। ওদের বিদ্রোহে ক্ষতি হচ্ছে দেশের ইমেজের"।

মৌলানা বলল, “লাভ ক্ষতির হিসেব না করে গুলি করে মেরে দিন। যারা কাফেরদের সাহায্য নিয়ে চলে, তাদের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই”।
ইমতিয়াজ বলল, “কতজনকে মারব জনাব?”
মৌলানা বলল, “এমন একটা দিন আসবে, যেদিন আমেরিকা, ইন্ডিয়ার মত দেশে আমাদের পায়ের তলায় থাকবে। আমাদের কাছেই ওদের মাথা নোয়াতে হবে। সেদিন বেশি দূরে নেই। আমাদের যোদ্ধারা তৈরি হচ্ছে। কালকেই কাবুলে দুজন আমেরিকান কুকুরকে গুলি করে মারা হয়েছে। আপনারা কীসের ভয় পান? কাকে এত ভয় পাচ্ছেন? শুনেছি বশির আলী একবারেই দুর্বল। এরকম দুর্বল মানুষ কী করে পাকিস্তানের মানুষের নেতা হয়?”
ইমতিয়াজ বললেন, “আমাদের সমস্যা হল আমরা যদি বেশি দমন নীতি চালাতে যাই, তখন আমেরিকা সুযোগ পেয়ে যাবে। আফগানিস্তানের মত যদি ওরা পাকিস্তানেও একই ভাবে ঢুকে যায়, তাহলে আমাদের কাজটা কঠিন হয়ে যাবে”।
মৌলানা বলল, “ঢুকবে না। পাকিস্তানে কি তেল পাওয়া যায়? যদি পাওয়া না যায়, আমেরিকা পাকিস্তান আর আসবে না। আফগানিস্তানেও ওদের লুটবার মত কিচ্ছু নেই। ওরা আফগানিস্তানেও আর বেশিদিন থাকবে না। আমি বললাম তো সেটা। যাই হোক, আপনারা এখন যেতে পারেন। আমার নামাজের সময় হয়েছে। রুমানের সেফ প্যাসেজের যেন কোন অসুবিধা না হয় তার দায়িত্ব আপনাদের”।
ইমতিয়াজ গাড়িতে উঠে বললেন, “এই শীতেও ঘেমে গেলাম কাদির সাব”।
কাদির বললেন, “এদের ছাড়া আমরা চলতেও পারব না জনাব। নইলে...”
ইমতিয়াজ বললেন, “ইয়েস। উই নিড দেম। উই নিড দেম। রুমান আলীর ব্যাপারটা আমি দেখছি কাদির সাহাব। আপনাকে একা এত প্রেশার নিতে হবে না। বালুচিস্তানের কয়েকটা পকেট শুধু। তারপর বাকি রাস্তায় তো কোন অসুবিধা হবার কথা না”।
কাদির বললেন, “হু ইজ ফান্ডিং দেম জনাব? এত আর্মস! এটা অনেক বড় ব্যাপার”।
ইমতিয়াজ বললেন, “কিছু কিছু কথা আপনি না জেনেই ভাল থাকবেন কাদির সাহাব। কী দরকার সব কিছু জেনে? তবে মৌলানা যদি ঠিক হয়, তাহলে আমাদের উপর থেকে বড় একটা বোঝা সরে যাবে। আমেরিকান সেনা আমাদের এত কাছে থাকা যথেষ্ট চিন্তার”।
কাদির বললেন, “কথাটা বেসলেস। আমেরিকা আফগানিস্তান থেকে এত তাড়াতাড়ি সরবে না”।
ইমতিয়াজ বললেন, “সরতেই পারে। আমি শুনছিলাম ওদের বাজেটের অনেক বড় একটা অংশ খরচ হয় আফগানিস্তানের জন্য। এত বছর ধরে এখনও কেন খরচ করতে যাবে? ইভেন লাদেন ইজ ডেড নাও”।
কাদির বললেন, “আর সেটা আমাদের জন্য একটা লজ্জার এপিসোড”।
ইমতিয়াজ বললেন, “লজ্জার কিছু নেই। আমেরিকা কি জানে না লস্করের ক্যাম্পগুলো কোথায়? কোথায় কী করে যাচ্ছে এই অর্গানাইজেশনগুলো? স্যাটেলাইট স্পাইং এর সব থেকে বড় নেটওয়ার্ক ওদের। যতক্ষণ না ওদের গায়ে হাত পড়ছে, ওরা কিচ্ছু করবে না। আল কায়দা টুইন টাওয়ারে অ্যাটাক না করলে এত ঝামেলা হত না। সব যেমন চলছিল, তেমন ভাবেই চলত। ইন্ডিয়ার থেকে আমরা কাশ্মীর ঠিক একদিন ছিনিয়ে নিতাম আর এই আমেরিকানগুলোই আমাদের হেল্প করত। লাদেন সব বিগড়ে দিল। আরো বিগড়ে দিল অ্যাবোটাবাদ”।
হতাশায় মাথা নাড়লেন ইমতিয়াজ।
কাদির বললেন, “আমার কি তাহলে এখন কোয়েটা যাওয়াই ঠিক হবে জনাব?”
ইমতিয়াজ বললেন, “আমরা দুজনেই যাব। আমি আপনাকে বললাম তো। ইসলামাবাদে ফিরে কোয়েটার প্রস্তুতি নিয়ে রওনা দেব”।
কাদির বললেন, “আর পি এম সাব কিছু বললে?”

ইমতিয়াজ হাত দিয়ে মশা তাড়ানোর ভঙ্গি করে বললেন, "ছাড়ুন তো আপনার পি এম সাব। হুজুর ঠিকই বলেছে। এত ভয়ে ভয়ে থাকলে হয় না। ওকে বলার দরকারও নেই"।
কাদির চুপ করে গেলেন। কয়েকদিন ধরে শোনা যাচ্ছে ইমতিয়াজ হুসেন সেনা অভ্যুত্থানের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করছেন। যদিও তার সঙ্গে এ ব্যাপারে কখনোই খোলাখুলি কিছু বলেন নি। হয়ত এখনও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না। সেনা অভ্যুত্থান যদি লক্ষ্য হয়, তাহলে বুঝতে হবে ইমতিয়াজ রুমানের মাধ্যমেই তার ঘুটি সাজানো শুরু করে দিয়েছেন।
যতবার মৌলানার কাছে আসেন কেমন গা ঘিন ঘিন করে। এখনও পারেন না হুসেন সাহেবের মত এদের সঙ্গে কথা বলতে। এদের কাছে আসলে যেন সেনাবাহিনীর সব শিক্ষা বিসর্জন দিয়ে আসতে হয়। অদ্ভুত ভাবে সেই তাকেই যেতে হচ্ছে রুমান আলীকে সেফ প্যাসেজ দিয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে। চোয়াল শক্ত হল তার। সামনের দিনগুলো আরো কঠিন হতে চলেছে।

২৯।

রাত এগারোটার পর জামশেদ বাইরের দরজায় কড়া নাড়া শুনে দরজা খুলে দেখল সৈকত দাঁড়িয়ে আছে। সে চারদিক দেখে বলল, "তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়। সাহস দেখাচ্ছ কিছু তুমি"।
সৈকত ঘরের ভিতর ঢুকে বসে বলল, "তুমি কি খুব ভয় পাচ্ছ?"
জামসেদ বলল, "চিফ চারবার ফোন করেছেন আজকে। প্রত্যেকবার বলেছেন তোমাকে জানাতে নিজের জন্য আলাদা থাকার জায়গা খুঁজতে। আমার ভরসায় থাকতে বারণ করেছে। উনি চাইছেন আমি যেন এক্সপোজ না হই"।
সৈকত ক্লান্ত গলায় বলল, "ঠিক আছে। চিফকে জানিয়ে দাও আমি এখনই বেরিয়ে যাচ্ছি"।
জামশেদ অবাক গলায় বলল, "এত রাতে কোথায় যাবে?"
সৈকত বলল, "দেখে নিচ্ছি"।
জামশেদ বলল, "আরে না মিয়াঁ, নাইট কারফিউ শুরু হয়ে গেছে, এখন রাস্তায় বেরোলেই তোমায় আর্মি গুলি করে মেরে দেবে। কাউকে রেয়াৎ করছে না ওরা। কোয়েটা না সিরিয়া বুঝতে পারছি না। তুমি এত রাতে কী করে বেরোবে? ভোরে যেও"।
সৈকত বলল, "চিফ যখন অর্ডার করেছেন, ভেবে চিন্তেই করেছেন। আমার এখানে থাকাটা ঠিক হবে না"।
জামশেদ বলল, "শোন শোন, তুমি রাগের বশে কোন ডিসিশন নিও না। আমি শুধু তোমাকে চিফ কী বলেছেন সেটা জানিয়েছি, আমি বলি নি তুমি এখনই বেরিয়ে যাও"।
সৈকত জামশেদের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, "চিফ ঠিকই বুঝেছেন। আমি যে কাজে জড়িয়েছি, সেখানে তোমাকে যুক্ত করা ঠিক না। তা ছাড়া আমি স্বাধীনভাবে কাজ করি। আমার কাজের পদ্ধতির জন্য তোমার কোন রকম ক্ষতি হওয়া ঠিক না। আমাকে মিনিট দশেক সময় দাও"।
জামশেদকে আর কোন কথা বলতে না দিয়ে সৈকত তার ব্যাগ নিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ল। জামশেদ স্যাটেলাইট ফোন চিফকে ফোন করল। চিফ ধরলেন, "বল। ও ফিরেছে?"
জামশেদ বলল, "স্যার, আমি ওকে বললাম আপনি বলেছেন ওকে আলাদা আস্তানায় থাকতে, ও তো এত রাতেই বেরিয়ে যাচ্ছে!"
চিফ ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "ঠিক আছে। ও যদি ডিসিশন নিয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু না বলাই ভাল"।
জামশেদ বলল, "কিন্তু স্যার, এখানে রাতে বেরনোয় অনেক রিস্ক আছে। আর্মি ভীষণ ক্ষেপে আছে। কোন রকম সুযোগ পেলেই গুলি করে দেবে"।
চিফ বললেন, "লেট হিম হ্যান্ডেল ইট। তোমার কিছু বলার দরকার নেই"।

ফোন কেটে গেল। জামশেদ বলল, "আমারই ভুল। কেন ওকে বলতে গেলাম। এখন এত রাতে কোথায় যাবে"?

কিছুক্ষণ পর সৈকত এক পাঠানের ছদ্মবেশে বাথরুম থেকে বেরোল।

জামশেদ শূন্য চোখে তাকিয়ে বলল, "আমার ভুল হয়ে গেছে মিয়াঁ। এভাবে রাত্রি বেলা তোমাকে বেরোতে বলাটা ঠিক হয় নি। কাল সকালে বললেই হত"।

সৈকত জামশেদের কাঁধে হাত দিয়ে বলল, "পরে দেখা হবে সময় হলে"।

জামশেদ বলল, "কোথায় যাবে?"

সৈকত বলল, "দেখা যাক"।

বেরিয়ে গেল সৈকত। কাঁধে একটা ব্যাগ নিয়ে। জামশেদ দরজা বন্ধ করে দিল। মরমে মরে যাচ্ছে সে।

রাস্তায় একটাও লোক নেই। শহরে শ্মশানের শূন্যতা। চৌরাস্তার মোড়ে পৌঁছে সৈকত পুলিশের গাড়ির শব্দ শুনে একটা দোকানের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। গাড়িটা চলে যেতে আরো কিছুটা রাস্তা পেরিয়ে সে একটা বাড়ির প্রাচীরের ভিতর ঢুকে পড়ল। নিঝুম নিঃশব্দ বাড়ি। বাড়ির ভেতরে কেউ নেই বুঝলেও সে কোন ঝুঁকি না নিয়ে পাইপ বেয়ে বাড়ির ছাদে পৌঁছে ছাদের দরজা খোলার চেষ্টা করে বুঝল দরজা ভেতর থেকে বন্ধ আছে। সে ব্যাগ থেকে চাদর বের করে প্রবল শীতের মধ্যে গুটিশুটি মেরে বসে ঘুমিয়ে পড়ল। চোখ লেগে এসেছিল সারাদিনের ক্লান্তিতে। ভোরের দিকে ঘুম ভাঙল।

আবার একই পাইপ বেয়ে নেমে হাঁটতে হাঁটতে কোয়েটা বাজারের বিখ্যাত সাজ্জাদ টি স্টোরে গিয়ে বসল। ফজরের আজান শেষে মসজিদ থেকে এসে অনেকেই চায়ের দোকানে ভিড় করেছে। তার পাশে বসে এক বৃদ্ধ বলল, "আল্লাহ বাঁচাবেন, আর উনিই মারবেন। কী হবে মিয়াঁ আমাদের? আল্লাহ কি কোনভাবে আমাদের সুস্থভাবে বাঁচতে দেবেন না? মানুষের চোখের সামনে একটা তরতাজা ছেলেকে গুলি করে খুন করে দিল। ছি ছি। এই দিন দেখব এই দেশে থেকে ভাবতেই পারি নি। শেষ জীবনে আমাকে এটাও দেখতে হল"।

সৈকত বৃদ্ধের কথায় উত্তর না দিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিল। বৃদ্ধ বিড় বিড় করে তার হতাশা জাহির করে যাচ্ছেন। সৈকত বুড়োর সব কথা শুনলেও কিছু বলল না। চা শেষ করে আবার হাঁটতে শুরু করল। বাস স্ট্যান্ডে যেতে হবে। সারাদিন অনেক কাজ পড়ে আছে...

৩০।

চিফ তার চেম্বারে কাজ করছিলেন। রাণা নক করলেন। চিফ ইশারায় রাণাকে চেম্বারে প্রবেশ করতে বললেন। রাণা চেম্বারে প্রবেশ করলে ইশারায় বসতে বললেন।

রাণা বসামাত্র উশখুশ করছিলেন। চিফ কম্পিউটারের মনিটরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি কিছু বলতে চাও। যা বলার আছে, বলে ফেলো"।

রাণা বললেন, "কোয়েটা থেকে জামশেদ ফোন করেছিল"।

চিফ বললেন, "কান্নাকাটি করছে?"

রাণা বললেন, "সেরকমই। অপরাধবোধে ভুগছে। মাঝরাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে নাকি"।

চিফ বললেন, "কান্নাকাটি করলে করতে দাও। ভাল তো। যে বেরিয়েছে, সে ঠিকই বুঝেছে কেন তাকে বেরিয়ে যেতে বলা হয়েছে"।

রাণা বললেন, "কিন্তু সে কী করে রাত কাটালো, কিছুই তো জানি না স্যার"।

চিফ মনিটরের দিক থেকে চোখ সরিয়ে রাণার দিকে তাকিয়ে বললেন, "লেভেল সেভেন কম্যান্ডো ট্রেনিং আছে ছেলেটার। ওকে নিয়ে কোন রকম চিন্তা করার প্রয়োজন নেই"।

রাণা বললেন, “স্যার, বাজের ফাইল আমি কি অ্যাক্সেস করতে পারব? আমি তো সেভাবে কিছুই জানি না ওর সম্পর্কে?”
চিফ বললেন, “জেনে যাবে। আপাতত অ্যাক্সেস দেওয়া সম্ভব না। এটুকু জেনে রেখো, ছেলেটাকে আমি একটা কারণেই বেশি তোয়াজে রাখি না। ওর একটাই উইকনেস। রিপোর্টিং করবে না অর্ধেক ইভেন্টের। মাঝে মাঝে ও ভুলে যাবে ও ওদেশে কী করতে গেছে। যেখানেই পাঠাবে, সে দেশের মানুষের সঙ্গে মিশে যাবে”।
রাণা বললেন, “সেটা তো খুব ভাল ব্যাপার স্যার। মানে রিপোর্ট করে না সেটা ঠিক না, তবে ও যদি পাকিস্তানের লোকের মধ্যে মিশে যায়, সেটা তো একজন স্পাইয়ের সব থেকে বড় কোয়ালিটি হিসেবে ধরা যায়”।
চিফ বললেন, “কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেটা ঠিক হয় না। তুমি একটা বিশেষ মিশনে ওদেশে গেছো। সব কিছুর পরে কূটনীতি ভুললে কী করে চলবে? সার্ভে করলে দেখা যাবে পাকিস্তানের কোন অঞ্চলের নব্বই শতাংশ মানুষ চাইবে না আমাদের কোন শহরের ক্ষতি হোক। কিন্তু ওই দশ পারসেন্টের জন্য দু দেশের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে। স্পাই হিসেবে তোমার কাজ দশ পারসেন্টটাকে খুঁজে বের করা। নব্বই শতাংশের সঙ্গে মিশে বিরিয়ানি খেয়ে ঘুমনো না। ছেলেটা ছ’মাস করাচী পোর্টে কাজ করে গেল নিজে ইচ্ছেতে। একবারও কোন রকম অনুমতি নিল না। এ জিনিসগুলোই আমার রাগের কারণ”।
রাণা বললেন, “হতে পারে ওর এমন কোন অ্যানালিসিস আছে যেখানে করাচী পোর্টে ওর কাজ করাকে পরে জাস্টিফাই করবে। হতে পারে আফতাব বালোচও ওই সময়টা করাচী পোর্টেই ছিল”।
চিফ নড়ে চড়ে বসে বললেন, “এটা তুমি কীভাবে বলছ?”
রাণা তার হাতের ট্যাবলেটটা চিফের হাতে দিয়ে বললেন, “স্যার করাচী পুলিশের একটা মেল আইডি আমরা হ্যাক করেছিলাম। পোর্ট এরিয়ার। খুব একটা কঠিন কাজ ছিল না। সেখান থেকে জানা গেছে আফতাব বালোচ তিন মাস করাচী পোর্টেই ছিল”।
চিফ বললেন, “দেখি”।
রাণা ট্যাবলেটটা চিফের দিকে এগিয়ে দিলেন।
চিফ কয়েক মিনিট ধরে মেইলটা দেখে বললেন, “হুম। তার মানে ও এই কারণেই করাচী পোর্টে এদ্দিন বসে ছিল। নিশ্চয়ই আফতাবের সঙ্গে মিলে কোন ঘোঁট পাকিয়েছে। আর এই কারণেই আমার ওর উপর রাগ হয়। পোর্টে ছিল জানাবে, কী করেছে বলবে না। তাহলে ওকে আমরা কেন ওখানে রেখে দেব?”
উত্তেজনায় চিফ উঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করে বললেন, “আশা করব আই এস আইয়ের হাতে ধরা পড়বে না। উফ, কী করেছে কে জানে!”
রাণা হাসতে হাসতে বললেন, “স্যার আমি বাজের ফ্যান হয়ে গেছি। আশা করব অদূর ভবিষ্যতে ওর সঙ্গে দেখা হবে”।
চিফ বললেন, “জামশেদকে বলে দাও কোয়েটার আস্তানা পাল্টাতে। আর ভবিষ্যতে বাজের সঙ্গে কোন কন্ট্যাক্ট না রাখতে। কী ফুল ফুটিয়ে এসেছে কে জানে। জামশেদ ইজ নট বাজ। ধরা পড়লে সব উগড়ে দেবে”।
রাণা বললেন, “ওকে স্যার”।
চিফ চিন্তিত মুখে বসলেন কম্পিউটারের সামনে। রাণা বেরিয়ে যেতে চিফ কাবুলে ফোন করলেন।
ও প্রান্ত রিং হতেই ফোন ধরল, “হ্যাঁ স্যার। এমব্যাসিতেই আছি। বলুন কী হুকুম”।
“হ্যাঁ বড়াল? একটা হেল্প করতে পারবে?”

আসাদ সিগারেট ফুঁকছিল টেবিলের উপর পা তুলে। সাহিল তার চেম্বারে এসে বলল, “দুটো ছেলেকে ধরে আনা গেছে। এরাই আফতাবকে লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিল। কী করব। সেনা ছাউনিতে পাঠিয়ে দেব?”

আসাদ বলল, “নিয়ে এসো”।

সাহিল বাইরে গেল। কিছুক্ষণ পর পুলিশ দুজন এসে দুজন যুবককে নিয়ে এল। দুজনের হাত পা বাঁধা। মুখে কালো কাপড় দিয়ে মুখোশের মত করে পরানো। আসাদ সাহিলকে বলল, “পুলিশকে চলে যেতে বল”।

সাহিল বলল, “অপেক্ষা করবে না চলে যাবে?”

আসাদ বলল, “চলে যেতে বল”।

সাহিল বলে দিল।

পুলিশ চলে গেলে আসাদ বলল, “দরজা বন্ধ কর। এদের মুখের কালো কাপড় সরিয়ে দাও”।

সাহিল তাই করল।

আসাদ ছেলেদুটোকে দেখে বলল, “কী নাম তোদের?”

ছেলেদুটো উত্তর দিল না।

আসাদ বলল, “কী ব্যাপার সাহিল। এরা কি বোবা নাকি?”

সাহিল বলল, “না না”।

আসাদ ঝুঁকে এসে একটা ছেলের গালে সিগারেটের ছ্যাকা দিল। ছেলেটা এবার চিৎকার করে উঠল। সিগারেটের গোটাটাই ছেলেটার কপালে ডেবে দিল সে। ছেলেটা কেঁদে ফেলল।

আসাদ বলল, “সেদিনের ছেলেটাও এদের বয়সীই ছিল। এরাই আফতাবকে লুকিয়ে রাখছে। মানে এই বয়সীদের মধ্যে আফতাবের বেশ ক্রেজ আছে, বোঝা যাচ্ছে। বুঝলে সাহিল, এই বয়সটাই খারাপ। অ্যাডভেঞ্চারের দিকে ঝোঁক থাকে সবার। ঠিক সময়ে ঠিক পথে না নিয়ে এলে এদের বয়সী ছেলেগুলো সব বিপথগামী হয়ে যায়। আমার রিভলভারটা দাও তো। এই দুটোকে মেরে দিলে বাকিগুলো পথে চলে আসবে”।

ছেলেদুটো এবার তারস্বরে চিৎকার করতে শুরু করল। সাহিল দাঁড়িয়ে রইল।

আসাদ আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বলল, “সাহিল, যা বলেছি কর। দেরী কোর না। আজ একটা সিনেমা দেখতে যাবো। আমার হাতে সময় কম আছে”।

সাহিল বলল, “জনাব, এদের মারলে আরো ঝামেলা বাড়বে। এখানকার লোকাল লোকজনের বিদ্রোহ যেটুকু ধামাচাপা দেওয়া আছে, সেটা আর থাকবে না। সব মাথাচাড়া দেবে। সমস্যা তৈরি হবে। আপনি একবার হুসেন সাহেবের সঙ্গে কথা বলে নিয়ে...”

আসাদ বলল, “কে হুসেন সাহাব? আমিই এখানে চার্জে আছি। আমিই পাকিস্তান সরকার এখানে। অনেক ক্ষমা দেখানো হয়েছে এদের উপর। এবার অ্যাকশানের পালা। সেক্টর থার্টি এইটের মসজিদের সামনের ল্যাম্প পোস্টে লাশ দুটো ঝুলিয়ে দেবে। বিদ্রোহ করার যত রকম ইচ্ছে আছে, সব বেরিয়ে যাবে। স্বপ্ন দেখা ভাল জিনিস, বাস্তবটাও বুঝতে হবে। এরা বোঝে নি, এদের পরেড় জেনারেশন বুঝে যাবে”।

সাহিল আর কথা বলল না। আসাদকে রিভলভারটা এনে দিল।

আসাদ সিগারেটে টান দিয়ে একটা ছেলের কপালে রিভলভার ধরল।

সাহিল বলল, “জনাব, এখানেই...? আর এদের কাছ থেকে কিছু জানার নেই?”

আসাদ বলল, “আছে জানার? কিরে? তোদের কিছু জানাবার আছে”?

একটা ছেলে বলল, “বলছি জনাব। বলছি। আফতাব এখানে এসে আমাদের মসজিদে ছিল। ইমাম সাহেবই ওকে মসজিদে রাতে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমরা ওকে পাহারা দিতাম। আমাদের মারবেন না জনাব। আর হবে না। ভুল হয়ে গেছে”।

আসাদ হাসতে হাসতে বলল, “ব্যস, বিপ্লব খতম? এ কেমন বিপ্লব? যাই হোক, একজন ধর্মের ধারক হয়ে ইমাম সাহেব দেশবিরোধী কাজ করে ফেললেন, এটা তো ঠিক হল না সাহিল। ওকেও নিয়ে আসা হোক”।
সাহিল বলল, “আর যদি...”
আসাদ চিৎকার করে উঠল, “কোন যদি কিন্তু নয়। নিয়ে এসো এখানে। বাকিটা আমি বুঝে নেব”।
সাহিল বলল, “এদের নিয়ে যাব জনাব? এদের তো আর কোন কাজে লাগবে না। কী করব? জেলে পাঠিয়ে দেব?”
আসাদ বলল, “টস কর। একটাকে মেরে ঝুলিয়ে দাও, আরেকটাকে ছেড়ে দাও। কিরে বিপ্লবী, তোরা বল কাকে মারব আর কাকে ছাড়ব?”
ছেলেদুটোর মুখ সাদা হয়ে গেল। দুজনেই বলতে থাকল, “আমাকে ছেড়ে দিন জনাব”।
আসাদ বলল, “উহু, একজনকে মারব। সেটা কাকে?”
এবার দুজনেই বলল অন্যজনের কথা। আসাদ হাসতে হাসতে বলল, “দেখো সাহিল, এই হল এদের বিপ্লব। দু ঘা পড়তেই বিপ্লবের প্যান্ট ভিজে যায়। যাও, দুটোকে ছেড়ে দাও। ফিরে যাক এরা”।
সাহিল দেরী করল না। ছেলেদুটোকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলে গেল। আসাদের উপর তার একেবারেই ভরসা হচ্ছিল না। সত্যিই গুলি চালিয়ে দিতে পারে আসাদ।
কিছুক্ষণ পর ছেলেদুটোকে কোয়েটা বাজারে নামিয়ে দিয়ে গেল পুলিশ।
#
সাহিল ফিরে এসে দেখল আসাদ কম্পিউটারে কাজ করছে। তাকে দেখে বলল, “চীনাদের থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে সাহিল”।
সাহিল বলল, “কোন ব্যাপারে জনাব?”
আসাদ বলল, “চীনারা গদার পোর্টে পাঁচশো সিসিটিভি ইন্সটল করেছে। ওরা অন্য দেশে কাজ করেও নিজের দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে চিন্তা করে। আমরা এই দেশে থেকেও আমাদের দেশের মানুষদের কোন রকম নিরাপত্তা দিতে পারছি না। এটা অত্যন্ত হতাশাজনক যাই বল”।
সাহিল বলল, “এই নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারটা মনে হয় একটা জিনিসের উপর নির্ভরশীল জনাব”।
আসাদ ভ্রূ কুঁচকাল, “সেটা কী?”
সাহিল বলল, “আদৌ আমরা কোন অঞ্চলের মানুষকে এ দেশের নাগরিক বলে মনে করছি, সেটা ঠিক করাও অত্যন্ত জরুরি”।
আসাদ বলল, “মানে? তুমি কি বলতে চাইছ আমি তোমাকে পাকিস্তানী ভাবি না?”
সাহিল বলল, “আমার কথা না জনাব। কিন্তু আপনি ছেলে দুটোর যে হালত করলেন, সেটা লাহোরে করতে পারতেন কোন লাহোরের বাসিন্দার সঙ্গে?”
আসাদ কয়েক সেকেন্ড সাহিলের দিকে তাকিয়ে বলল, “পারতাম। তুমি কি আমাকে এখনও চেনো নি? আমার কাছে ন্যাশনাল সিকিউরটির চেয়ে আর কোন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়”।
সাহিল মাথা নাড়ল, “না জনাব। আপনারা বায়াসড। ভীষণভাবে বায়াসড”।
আসাদ উঠে দাঁড়িয়ে সাহিলের কাঁধে হাত রেখে বলল, “বায়াসড হলে ছেলেদুটোকে ছাড়তাম না সাহিল। এখানেই লাশ ফেলে রাখতাম। বিশ্বাস কর”।
সাহিল ব্যাঙ্গাত্মক হাসি হেসে বলল, “আপনিও খুব ভাল করে জানেন জনাব, ফিরে গিয়ে ওরা আগের মত আর জীবন কাটাতে পারবে না। ওদের বালোচ বন্ধুরা আর বিশ্বাসও করবে না। জানেন না?”
আসাদ বলল, “তুমি মাঝে মাঝে ভীষণ বিদ্রোহী হয়ে যাও সাহিল। দ্যাটস ফাইন। তুমি অনেস্ট। পিছন থেকে ছুরি মারো না অন্তত। এই বিপ্লবী সত্বাটার দরকার আছে। এটা বজায় রেখো”।

সাহিল বলল, "জনাব, রুমান আলীর ফেরার সময় হল। আপনার যদি ঠিক আমার মত সিচুয়েশন হয়, রুমান আলী হুসেন সাহাবের সামনে প্রমাণ করে দেয়, আপনি একজন অপদার্থ স্পাই, আপনি কী করবেন?"
আসাদ সাহিলের দিকে তাকিয়ে সিগারেট ধরাল। দুজনেই চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পর আসাদ নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, "সেম রুট?"
সাহিল মাথা নাড়ল, "জি জনাব। সেম রুট রিটার্ন হবে। ওদের জানাতে হবে সব ঠিক আছে। আমরা যাচাই করার পর রুমান আবার নিজের মত করে রুট যাচাই করাবে। কোন রকম ফাঁক ফোকর থাকলে হুসেন সাহাব সবার সামনে আমাকে অ্যাবিউজ করবেন। আমাকে সেগুলো শুনে চলতে হবে। তবে আপনাকে হয়ত করবেন না। আপনি বালোচ নন। আপনাকে উনি বিশ্বাস করেন। দুর্ভাগ্যবশত আমাকে করবেন না"।
আসাদ চুপ করে সিগারেট টেনে যেতে লাগল। সাহিলের দিকে চুপ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। সাহিলের অস্বস্তি হচ্ছিল। সে বলল, "কিছু বলবেন?"
আসাদ বলল, "আফতাব বালোচের স্ত্রী কোয়েটাতেই থাকে। জানো?"
সাহিল কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, "হ্যাঁ, জানি"।
আসাদ বলল, "বল নি কেন?"
সাহিল বলল, "সেটা আমাদের কি কোন কাজে আসবে?"
আসাদ বলল, "যুদ্ধটা শুরু হয়ে গেছে সাহিল। আর সে যুদ্ধে এগুলোই ট্রাম্প কার্ড। পাশের ঘরে রেখে বন্দী করে রাখা আছে। দেখে এসো"। সাহিল উঠে ভিতরের ঘরে গিয়ে দেখল একজন কুড়ি থেকে বাইশ বছরের মেয়েকে মুখে কাপড় বেঁধে মেঝেতে ফেলে রাখা হয়েছে।
সে আসাদের সামনে এসে বলল, "আফতাব পাগল হয়ে যাবে জনাব"।
আসাদ ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বলল, "আমি তো সেটাই চাই। রুমান আলী চলে যাক। ছেড়ে দেব। কোন রকম সমস্যা হলে ওকে লাহোরের কুখ্যাত বাজারে বিক্রি করে দেব'।
পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে আসাদ সিগারেট বের করে ধরাল। সাহিল বলল, "এটা ঠিক হল?"
আসাদ বলল, "এভ্রিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ এন্ড ওয়ার মাই ফ্রেন্ড"।
সাহিল আর কিছু বলল না।

৩৫।

"আমাদের আর কোন উপায় নেই। এবার আমাদের সারেন্ডার করতেই হবে। এভাবে আর কত দিন আমরা লুকিয়ে থাকব? কোন মানে হয় না"।
মোসাদ্দেক আমিরের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলল। কান্দাহার সীমান্তের কাছে একটা পরিত্যক্ত গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে আব্বাসাবাদের বালোচ বিদ্রোহীরা।
মোসাদ্দেকের কথা শুনে আমির বাকিদের দিকে তাকিয়ে বলল, "সারেন্ডার করব? বাকিরা কী মনে করছ?"
কেউ কিছু বলল না।
মোসাদ্দেক বলল, "ওরা আমাদের বিবি বাচ্চা, বাবা মায়ের সঙ্গে কী করছে আমরা জানি না, আমি তো সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে আছি। হয়ত আর কোন দিন ওদের দেখতে পাবো না। হয়ত বাজারে বেচে দেবে আমাদের বউ মেয়েদের। কী করব তখন?"
আমির মাথা নিচু করে বসে রইল।
একজন বলল, "সারেন্ডার করার পরে তুমি বউ বাচ্চাদের দেখতে পারবে, তার নিশ্চয়তা আছে তো?"

মোসাদ্দেক বলল, "তার জন্য আমাদের নেতাকে ফোন করা হোক। নেতা সব মিডিয়াকে জানাক। তাহলে তো কিছু হবে। সরকার বাধ্য হবে আমাদের বউ বাচ্চাদের মুক্তি দিতে। দরকার হলে সারাজীবন জেলে থাকব না হয়, কিন্তু ওরা অন্তত ভাল থাকবে"।
আমির বলল, "কী ভাল ছিলাম আমরা? পাকিস্তান সরকার আমাদের কোন ভালটা করেছে বলবে?"
মোসাদ্দেক বলল, "কিছু করে নি। কিন্তু এভাবে পালিয়ে পালিয়ে আর কত দিন থাকব? কেউ খোঁজ নেয় না। নেতারা সেই বিদেশে বসে আছে"।
আমির বলল, "সব নেতা বিদেশে বসে নেই। আফতাব কিন্তু তার প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে নিজের মত করে লড়াই করছে"।
মোসাদ্দেক বলল, "আফতাব একজনই হয়। সবাই হতে পারে না। তোমার যদি আফতাব হতে ইচ্ছে হয়, তুমি হও। আমি হব না"।
আমির বলল, "ঠিক আছে। মেনে নিলাম। তোমাদের যাদের যাদের সারেন্ডার করতে ইচ্ছে করে, তাহলে তোমরা চলে যাও। কাউকে আমি বাধা দেব না। কিন্তু আমি যাব না। আমি সব কিছুর বদলা নিয়ে ছাড়ব। শুধু একটাই অনুরোধ করব, ধরা পড়ার পর আমাদের গোপন ডেরাগুলো কোথায়, সেটা পাকিস্তান সরকারকে জানিও না। তাহলেই হবে"।
মোসাদ্দেক বসে ছিল। এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তাই হবে। আমি কাউকে কিছু জানাবো না। বন্ধুরা, তোমরা যারা আমার সঙ্গে আত্মসমর্পণ করতে চাও, চলে এসো। আমরা তাহলে কোয়েটা রওনা দিই"।
বালোচ যোদ্ধারা কেউ উঠে দাঁড়াল না। মোসাদ্দেক অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "কেউ যাবে না?"
গ্রামের মুরুব্বি বলল, "আমার ছেলেকে ওরা ছলে বলে কৌশলে খুন করেছে। আমার এই হাত যতদিন না ওর খুনিদের রক্তে লাল হবে, ততদিন আমি শান্ত হব না। আত্মসমর্পণ করার আগে আমার মৃত্যু হওয়া ভাল। আমরা তো ঠিকই করেছিলাম, আমাদের জীবনটা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসর্গ করব। এখন আর অন্য কিছু ভাবার প্রশ্নই আসে না। আমি যাবো না। আমি আমিরের সঙ্গে থাকব। বাকিরা যারা যেতে চাও, যেতে পারো"।
মুরুব্বি আমিরের কাঁধে হাত রেখে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।
আরেকজন যোদ্ধা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমিও স্বেচ্ছায় এই পথ বেছে নিয়েছিলাম। দরকার হলে মরে যাব, কিন্তু পাকিস্তানের হাতে বিক্রি হব না"।
তার কথায় সবাই হই হই করে উঠল।
মোসাদ্দেক সবাইকে দেখে আমিরের হাত ধরে বলল, "সবাই যদি আত্মত্যাগ করার এত বড় সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে আমিও সবার সঙ্গে আছি। তুমি বল, আমাদের কী করতে হবে"।
আমিরের চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠল। সে বলল, "তোমাদের এই ঋণ আমি কোন দিন শোধ করতে পারব না"।
মুরুব্বি বলল, "আমাদের স্বাধীনতা একদিনে হবে না। কিন্তু আমাদের এই লড়াই বৃথা হবে না। তোমার এটা একার লড়াই না আমির। আমি আমার ছেলেকে হারিয়েছি। আমার স্ত্রী ওদের কবলে আছে। কিন্তু এই লড়াই আমরা ছাড়ব না। আমরা লড়ব"।
রিয়াজ বাইরে গেছিল। সে ফিরে এসে বলল, "বর্ডারের কাছে অনেকগুলো ট্রাক এসে দাঁড়িয়েছে। স্পিন বলদাক (কান্দাহার-পাকিস্তান সীমান্তের শহর) শহরের তিনটে বাড়ি দখল করেছে রুমান আলীর লোক। আমার মনে হচ্ছে এই ট্রাক ওদেরই"।
আমির চমকে উঠল। সে তার ফোন বের করে বলল, "কান্দাহারে এখন তারেক আলী আছে?"
রিয়াজ বলল, "হ্যাঁ। আছে"।

আমির বলল, “যা হয় হোক, যদি রুমান আলী এই পথ দিয়ে পাকিস্তানে ঢোকে, তাহলে ওকে আমরা ছাড়ব না। এবার একজন দুজন না, আমরা সবাই মিলে ওর পাকিস্তানে ঢোকা বন্ধ করব। এখানেই ওর কবর হবে ইনশাল্লাহ”।
সবাই হৈ হৈ করে উঠল।
আমিরের চোয়াল শক্ত হল। সে বলল, “ঠিক আছে। আমি তারেককে ফোন করে রুমানের খবর নি। ট্রাক নিয়ে এসেছে মানে ওর মধ্যে ওদের খোরাক আছে। তৈরি হয়ে যাও সবাই। এবার যেন আমরা কিছুতেই আর ব্যর্থ না হই”।
#
জামশেদ তার ঘরে ফিরল রাত নটা নাগাদ। দরজা খুলে চমকে উঠে দেখল সৈকত তার খাটে শুয়ে আছে।
জামশেদ বলল, “চিফ জানলে...”
সৈকত বলল, “আমি এখনই চলে যাবো। আমার কিছু জিনিসের দরকার। সব জোগাড় করে একটা প্যাকেটে করে কাল সকাল দশটায় সাজ্জাদ টি স্টলের সামনে রেখে দেবে। আমি নিয়ে নেব”।
জামশেদ অবাক হয়ে বলল, “কী করবে সেসব নিয়ে”?
সৈকত ফিক করে হেসে বলল, “অপারেশন রাসবিহারী বোস। নাম শুনেছ ওর?”
জামশেদ বলল, “উনি বিপ্লবী ছিলেন”।
সৈকত বলল, “এমন একজন বিপ্লবী ছিলেন যাকে ব্রিটিশরা কোনদিন ধরতে পারে নি। একবার মেথর সেজে ব্রিটিশদের চোখে ধুলো দিয়েছিলেন”।
জামশেদ বলল, “তুমি কী সাজবে?”
সৈকত হাই তুলে বলল, “ওই মেথরই। খুব দরকারি। কাল সকাল দশটা। ভুলো না। এলাম। এখানে থাকলেই তো চিফ দাঁত খিঁচোতে শুরু করে দেবে। কোন দরকার নেই। বিদায় বন্ধু, আবার দেখা হবে”।
জামশেদকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সৈকত বেরিয়ে গেল ঝড়ের মত।
জামশেদ অবাক হয়ে সৈকতের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

৩৬

ইসলামাবাদ থেকে পাকিস্তান এয়ারলাইন্সের বিশেষ বিমান যখন কোয়েটার মাটি ছুঁল, তখন বিকেল পাঁচটা। কোয়েটার বালি মাটি তখনও রৌদ্রের তাপে উত্তপ্ত।
ইমতিয়াজ হুসেন এবং কাদির প্লেন থেকে নেমে দেখলেন আসাদ দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দেখে এগিয়ে এসে আসাদ সালাম জানিয়ে বলল, “রুমান আলী যোগাযোগ করেছে জনাব?”
ইমতিয়াজ বললেন, “হ্যাঁ। হোয়াটস ইওর আপডেট আসাদ”?
আসাদ বলল, “কোয়েটার সর্বত্র তল্লাশি চলছে। আফতাব নিজেকে বাঁচাতেই পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য হবে। কনভয় গার্ড থাকলে রুমানের কোয়েটা থেকে বেরোনো কোনও সমস্যা হবার কথা না”।
ইমতিয়াজের গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছিল। ইমতিয়াজ বললেন, “তুমি আমাদের সঙ্গে চল”।
গাড়িতে উঠল ইমতিয়াজ, আসাদ এবং কাদির। তারা কোয়েটা ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছে ইমতিয়াজের বাংলোয় প্রবেশ করলে ইমতিয়াজ বাংলোর সবাইকে বের করে দিলেন। শুধু তারা তিনজন বসলেন ড্রইংরুমে।
ইমতিয়াজ বললেন, “আমাদের প্যাকেজ আসার সময় হয়ে এসেছে। কাদির সাব বর্ডার থেকে আমাদের প্যাকেজ আনতে যাবেন। আশা করব, ওর কোন সমস্যা হবে না আসাদ”?
আসাদ বলল, “একবারেই সমস্যা হবে না জনাব”।
ইমতিয়াজ বললেন, “তোমার আপডেট বল। কী কী করেছো তুমি এখানে এসে?”

আসাদ বলল, “জি জনাব, সাহিলের লিড পেয়ে আমরা আফতাব বালোচকে ধরতে গেছিলাম। ও পালাতে পারলেও যারা ওকে আশ্রয় দিয়েছিল, তাদের প্রতি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। শহরে বেশ কয়েকটা স্বাধীন বালুচিস্তানের দাবিতে মিছিল শুরু হয়েছিল, সব কটাকেই দমন করা সম্ভব হয়েছে”।
ইমতিয়াজ বললেন, “আমার ট্রাফিক ক্লিয়ার লাগবে সেদিন। মিছিল করুক না পরে। যা ইচ্ছা করুক”।
আসাদ বলল, “জি জনাব। ট্রাফিক নিয়ে কোন অসুবিধা হবে না। আমি দেখব”।
ইমতিয়াজ আশ্বস্ত হয়ে বললেন, “তুমি দেখলে আমার চিন্তা অনেকটাই কমবে। ইউ ডু হ্যাভ এ ব্রাইট ফিউচার ইয়ং ম্যান। দেশে সেনা অভ্যুত্থান ঘটলে তোমার নাম আমি স্পেশালি কন্সিডার করব”।
আসাদ চমকে তাকাল ইমতিয়াজের দিকে। কাদির অবাক হলেন না। তার সন্দেহ সত্যি হয়েছে আগের দিনই। ইমতিয়াজই তাকে আলাদা করে ডেকে বলেছেন দেশে সেনা অভ্যুত্থানের সময় হয়েছে। এই দেশে বশির আলীর মত দুর্বল শাসকের কোন দরকার নেই। বেশিরভাগ মেজর জেনারেলরাই তার পক্ষে আছে। কাদির বলেছেন তিনিও হুসেন সাহেবের সঙ্গেই থাকবেন।
আসাদ বুদ্ধিমান। ইমতিয়াজের ইঙ্গিতটা বুঝল। বলল, “আমি আপনাকে হতাশ করব না জনাব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন”।
ইমতিয়াজ বললেন, “গেট দ্যাট আফতাব বাস্টার্ড অ্যাজ আরলি অ্যাজ পসিবল। এন্ড রিমেম্বার, কোন মার্সি নয়”।
আসাদ মাথা নাড়ল। ইমতিয়াজ বলল, “আশা করব তোমার সাহিল বালোচ কোন রকম ইনফরমেশন লিক করবে না”।
আসাদ মাথা নাড়ল, “জি না জনাব। কিচ্ছু করবে না। হি ইজ এ জেনুইন ম্যান”।
ইমতিয়াজ বললেন, “বাট ইনএফসিয়েন্ট”।
আসাদ কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল।
ইমতিয়াজ বললেন, “নতুন পাকিস্তান গড়তে হবে আসাদ। আমার চাই ইয়ং আর্মি। আমার তোমার মত নওজোয়ানেরাই ভরসা। ব্রিং দোজ বালোচ রেবেলস টু আওয়ার ফিট। এদের এমন হাল কর যে এরা যেন আমাদের পায়ের তলায় পড়ে থাকে। কোন দিন যেন আর মাথা তুলতে না পারে”।
আসাদ বলল, “জি জনাব। তাই হবে”।
ইমতিয়াজ বললেন, “আমি আজ কোয়েটার আর্মি অফিসারদের ডিনারে ডেকেছি। তুমিও থাকবে”।
আসাদ বলল, “ঠিক আছে জনাব। আমি থাকব”।
ইমতিয়াজ বললেন, “তাহলে রাতে দেখা হচ্ছে”।
আসাদ বুঝল তাকে বেরোতে বলা হচ্ছে। সে ইমতিয়াজ হুসেনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে গেল।
আসাদ বেরনোর পর ইমতিয়াজ বললেন, “কাদির সাব, আশা করব আমরা পাকিস্তানের দায়িত্ব নেওয়ার পরে আর এসব ছোট খাটো অঞ্চলের বিদ্রোহীরা মাথা উঁচু করতে পারবে না?”
কাদির বললেন, “সেটা আশা করা যায়”।
ইমতিয়াজ বললেন, “আপনার জন্য কন্ট্রোল রুমে আমি নিজে থাকব। আপনার কোন অসুবিধা হবে না’।
কাদির কৃতজ্ঞ গলায় বললেন, “শুক্রিয়া জনাব”।
কাদির সাহেবের ফোন বেজে উঠল। কাদির অবাক হয়ে ইমতিয়াজের দিকে তাকিয়ে বললেন, “জনাব। মৌলানা ফোন করছেন”।
ইমতিয়াজ বললেন, “স্পিকারে দিন। আমিও শুনব কী চাইছে”।
কাদির বললেন, “জি জনাব”।
কাদির ফোন রিসিভ করে স্পিকারে দিলেন। ও প্রান্ত থেকে মৌলানার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, “চাঁদ দেখা গেছে মিয়াঁ। আপনাকে এখনই বেরোতে হবে”।

কাদির বললেন, "এখনই?"
"কেন? আপনারা তৈরি নন? পাকিস্তান আর্মি কি এতটাই অদক্ষ যে এখন বললে পারবেন না?"
ইমতিয়াজ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, "সালাম ওয়ালাইকুম জনাব। আমি ইমতিয়াজ হুসেন বলছি"।
"বাহ, হুসেন সাহাব। আপনিও আছেন? সুবহানাল্লাহ"।
ইমতিয়াজ বললেন, "প্রোগ্রামটা এত তাড়াতাড়ি ঠিক হল জনাব?"
"হল। আল্লাহর তাই ইচ্ছা। আপনার কী ইচ্ছা হুসেন সাহাব?"
"জি জনাব, আমরা তৈরি"।
ইমতিয়াজ কাদিরের দিকে তাকিয়ে ফোনের কাছে গলা নিয়ে গিয়ে বললেন, "কিন্তু এত তাড়াতাড়ি হুকুম আসবে, প্রস্তুত ছিলাম না জনাব"।
"সেটাই তো দরকার ছিল। কেউ খবর বের করতে পারবে না আর। আল্লাহর তাই ইচ্ছে যখন। আমরা তো তারই বান্দা। আপনারা কনভয় পাঠান। রাতেই অপারেশন কমপ্লিট করুন"।
"জি জনাব"।
ফোন কেটে গেল। ইমতিয়াজ বললেন, "নট আ ব্যাড প্ল্যান। আপনি চিন্তা করবেন না কাদির সাব। দরকার হলে পার্টি ক্যান্সেল করে আমি কন্ট্রোল রুমে থাকব"।
কাদির শ্বাস ছাড়লেন। নিজেকে কেমন ইমতিয়াজ হুসেনের কুকুর বলে মনে হচ্ছিল তার।

৩৭।
রাত আটটা। দিল্লি।
চিফ তার চেম্বারে বসে কাজ করছিলেন, তার ফোন বেজে উঠল। চিফ নাম্বারটা দেখা মাত্রই ধরলেন, "হ্যাঁ"।
"স্যার। মেইল চেক করুন"।
"ওকে, হোল্ড কর"।
"ওকে স্যার"।
চিফ মেল খুললেন। কয়েকটা ছবি এসেছে। সেগুলো দেখে হতভম্ব হয়ে বললেন, "এগুলো কী? কোয়েটা জেলের ছবি?"
"হ্যাঁ স্যার"।
"তুমি পেলে কী করে?"
"জেল থেকেই তুলে আনলাম"।
"মানে?" চিফ হতভম্ব হয়ে গেলেন, "ঢুকলে কী করে?"
"স্যার, আপনি নিশ্চয়ই মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নাম শুনেছেন?"
"হ্যাঁ। শুনেছি"।
"কোয়েটা জেলে আজ বাথরুম পরিষ্কারের দিন ছিল স্যার। মেথর সেজে ঢুকে পড়েছিলাম ওর মতই"। হাসতে হাসতে বলল সৈকত।
কোন কথা না বলে কয়েক সেকেন্ড ফোন ধরে থাকলেন চিফ। সৈকত বলল, "হ্যালো স্যার। লাইন কেটে গেল?"
"আছি। লাইন কেটে যায় নি। তুমি যে কাজটা করেছো, তার এগেইন্সটে কী কী ডিসিপ্লিনারি চার্জ আসতে পারে তোমার কোন ধারণা আছে?" অত্যন্ত রেগে গিয়ে বললেন চিফ।
সৈকত বলল, "স্যার, এত বড় একটা এভিডেন্সের লিড পেয়েছিলাম, আমি কী করতাম? আমার পক্ষে তো আর কিছু করার ছিল না। এই ছবিগুলো বালোচদের উপর পাকিস্তান সরকার ঠিক কতটা অত্যাচার করছে, তার জ্বলন্ত প্রমাণ। আপনার আর কী চাই?"

চিফ বললেন, “এনাফ ইজ এনাফ। অনেক হয়েছে। তুমি আজকেই পাকিস্তান ছাড়বে। আমি বড়ালকে স্ট্যান্ডবাইতে রেখেছি কান্দাহারে। কন্ট্যাক্ট হিম। বেরিয়ে যাও তুমি। যত রাতই হোক, তুমি বেরিয়ে যাবে। ইটস অ্যান অর্ডার”।

“সেটা হয় না স্যার। সম্ভব না”।

“সব সম্ভব। কালকের মধ্যে তুমি কাবুল পৌছবে, নইলে তোমার কপালে দুঃখ আছে”।

“কিন্তু স্যার...”

“নো ইফস অ্যান্ড ব্যাটস। জাস্ট গেট আউট”।

ফোনটা কেটে দিয়ে চিফ কিছুক্ষণ মাথা টিপে বসে রইলেন। বিশ্বাসই হচ্ছিল না তার। মিনিট পাঁচেক পরে সামলে নিয়ে রাণাকে ফোন করলেন ইন্টারকমে।

রাণা তার চেম্বারে কাজ করছিলেন। ফোন ধরতে চিফ ও প্রান্ত থেকে বললেন, “সিরাজ আর ভেঙ্কটকে নিয়ে আমার রুমে এসো। কুইক”।

ফোন রেখে বাকি দুজনকে ডেকে নিয়ে চিফের রুমে দৌড় লাগালেন তিনি। চিফের ঘরে নক না করেই ঢুকে পড়লেন। চিফ বললেন, “আমার মেইলে এই মাত্র এই ছবিগুলো এল। হ্যাভ এ লুক”।

তার মনিটরটা রাণার দিকে ঘুরিয়ে দিলেন চিফ। দশটা ছবি এসেছে। কোয়েটার জেলে আব্বাসাবাদ গ্রামের বাসিন্দাদের দুর্দশার ছবি। দশটা ভয়াবহ ছবি। একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে কতগুলো বাচ্চা জলের মেঝেতে শুয়ে আছে। তাদের বেত মেরে রক্তাক্ত করে দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের ছবিগুলো চোখে দেখা যাচ্ছে না। রাণা দেখেই বাথরুমে ছুটে গিয়ে বমি করলেন। ভেঙ্কট এসে ছবিগুলো দেখে চোখ বন্ধ করে বললেন, “দেখা যাচ্ছে না স্যার। এরা মানুষ না”।

সিরাজ একটু পরে ঢুকলেন। তার অবস্থাও রাণার মত হল।

চিফ শ্বাস ছেড়ে বললেন, “বাজ পাঠিয়েছে। প্রতিটা ছবি টাইম স্ট্যাম্প দেওয়া। আরেকটা ভিডিও আছে। টেক নেসেসারি অ্যাকশান। ভয়াবহ বললেও কম বলা হয়”।

ভেঙ্কট বললেন, “পাকিস্তান এটাও অস্বীকার করবে”।

চিফ বললেন, “করুক। কিন্তু এটা ওদের ভয়াবহ প্রেশারে ফেলবে। অস্বীকার করতে পারবে না। এই বন্দীরা পাকিস্তানের গলার কাঁটা হয়ে যাবে। ঝেড়ে ফেলতে পারবে না”।

রাণা নিজেকে সামলালেন কিছুক্ষণ ধরে। বললেন, “এরা মানুষ না। জানোয়ার”।

চিফ বললেন, “তা নিয়ে সন্দেহ নেই। এ ছবি বালুচিস্তানে আগুন জ্বালাবে”।

রাণা বললেন, “বাজ কোথায় স্যার?”

চিফ কয়েক সেকেন্ড রাণার দিকে তাকিয়ে বললেন, “ওকে কোয়েটা ছাড়তে বলেছি আজ রাতেই। সায়ক ওকে কান্দাহার থেকে কাবুলে নিয়ে যাবে। ও ফিরুক এবার”।

রাণা অবাক হলেন, “কেন স্যার?”

চিফ বললেন, “আমি রিস্ক নিতে পারছি না ওকে নিয়ে। অতি উৎসাহী ছেলে। করাচীতে ওর ছবি দিয়ে লুক আউট নোটিস জারি হয়েছে। এই যুগে সে ছবি এতক্ষণে কোয়েটা চলে গেছে। এর মধ্যেই আজ কোয়েটা জেলে চলে গেছিল। ওখানের সিসিটিভি ফুটেজেও তার মানে ওর ছবি থাকবে। মানে সিরিয়াসলি? ধরা পড়লে কী হত?”

রাণা বললেন, “কিন্তু কাবুল থেকে সায়ক এত তাড়াতাড়ি কান্দাহার পৌঁছবে কী করে? আপনি কি আগেই বাজকে ফেরত আনতে চেয়েছিলেন?”

চিফ বললেন, “আমাকে ইভাকুয়েশন প্ল্যান তৈরি রাখতে হয়েছিল। কিন্তু সেটা যে এত তাড়াতাড়ি একজিকিউট করতে হবে, বুঝি নি। সায়ক আগেই কান্দাহার চলে গেছিল। ওকে স্ট্যান্ডবাই থাকতে বলেছিলাম। কিন্তু আজকে যেটা করেছে, সেটার পরে ওর ওখানে থাকার দরকার নেই। ফিরে আসুক”।

রাণা বললেন, "ক্ষতি হয়ে যাবে স্যার আমাদের। অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে"।
চিফ বললেন, "বেয়াড়া এবং ত্যাঁদড় ছেলেদের এভাবেই শাস্তি দিতে হয়। ফিরে আসুক, আমি ওকে ছ মাসের ছুটিতে পাঠিয়ে দেব। আমার টেনশন বাড়িয়ে দেয় প্রতিমুহূর্তে"।
রাণা বললেন, "আর আফতাব বালোচ"?
চিফ বললেন, "পাকিস্তানের ইন্টারনাল ম্যাটার। আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। ওরা বুঝুক। আমার এজেন্টের সেফটির কথা আমাকে ভাবতে হবে। আমার কাছে এই ছবিগুলো এনাফ এভিডেন্স। আমাদের কাজ হয়ে যাবে। জামশেদ বাকি কাজটা করবে। আপাতত বাজ ফিরুক"।
রাণা বললেন, "ওকে স্যার"।
চিফের ঘর থেকে বেরিয়ে রাণা বললেন, "কী বিচ্ছিরি রকমের অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স হল ভাবতে পারছি না"।
ভেঙ্কট বললেন, "করাচীতে লুক আউট নোটিস জারি হওয়া ইজ নট গুড। চিফ আর রিস্ক নিতে চাইছেন না"।
রাণা বললেন, "হ্যাঁ। তাহলে তো আর কিছু করার নেই। ইটস টু রিস্কি। আমি ভাবছি, কী সেজে গেছিল লোকটা কোয়েটা জেলে? গড নোজ"।
সিরাজ বললেন, "রিয়েলি। কোনদিন দেখা হলে জিজ্ঞেস করব। আপাতত ওর সেফ রিটার্নের জন্য প্রার্থনা করি"।
রাণা বললেন, "যা বলেছ"।

৩৮।
রাত দশটা।
বশির আলী তার বাসভবনে গুলাম আলীর গজল শুনছিলেন। এই সময়টা তার একান্ত সময়। বলা থাকে, কেউ যেন তাকে ডিস্টার্ব না করে।
দরজায় নক হল। বিরক্ত হলেন বশির আলী। বললেন, "কাম ইন"।
তার খাস খানসামা দরজা খুলে বলল, "জনাব রফিক আহমেদ সাহেব এসেছেন। বলছেন এখনই আপনাকে ডেকে দিতে। খুব ইম্পরট্যান্ট কিছু"।
বশির আলী বিরক্ত গলায় বললেন, "ওকে নিয়ে এসো এখানেই"।
খানসামা বিস্মিত হয়ে বলল, "এখানে?"
বশির বললেন, "হ্যাঁ। এখানেই নিয়ে এসো"।
খানসামা বেরিয়েয়ে গেল। বশির গান বন্ধ করে বিছানা থেকে উঠে পায়চারি করতে শুরু করলেন।
রফিক আহমেদ তার ঘরের বাইরে এসে নক করলেন।
বশির বললেন, "আসুন। দরজা খোলা আছে"।
রফিক ঘরে প্রবেশ করে বললেন, "জনাব, কিছু খবর আছে। এখনই না বললে অনেক দেরী হয়ে যাবে"।
বশির বললেন, "বসুন"।
রফিক বসলেন।
বশির তার সামনের সোফায় বসে বললেন, "বলুন"।
রফিক বললেন, "এই ছবিগুলো বেরিয়েছে ইন্ডিয়ান কয়েকটা নিউজ পোর্টালে। দেখুন জনাব"।
রফিক তার ফোনটা বশির আলীর দিকে এগিয়ে দিলেন। বশির আলী ফোনের স্ক্রিনে প্রথম ছবিটা দেখেই মুখ বিকৃত করে রফিককে তার ফোনটা ফেরত দিয়ে বললেন, "দরকার নেই দেখার। এগুলো কোয়েটারই ছবি তো? আমাকে শুধু সেটা কনফার্ম করুন"।

“জি কনফার্ম জনাব”।
বশির আলী কয়েক সেকেন্ড রফিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, “এই ছবি বাইরে গেল কী করে রফিক সাহাব?”
রফিক বললেন, “জানি না জনাব। তবে আসাদ ফোন ধরছে না। সম্ভবত ও জনাব ইমতিয়াজ হুসেনের পার্টিতে আছে”।
বশির আলী রফিকের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বললেন, “দেখুন রফিক সাহাব, আমিও এ দেশেরই মানুষ। এখানে কোথায় কী হয়, তা আমার পার্টির লোক আমাকে ঠিকই খবর দেয়। আপনারা যদি ভেবে থাকেন, আমার কাজ হল শুধু ঘরে বসে আরাম করা, তাহলে ভুল করবেন। আমাকে আপনি একটা কথা বলুন, হুসেন সাহাব কবে প্ল্যান করছেন?”
রফিকের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল। তিনি বললেন, “জনাব, যে কোন দিন”।
বশির বললেন, “আপনি কোন দিকে আছেন?”
রফিক বললেন, “আমি পাকিস্তানের শান্তির পক্ষে আছি জনাব”।
বশির জোরে হেসে ফেললেন, “ওহ কাম অন রফিক সাহাব। আপনি খুব ভাল করে জানেন ইমতিয়াজ হুসেনের নেতৃত্বে অভ্যুত্থান হলে আপনার পদত্যাগ করাটা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে”।
রফিক উত্তর দিলেন না। বশির বললেন, “ঠিক আছে। আপনি বসুন। আমি হুসেন সাহেবকে ফোন করি”।
রিং হয়ে গেল প্রথমে। হুসেন ধরলেন না। আরেকবার ফোন করলে ধরলেন। বললেন, “জি জনাব”।
বশির আলী বললেন, “কোয়েটা জেলের ছবি গোটা পৃথিবীর কাছে পৌঁছে গেছে হুসেন সাহাব। খবরটা পেয়েছেন”।
ইমতিয়াজ বললেন, “ওহ। না পাই নি জনাব এখনও। খুব খারাপ ব্যাপার। আপনি আপাতত প্রেসের কোন রকম ফোন ধরা ছেড়ে দিন। আমি দেখে নিচ্ছি”।
বশির বললেন, “আর কী কী হুকুম দেওয়ার আছে আপনার হুসেন সাহাব?”
ইমতিয়াজ বললেন, “ছি ছি জনাব। কী যে বলেন! আমি হুকুম দেওয়ার কেউ না”।
বশির আলী বললেন, “তাহলে এক কাজ করে ফেলুন। আপনি বরং প্রেস ডাকুন। ওদের জানান যা জানাতে চান”।
ইমতিয়াজ বললেন, “জি জনাব। আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি”।
বশির ফোন কেটে দিলেন। সাংবাদিকদের ফোন আসা শুরু হল।
তিনি ফোন অফ করে রফিককে বললেন, “ইমতিয়াজ হুসেন কিচ্ছু করবে না রফিক সাহাব। উনি ইসলামাবাদ আসার আগে যা করার আপনাকেই করতে হবে। পারবেন তো?”
রফিক চিন্তিত গলায় বললেন, “আমি চেষ্টা করব জনাব”।
বশির বললেন, “কোয়েটা জেল সরাসরি আর্মির আণ্ডারে তো?”
রফিক মাথা নাড়লেন, “জি জনাব”।
বশির বললেন, “ইমতিয়াজ হুসেনের অপোজিট লবিতে কে আছেন এখন? ইসমাইল খান তো?”
রফিক বললেন, “জি জনাব”।
বশির বললেন, “খোঁজ নিন উনি ইসলামাবাদেই আছেন নাকি। এখানে চলে আসতে বলুন। ওকে আমার কিছু কথা বলার আছে”।
রফিক বললেন, “জি”।
বশির পায়াচারি শুরু করলেন। হেরে যাবার আগে একটা শেষ লড়াই করতে হবে।
যে করেই হোক। নইলে আজ রাতেই তাকে দেশ ছাড়তে হবে। এখন এ দেশে থাকাটাই তার কাছে ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে যাবে। গণরোষের নামে হয় তাকে খুন করা হবে, নয়ত জেলে ঢুকিয়ে দেবে। কোনটাই হতে

দেওয়া যাবে না।

৩৯।

অন্ধকারে পাহাড়ি রাস্তার বুক চিরে কোয়েটা কান্দাহার হাইওয়ে দিয়ে পাকিস্তান আর্মির একটা ছোট কনভয় যাচ্ছে। পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ির গতিবেগ চল্লিশ পেরোতে পারছে না। কনভয়কে অত্যন্ত সাবধানী হয়ে যেতে হচ্ছে। কাদিরের গাড়িতে কাদির আর কাউকে উঠতে দেন নি। রুমান আলী এভাবেই তাকে যেতে বলেছিল।

কাদির ড্রাইভার কে জিজ্ঞেস করলেন, “আর কতক্ষণ লাগবে?”

ড্রাইভার বলল, “আরো দু ঘণ্টা জনাব”।

কাদির বিরক্ত হয়ে বসে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর বললেন, “আমরা যেদিন বর্ডারে গেছিলাম, তুমিই ছিলে না?”

ড্রাইভার বলল, “জি না জনাব। ইবাদত ছিল”।

কাদির বললেন, “তুমি কোন পোস্টে আছো?”

ড্রাইভার বলল, “জি আমি সুবেদার আনিস আলী জনাব”।

কাদির বললেন, “ওকে। তুমি কি স্থানীয়?”

আনিস বলল, “জি না জনাব। আমি রাওয়ালপিণ্ডি থেকে এসেছি”।

কাদির বললেন, “তাও ভাল। এখানে তো যেদিকেই তাকাই, বালোচ ছাড়া কিছু দেখতে পারি না”।

আনিস বলল, “জি জনাব। তবে কোয়েটায় বালোচ ছাড়াও অনেকেই থাকে। এরা একা না”।

কাদির অন্যমনস্ক গলায় বললেন, “হু। ঠিক আছে, আমি আর কথা বলব না। তুমি রাস্তায় কনসেন্ট্রেট কর”।

আনিস বলল, “জি জনাব”।

খানিকটা পথ যাবার পর কনভয় দাঁড়িয়ে পড়ল।

কাদির বিরক্ত হয়ে বললেন, “কী হল? আবার”।

আনিস বলল, “দেখছি জনাব..”

তার কথা শেষ হল না পর পর গুলির আওয়াজে চারদিক গম গম করে উঠল। এলোপাথাড়ি গুলি চলতে শুরু করল কনভয়ের উপড়ে।

এক ঝাঁক বালোচ বিপ্লবী কনভয় আক্রমণ করেছে। কাদির ঝুঁকে বসলেন। গাড়ির কাঁচে গুলি এসে লাগল।

আনিস গাড়ি স্টার্ট করে দিয়ে বলল, “বসে থাকুন জনাব। আমি জায়গাটা থেকে আপনাকে বের করে নিয়ে যাচ্ছি”।

কাদির বললেন, “ঠিক আছে”।

কাদির বুঝতে পারলেন চারদিকে গুলির বর্ষণের মধ্যেই প্রবল গতিতে গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে আনিস। তিনি সভয়ে বললেন, “দেখে চালাও। গাড়ি যেন কোনভাবেই খাদে গিয়ে না পড়ে”।

আনিস বলল, “চিন্তা করবেন না জনাব। আমি ঠিক নিয়ে যাচ্ছি”।

কাদির ফোন করার চেষ্টা করলেন। ফোনে কোন টাওয়ার নেই। স্যাটেলাইট ফোনের জন্য পকেট হাতড়ে হতভম্ব হয়ে বুঝলেন যাত্রার তাড়াহুড়োয় তিনি স্যাটেলাইট ফোনটা কোয়েটাতেই ফেলে এসেছেন।

কিছুটা যাবার পর আনিস বলল, “এবার উঠে বসতে পারেন জনাব। ওরা আর নেই”।

কাদির হাঁফ ছেড়ে উঠে বসলেন। বললেন, “আমরা কোন দিকে যাচ্ছি এবার? অন্ধকারে কিছুই তো বুঝতে পারছি না”।

আনিস বলল, “নিশ্চিন্ত থাকুন জনাব। আমরা ঠিক রাস্তাতেই আছি”।

কাদির চোখ বুজলেন। তার আর মাথা কাজ করছে না। এমনিতেই এত তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে তিনি বুঝতে পারেন নি, ভেবেছিলেন আজ রাতটা বিশ্রাম নিলেই হয়ে যাবে। বেরোতে হল তাড়াতাড়ি, তার উপর

ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি এখন সম্পূর্ণ বিহ্বল হয়ে গেছেন।
আধঘণ্টা চলার পর গাড়িটা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল।
কাদির বললেন, "কোথায় এটা?"
আনিস তার দিকে ফিরে বলল, "আব্বাসাবাদ জনাব। আসুন। সবাই আপনার জন্যই অপেক্ষা করছে"।
কাদির চমকে উঠে বললেন, "কে তুমি?"
আনিস বলল, "তাতে কিছু যায় আসে না জনাব। আপনি আসুন। আমাকে আবার আজকেই অনেক দূরে চলে যেতে হবে। প্রচুর কাজ আমার। আপনার জন্য এরা সেই কখন থেকে বসে আছে"।
গাড়ির জানলার কাঁচে নক হল। কাদির দেখলেন মশাল হাতে একজন সে দরজা খুলতে বলছে। তিনি আনিসকে বললেন, "এরা বোধ হয় আমাকে মেরে ফেলবে, তাই না?"
আনিস বলল, "জানি না জনাব। কোয়েটা জেলে এদের স্ত্রী বাচ্চাদের আপনারা যে হালে রেখেছেন দেখলাম, তাতে এটুকু বুঝতে পারছি, এরা খুব রেগে আছে। আপনি নামুন। আমাকে আবার অন্য জায়গায় যেতে হবে। প্রচুর কাজ, বুঝলেন না?"
আনিস গাড়ির লক খুলে দিল।
কাদির গাড়ি থেকে নামলেন।
বালোচ বিপ্লবীরা হৈ হৈ করে উঠল।

৪০।
বালোচ রেজিমেন্টের মেজর নিজে বালোচ নন। তিনি লাহোরের মানুষ। ইমতিয়াজ হুসেনের পিছু ছাড়ছেন না।
সিঙ্গল মল্টের গ্লাস হাতে নিয়ে পার্টির মধ্যমণি হয়ে ঘুরছিলেন ইমতিয়াজ হুসেন। এখানকার শেফের রান্না লা জবাব। মাঝে মাঝেই কাবাব নিচ্ছেন। আসাদ দূরে দাঁড়িয়ে ফোন করছিল।
ইমতিয়াজ হাত নেড়ে আসাদকে ডাকলেন। আসাদ তার কাছে এসে বলল, "কনভয়ের সঙ্গে কোন রকম কন্ট্যাক্ট করতে পারছি না জনাব। কোন সমস্যা হল নাকি বুঝতে পারছি না। স্যাটেলাইট ফোনেও পাচ্ছি না কাদির সাবের কনভয়ের কাউকে"।
ইমতিয়াজের ভাল নেশা ছড়েছিল। বললেন, "ও সব ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তা কোর না। এই কাবাবটা নাও। হেই বয়!"
ইমতিয়াজ হাত নেড়ে বেয়ারাকে ডাকলেন। বেয়ারা এলে ইমতিয়াজ বললেন, "ওকে কাবাব খাওয়াও"।
অনিচ্ছা সত্ত্বেও আসাদ কাবাব নিল। সাহিলকে ফোনে পাচ্ছে না। কনভয়ও কন্ট্যাক্ট করছে না। একমাত্র পাওয়া গেছে কোয়েটা ট্রাফিক কন্ট্রোলকে। মাঝরাতে শহরের ট্রাফিক কম থাকবে, তবু যাতে কোন অসুবিধা না হয়, তার ব্যবস্থা করেছে। ইমতিয়াজ জোর করে আসাদের হাতে স্কচের গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে বলল, "টেক ইট ইয়ং ম্যান"।
আসাদ গ্লাসটা ধরল। কিছু একটা সমস্যা হচ্ছে। কোথাও সমস্যা হচ্ছে। কয়েক সেকেন্ড ভাবতে চেষ্টা করল। কী সমস্যা হচ্ছে?
ইমতিয়াজ বালোচ রেজিমেন্টের মেজরকে ডেকে আসাদের সঙ্গে পরিচয় করালেন, "মিট দিস ইয়ং ম্যান। হি ইজ আওয়ার হিরো"।
মেজর বললেন, "জি। আমি আসাদকে খুব ভাল করে চিনি জনাব। হি ইজ রিয়েলি গ্রেট। ইনফ্যাক্ট এই সময় কোয়েটায় আসাদ না থাকলে আমাদের খুব সমস্যা হয়ে যেত"।
আসাদ মেজরকে বলল, "জনাব, একটা কথা বলবেন?"
মেজর বললেন, "বলুন"।

আসাদ বলল, "কান্দাহার হাইওয়েতে ফোনের নেটওয়ার্ক কেমন?"
মেজর বললেন, "নেই বলেই চলে। কেন বলুন তো"?
ইমতিয়াজ বললেন, "একটা সিক্রেট মিশনের ব্যাপারে। আপনাকে বলব। তবে কিছুক্ষণ পরে"।
মেজর হাসলেন, "কোন সমস্যা নেই জনাব। আপনার যখন সুবিধে হবে, আপনি আমায় বলবেন"।
ইমতিয়াজের সম্মানে গানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একজন অফিসার বেসুরো গান গাইতে শুরু করল। ইমতিয়াজ তা দেখে উৎসাহিত হয়ে নিজেও স্টেজে উঠে মহম্মদ রফির গান গাইতে শুরু করলেন।
আসাদের ফোন বাজছিল। আসাদ দেখল সাহিল ফোন করছে। সে তাড়াতাড়ি ফোন ধরল, "আরে তোমার ফোন পাওয়া যাচ্ছিল না কেন? কোথায় ছিলে?"
সাহিল বলল, "নেটওয়ার্কের খুব ট্রাবল হচ্ছে, কিচ্ছু পাওয়া যাচ্ছে না"।
আসাদ বলল, "শোন না, আমি কিছুতেই কাদির সাহেবের ফোন পাচ্ছি না। ওই কনভয়ের কাউকেও পাচ্ছি না। কী করা যায় বল তো?"
সাহিল বলল, "আপনি কি এখনও পার্টিতে?"
আসাদ বিরক্ত গলায় বলল, "হ্যাঁ। মদ পেটে পড়লে হুসেন সাহাব সব ভুলে জান দেখছি। এখানে কন্ট্রোল রুম খোলার কথা ছিল। সেসব কিচ্ছু হয় নি। দেদার মদ গিলে যাচ্ছেন। এখন স্টেজে গান করছেন"।
সাহিল বলল, "ওখানে যত থাকবেন, তত সমস্যা"।
আসাদ বলল, "তাহলে কী করব? বেরিয়ে যাব?"
সাহিল বলল, "হ্যাঁ। পারলে বেরিয়ে জান"।
আসাদ বলল, "বেশ। তুমি চলে এসো তবে। আমি চুপচাপ বেরিয়ে যাচ্ছি"।
সাহিল বলল, "ওকে। আমি এসে ফোন করছি"।
মিনিট পাঁচেক এদিক সেদিক ঘুরে আসাদ গেটের বাইরে চলে গেল।
সাহিল বাইক নিয়ে চলে এল।
আসাদ হাঁফ ছেড়ে বলল, "বাঁচা গেল"।
সাহিল বলল, "বাঁচার কিছু নেই। বাইকে উঠুন। একটা ঘটনা ঘটেছে"।
আসাদের ভ্রূ কুচকাল, "কী হয়েছে?"
সাহিল বলল, "চলুন বলছি"।
কিছুক্ষণ পর তারা তাদের অফিস ঘরের সামনে এসে পৌঁছল। রাত গভীর হয়েছে। রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে গেছে।
সাহিল অফিস ঘরের দরজা খুলে বলল, "টিভি দেখুন"।
আসাদ টিভি অন করল। প্রধানমন্ত্রী বশির আলি এত রাতে প্রেস কনফারেন্স করে জানাচ্ছেন ফিল্ড মার্শাল ইমতিয়াজ হুসেন তাকে কিছু না জানিয়ে আব্বাসাবাদের বাসিন্দাদের অকথ্য অত্যাচার করছেন। সেসব ছবি তার কাছে এসে পৌঁছেছে। তিনি এই মুহূর্তে ইমতিয়াজ হুসেনকে বরখাস্ত করে তার পরিবর্তে ইসমাইল খানকে পাকিস্তান আর্মির ফিল্ড মার্শাল ঘোষণা করছেন। ইমতিয়াজ হুসেন কিছুই জানান নি তাকে। বরং দেশদ্রোহীতার কাজ করেছেন। ইসমাইল খানের উপর তার পূর্ণ ভরসা আছে। তিনি সবরকম শত্রুর হাত থেকে পাকিস্তানকে রক্ষা করতে পারবেন, সে বিশ্বাস তিনি ইসমাইল খানের উপর করেন।
আসাদ অবাক হয়ে টিভির দিকে তাকিয়ে রইল।
সাহিল বলল, "আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে"।
আসাদ অবাক হয়ে বলল, "কে?"
দরজা দিয়ে আফতাব ঢুকল। তার হাতে উদ্যত অটোমেটিক মেশিন গান। আসাদ সাহিলের দিকে চমকে তাকাল। সাহিল বলল, "আমি তো আপনার দিকেই ছিলাম জনাব। কিন্তু আমাদের মা বোনদের নিয়ে

টানাটানি করলে তো আমার আর কিছু করার নেই। আপনি নিজেই বলেছিলেন, এভ্রিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ এন্ড ওয়ার। আমি আপনার কথাই মেনে চললাম"।

আসাদ পকেট থেকে রিভলভার বের করতে গেল। তার আগেই আফতাবের মেশিনগান গর্জে উঠল। আফতাব বালোচ তাকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিল।

সাহিল আসাদের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট নিয়ে ধরাল। আফতাব বলল, "আমার বিবিকে নিয়ে যেতে এসেছি। আর এই লাশটাও নিয়ে যাচ্ছি। ক্যান্টনমেন্টের সামনে টাঙিয়ে দেব। বালোচদের বউ মেয়েদের সঙ্গে ঝামেলা করার শাস্তি কী হয়, পাকিস্তান দেখুক"।

সাহিল কিছু বলল না। চুপ করে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বলল, "নিয়ে যান। কাল থেকে আসাদ খুনের তদন্তভার আশা করি আমার কাছেই আসবে। খুব ভাল করে তদন্ত করব"।

দুজনেই হো হো করে হেসে উঠল এ কথার পর।

#

ইমতিয়াজ হুসেন সোফায় বসেছিলেন। সিঙ্গল মল্টের সমস্যা হল নেশাটা যত সময় যায়, তত জাঁকিয়ে আসে। স্টেজে কেউ একজন গান করছে। ইমতিয়াজ সেটাই শোনার চেষ্টা করছিলেন।

কোয়েটার মেজর জেনারেল এসে তার সামনে এসে দাঁড়াল, "জনাব। আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে"।

ইমতিয়াজ বললেন, "কোথায় যেতে হবে?"

"আপনার নামে অ্যারেস্ট ওয়্যারেন্ট এসেছে ইসলামাবাদ থেকে। আপনাকে আটক করার অর্ডার এসেছে"।

ইমতিয়াজ চোখ ছোট ছোট করে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলেন। ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না তো ঠিক করে। ব্যাটা বলে কী? এই তো পেছন পেছন ঘুরছিল কুকুরের মত। বললেন, "জাস্ট গেট লস্ট। তুমি জানো, তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ"?

"এখন আপনি নো বডি জনাব। আপনাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। চলুন"। তাকে গ্রেফতার করার সময়েও ইমতিয়াজ কিছুই বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলেন না। দেশের নবনিযুক্ত ফিল্ড মার্শাল তাকে বালোচ যোদ্ধাদের জন্য রাখা জেলের কুঠুরিতে বন্দী করার নির্দেশ পাঠিয়েছেন। নেশার ঘোরেই ইমতিয়াজ অবাক হয়ে দেখলেন যারা তার সঙ্গে গোটা সন্ধ্যে মদ খেল, তার গান শুনে ধন্য ধন্য করল, তারাই তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল। ক্ষমতা থাকা আর না থাকার মধ্যে যে এত বড় পার্থক্য হতে পারে, ইমতিয়াজের বুঝতে বেশিক্ষণ লাগল না...

। ৪১

রাত একটা।

স্পিন বুলদাক শহর। কান্দাহার সীমান্ত।

গোপন আস্তানায় ছট ফট করছে রুমান আলী। কাদির সাহেবের রাত এগারোটার সময় চলে আসার কথা ছিল। এখনও পৌঁছলেন না। রুমান ঠিক করেছিল কাউকে কোন প্রস্তুতির সময় না দিয়ে আজকে রাতেই পাকিস্তানে ঢুকে বালুচিস্তান পেরিয়ে যাবে। এর থেকে ভাল সুযোগ আর কিছুতেই হত না। তার সাগরেদ বলল, "জনাব। মৌলানাকে ফোন করুন"।

রুমান বলল, "হ্যাঁ জানি জানি। তোকে শেখাতে হবে না। মৌলানা এখন ঘুমোচ্ছে। বেশি ঝামেলা করার দরকার নেই"।

আরো কিছুক্ষণ পায়চারি করল সে। তবু কোন খবর এল না।
অবশেষে অধৈর্য হয়ে মৌলানাকে ফোন করল রুমান। ঘুমের ঘুরে মৌলানা ফোন ধরে বললেন, "মেজর জেনারেল পৌঁছেছেন?"
"না জনাব। কোন খবর এল না এখনও। সেই থেকে অপেক্ষা করে আছি। এখনও না এলে আমাদের প্ল্যানটাই নষ্ট হয়ে যাবে"।
"আমি কথা বলছি। তুমি অপেক্ষা কর"।
"জি হুজুর"।
ফোন কেটে গেল। দ্বিতীয়বার ফোন বাজার আগেই রুমানের এক সাগরেদ দৌড়ে এল, "জনাব। বর্ডারে আফগান সৈন্যরা আমাদের ট্রাক আটকে দিয়েছে। ওরা এদিকেই আসছে। আমাদের আস্তানার খবর পেয়েছে খুব সম্ভবত"।
রুমান অবাক গলায় বলল, "আফগান সরকারের সেনা? এখানে তো কারো আসার কথা ছিল না! যতক্ষণ না কাদির আসবে, ততক্ষণ পাকিস্তান আর্মিকে বলা হয়েছিল বর্ডার খালি করে দেওয়ার জন্য। আমি যাব ওই আফগানদের সঙ্গে কথা বলতে। ওদের এত সাহস হয় কী করে? চল দেখি।"
"একবারেই যাওয়া ঠিক হবে না জনাব। পুরো ব্যাটেলিয়ন এসে গেছে। আমাদের সঙ্গে গদ্দারি হয়েছে জনাব। কেউ খবর দিয়ে দিয়েছে। পালাতে হবে, ওরা আমাদের পেলে আটক করবে। এখানে সি আই এর বেস ক্যাম্পের লোকেরা যদি জেনে যায়, তাহলে ধরা পড়ে যাব। চলুন জনাব"।
গাড়িতে উঠে ফুঁসছিল রুমান। মৌলানাকে ফোন করে বলল, "জনাব, পাকিস্তান আর্মি আমাদের ধোঁকা দিয়েছে। ওরা খবর করে দিয়েছে"।
মৌলানা ক্লান্ত গলায় বললেন, "ধোঁকা দেয় নি। বশির আলি, হুসেন সাহাবকে গ্রেফতার করিয়েছেন। এখন ইমতিয়াজ হুসেনের হাতে আর কোন ক্ষমতা নেই"।
রুমান বলল, "আমরা তাহলে কি করব?"
মৌলানা বলল, "কান্দাহারের ডেরায় লুকিয়ে থাকো কিছুদিন। সময় হলে ফিরবে"।
রুমান ফোন রেখে রেগেমেগে ফোনটা গাড়ির অন্য কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, "যে গদ্দার খবর দিয়েছে, তাকে যখন সামনে পাব, ছাড়ব না। কথা দিলাম"।
রুমানের গাড়িটা একটা টয়োটা গাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেল।
গাড়ির চালক তাদের যেতে দেখে গাড়ি থামিয়ে হেসে ফোন বের করে দিল্লিতে ফোন করল। চিফ জেগে ছিলেন। তার ফোন পেয়ে ধরলেন, "বল সায়ক"।
"স্যার, রুমান পাকিস্তানে ঢুকতে পারল না। পালাতে বাধ্য হয়েছে। আফগান সেনা ওদের সব ট্রাক বাজেয়াপ্ত করেছে। প্রায় এগারোটা ট্রাক আছে"।
"কী আছে ট্রাকে?"
"আর্মস। বারুদ। গাদা গাদা একে ফরটি সেভেন। সব কাশ্মীরে যেত যা বুঝতে পারছি"।
চিফ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন, "গুড গড। এটা একটা বিরাট অ্যাচিভমেন্ট। এগারোটা ট্রাক মানে, ওরা নিশ্চয়ই এক্সপ্লোসিভ নিয়ে আসছিল। ভাগ্যিস তোমাকে ওখানে পাঠাবার কথা মাথায় এসেছিল। সৈকত পৌঁছেছে?"
সায়ক বলল, "না স্যার। এখনও আসে নি। তবে ফোন করে জানিয়েছে এসে গেছে"।
চিফ বললেন, "ঠিক আছে। তুমি সৈকতকে নিয়ে যাবে তো? দেখো রাস্তায় যেন কোন বেগড়বাই শুরু না করে। ওকে ভরসা নেই। ওর ওভার এন্থুসিয়াসজম ওর খুব বড় ক্ষতি করে দেবে একদিন, এটাই ভয়ের।"
সায়ক বলল, "না স্যার, আমি সৈকতের সঙ্গে ফিরব না। তুষার স্যার আমাকে মুজফফরাবাদ যেতে বললেন। একটা অ্যাসাইনমেন্ট এসেছে। আর আই থিংক আমাদের সৈকতের মতই আরো বেশি অফিসার দরকার।

আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই"।
চিফ বললেন, "চিন্তা হয়। কারণ মাঝে মাঝে একবারে হারিয়ে যায় ও। এগুলো আর তোমাকে কী করে বোঝাবো? তোমাকে নিয়ে তুষারও কি কম ভুগছে"?
সায়ক হেসে ফেলল। চিফ বললেন, "যাই হোক, শোন বড়াল, তুমি এনশিওর করবে সৈকত যেন দেশে ফেরে। ওকে পাকিস্তানে রাখার রিস্ক আপাতত নিতে পারছি না"।
সায়ক বলল, "ওকে স্যার"।
চিফ বললেন, "গুড নাইট, এন্ড বেস্ট অফ লাক। সাবধানে যেও"।
"থ্যাঙ্ক ইউ স্যার"।
ফোন রেখে সায়ক সীমান্তের চেক পোস্টের কাছে এসে দাঁড়াল। আফগান সেনা গোটা এলাকা ঘিরে দিয়েছে। পাক সীমান্তের কাছে একটা পাকিস্তান সেনা বাহিনীর গাড়ি এসে দাঁড়াল। আফগানদের বলা ছিল। সৈকতের আফগানিস্তানে প্রবেশ করতে কোন সমস্যা হল না।
সায়ক সৈকতকে জড়িয়ে ধরে বলল, "এলি তবে শেষ মেশ। চিফ কিন্তু হেবি খচে আছে। ঠিক কী করেছিস তুই?"
সৈকত বলল, "তেমন কিছু না। আপাতত কোয়েটা আর করাচীর পুলিশ আমার নামে লুক আউট জারি করেছে। কোয়েটার আর্মি জেলে মেথর সেজে ঢুকে ওরা যে কাজগুলো করছিল, সেগুলোর ছবি তুলেছি। ওদের মেজর জেনারেলকে কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছি। এগুলো কী এমন আর কঠিন ব্যাপার, এতে কি এত চাপ নেওয়া উচিত বল?"
সায়ক হো হো করে হেসে ফেলে বলল, "একবারেই না। সাবাস মেরে শের"।
সৈকত ক্লান্ত গলায় বলল, "তাহলে শেষ মেশ এখন কি বলা যায়, আমরা জিতলাম না হারলাম?"
সায়ক বলল, "এ খেলা কি আর একদিনের, যে জেতা হারার হিসেব হবে? কাবুলে হাসান আলী আছে। ও তোকে পাসপোর্ট দিয়ে দেবে। সাবধানে যাস"।
সৈকত বলল, "আর তুমি?"
সায়ক বলল, "আমার হল শুরু, আর তোমার হল সারা। যা ভাই। দেখা হবে যদি বেঁচে থাকি"।
সৈকত বলল, "গাড়িতে মেজর জেনারেল কাদিরকে বসিয়ে রেখে এসেছি। একদম চূড়ান্ত নিরাপদভাবে তুমি ওর সঙ্গে যেতে পারবে। ব্যাটার জীবন বাঁচিয়েছি। আমি না থাকলে বালোচ যোদ্ধারা ওকে মেরেই দিতো। আপাতত হেল্প করবে। তবে সাপের জাত। ফোন করতে দেবে না। কোয়েটা পৌঁছে ব্যাটাকে মুখ হাত পা বেঁধে কোথাও ফেলে দিও। চাইলে খাদে ফেলেও দিতে পারো, বেঁচে যাবে তবে হাত পা ভাঙবে।"
সায়ক হাসতে হাসতে বলল, "তোর ভয় টয় নেই, নারে?"
সৈকত বলল, "বাংলা সিরিয়াল ছাড়া দুনিয়ার কোন কিছুতে আমি ভয় পাই না। তুমি কোথায় যাবে?"
সায়ক বলল, "আজাদ কাশ্মীর"।
সৈকত লাফিয়ে উঠে বলল, "আমিও যাব। আমি বাড়ি গিয়ে কী করব? সেই মা সিরিয়াল দেখবে আর আমার মাথা খেয়ে যাবে বিয়ে কর বিয়ে কর বলে। প্লিজ সায়কদা। আমি যাব"।
সায়ক হাসতে হাসতে বলল, "কেটে পড়। চিফ জানলে রক্ষা নেই। আসি। ফোনটা রাখ, হাসানের কাছে দিয়ে দিস"।
অন্ধকারের মধ্যে সায়ক বালুচিস্তানে প্রবেশ করে কাদিরের গাড়িতে উঠল। গাড়ির আলো জ্বলে উঠল। সৈকত হাত নাড়ল। গাড়িটা ব্যাক করে নিয়ে সায়ক কোয়েটার উদ্দেশ্যে রওনা দিল।
যতক্ষণ গাড়িটা দেখা যায়, সৈকত দাঁড়িয়ে রইল। গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেলে সে চিফকে ফোন করল। চিফ ঘুম জড়ানো গলায় বললেন, "হ্যাঁ সায়ক, সব ঠিক আছে?"
সৈকত বলল, "স্যার, প্লিজ স্যার, আমি বাড়ি যাব না। আমাকে সায়কদার সঙ্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন"।

চিফ রেগে গেলেন, "ভোর রাতে ফোন করে ইয়ার্কি হচ্ছে? কাল বিকেলের মধ্যে দিল্লিতে আমার অফিসে রিপোর্ট করবে। নইলে দেখবে কী করি"।
সৈকত তাড়াতাড়ি ফোন কেটে দিয়ে ঘাম মুছে বলল, "বাপরে... কী খচে গেছে! পুরো বাংলা সিরিয়ালের ভিলেন। যাক গে, যা আছে ভাগ্যে।"
হাই তুলতে তুলতে সৈকত সায়কের রেখে যাওয়া গাড়িতে উঠে গাড়ি স্টার্ট দিল।
এবার ঘরে ফেরার পালা...